রেকর্ড-কাকলী

শ্রীঅধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

সংগৃহীত।

চতুর্থ সংস্করণ।

১৩৩২—ফাল্গুন।

[মূল্য ১॥০ দেড় টাকা

প্রকাশক—

শ্রীঅধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

১০৫ নং আপার চিৎপুর রোড, "তারা-লাইব্রেরী"

কলিকাতা।

উপহার পৃষ্ঠা
শ্রী
করকমলে
সাদরে
উপহার প্রদত্ত হইল।
তারিখ
শ্রী

সূচীপত্র।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

রেকর্ড-কাকলীর সূচীপত্র সমাপ্ত।

গায়ক-গায়িকাগণের নাম।

গায়ক-গায়িকাগণের নাম ।

চিত্র সূচী

রেকর্ড-কাকলী

ডি. এল. রায়।

ইমন—একত

যখন সঘন গগন গরজে, বরিষে করকাধারা ;
সভয়ে অবনি আবরে নয়ন, লুপ্ত চন্দ্র তারা ;
দীপ্ত করি' সে তিমির জাগে কাহার আননখানি—
আমার কুটীর-রাণী সে যে গো—আমার হৃদয়-রাণী।
জ্যোৎস্নাহসিত নীল আকাশে যখন বিহগ গাহে,
স্নিগ্ধ সমীরে শিহরি' ধরণী মুগ্ধ-নয়নে চাহে ;
তখন স্মরণে বাজে কাহার—মৃদুল মধুর বাণী—
আমার কুটীর-রাণী সে যে গো—আমার হৃদয়-রাণী।
আঁধারে আলোকে, কাননে কুঞ্জে, নিখিল ভুবন মাঝে,
তাহারই হাসিটী ভাসে হৃদয়ে, তাহারই মুরলী বাজে ;
উজল করিয়া আছে দূরে সেই আমার কুটীরখানি—
আমার কুটীর-রাণী সে যে গো—আমার হৃদয়-রাণী।

বহুদিন পরে হইব আবার আপন কুটীরবাসী,
দেখিব বিরহ-বিধুর অধরে মিলন-মধুর হাসি,
শুনিব বিরহ-নীরব কণ্ঠে মিলন-মুখর বাণী,—
আমার কুটীর-রাণী সে যে গো—আমার হৃদয়-রাণী ॥

কীর্ত্তন—একতালা।

আর, কেন মিছে আশা, মিছে ভালবাসা, মিছে কেন তার ভাবনা।
সে যে, সাগরের মণি, আকাশের চাঁদ—আমি ত তাহারে পাব না।
আজি, তবু তারে স্মরি' সতত শিহরি, কেন আমি হত-ভাগিনী,
কেন, এ প্রাণের মাঝে নিশিদিন বাজে সেই এক মধুর-রাগিণী।
শুনি,—উঠে সেই গান নীরব মহান্, যায় সে আকাশ ছাপিয়া;
দেখি শুনি' সেই ধ্বনি, শিহরে ধরণী, তারাকুল উঠে কাঁপিয়া,
আমি, চেয়ে থাকি—স্থির নীরব গভীর নির্ম্মল নীল নিশীথে,
কেন—রচি' এ মহীতে সসীম হইতে চাহি সে অসীমে মিশিতে।
আমি পারি না'ত হায়, ধূলায় গড়ায় তপ্ত অশ্রুবারি গো;
তবে, কেন হেন যেচে দুখ লই বেছে, কেন না ভুলিতে পারি গো;
না, না, তবু সেই দুখ জাগিয়া থাকুক আমরণ মম স্মরণে;
আমি, ল'ভেছি যদি এ বিরস জীবন, লভিব সরস মরণে ॥

মিশ্র ইমন্—জলদ্ কাওয়ালী।

ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী,—
গর্জ্জে সিন্ধু ; চলিছে তরণী !—
গভীর রাত্রি গাহিছে যাত্রী,
ভেদি সে ঝঞ্ঝা উঠিছে স্বর !—
"ওঠ্ মা ওঠ্ মা দেখ্ মা চাহি"
এই'ত এসেছি আর চিন্তা নাহি—
জননী হীনা, কন্যা দীনা,
ওঠ্ মা ওঠ্ মা প্রদীপটী ধর্।
লঙ্ঘি' বনানী পর্ব্বতরাজী,
তোর কাছে এই আমি এসেছি'ত আজি।
কোথায় জননী ? গভীর রজনী,
গর্জ্জে অশনি, বহিছে ঝড়।
"একি" !—কুটীর যে মুক্তদ্বার !
নির্ব্বাণ দীপ—গৃহ অন্ধকার···
কোথায় জননী ? কোথায় জননী ?
শূন্য যে শয্যা—শূন্য যে ঘর"—
সে ধ্বনি উঠিয়া আর্ত্তনিনাদে,
বিধাতৃ-চরণে পড়িয়া কাঁদে ;
চরণাঘাতে বজ্র-নিপাতে
মূর্চ্ছিয়া পড়িল সে অবনী' পর॥

ডি, এল, রায়।

ইমন—একতালা।

সেথা গিয়াছেন তিনি সমরে, আনিতে জয় গৌরব জিনি;
সেথা, গিয়াছেন তিনি মহা আহ্বানে—
মানের চরণে প্রাণ বলিদানে ;—
মথিতে অমর মরণসিন্ধু, আজি গিয়াছেন তিনি।
সধবা, অথবা বিধবা, তোমার রহিবে উচ্চশির ;—
উঠ বীরজায়া, বাঁধো কুন্তল, মুছ এ অশ্রুনীর।
সেথা, গিয়াছেন তিনি করিতে রক্ষা শত্রুর নিমন্ত্রণে ;
সেথা, বর্ম্মে বর্ম্মে কোলাকুলি হয় ;
খড়্গে খড়্গে ভীম পরিচয় ;
ভ্রূকুটির সহ গর্জ্জন মিশে রক্ত রক্ত সনে।
সধবা, অথবা বিধবা, তোমার রহিবে উচ্চশির ;—
উঠ বীরজায়া, বাঁধো কুন্তল, মুছ এ অশ্রুনীর।
সেথা, নাহি অনুনয়, নাহি পলায়ন—সে ভীম সমর মাঝে ;
সেথা, রুধির রক্ত অসির অঙ্গে, মৃত্যু নৃত্য করিছে রঙ্গে,
গভীর আর্ত্তনাদের সঙ্গে বিজয়-বাদ্য বাজে।
সধবা অথবা বিধবা, তোমার রহিবে উচ্চশির ;—
উঠ বীরজায়া, বাঁধো কুন্তল, মুছ এ অশ্রুনীর।
সেথা, গিয়াছেন তিনি সে মহা আহবে জুড়াইতে সব জ্বালা
হেথা হয়'ত ফিরিতে জিনিয়া সমর ;

হয়'ত মরিয়া হইতে অমর ;
সে মহিমা ক্রোড়ে ধরিয়া হাসিয়া তুমিও মরিবে বালা।
সধবা অথবা বিধবা, তোমার রহিবে উচ্চশির ; --
উঠ বীরজায়া, বাঁধো কুন্তল মুছ এ অশ্রুনীর ॥

মিশ্র ইমন্—কাওয়ালী।

আজি এসেছি—আজি এসেছি, এসেছি বধু হে,
নিয়ে এই হাসি,রূপ, গান।
আজি, আমার যা কিছু আছে, এনেছি
তোমার কাছে, তোমায় করিতে সব দান।
আজি তোমারি চরণতলে রাখি এ কুসুমভার,
এ হার তোমার গলে দিই বঁধু উপহার,
সুধার আধার ভরি' তোমার অধরে ধরি,—
কর বঁধু কর তায় পান !
আজি হৃদয়ের সব আশা, সব সুখ, ভালবাসা,
তোমাতে হউক অবসান।
ঐ ভেসে আসে কুসুমিত উপবন সৌরভ,
ভেসে আসে উচ্ছল জলদল কলরব,
ভেসে আসে রাশি রাশি, জ্যোৎস্নার মৃদু-হাসি,
ভেসে আসে পাপিয়ার তান ;

আজি, এমন চাঁদের আলো—মরি যদি সেও ভাল,
সে মরণ স্বরগ সমান।
আজি, তোমার চরণতলে লুটায়ে পড়িতে চাই,
তোমার জীবনতলে ডুবিয়া মরিতে চাই
তোমার নয়নতলে শয়ন লভিব বলে,
আসিয়াছি তোমার নিধান ;
আজি সব ভাষা সব বাক্—নীরব হইয়া যাক্,
প্রাণে শুধু মিশে থাক্—প্রাণ ॥

কীর্ত্তন।

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল,
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল ;
সখি হে—কি মোর করমে লেখি।—
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু—ভানুর কিরণ দেখি।
নিচল ছাড়িয়া, উচলে উঠিতে, পড়িনু অগাধ জলে ;
লছমী চাহিতে, দারিদ্র বেড়ল, মাণিক হারানু হেলে ;
পিয়াস লাগিয়া—জলদ সেবিনু বজর পড়িয়া গেল
জ্ঞানদাস কহে—কানুর পীরিতি মরণ অধিক শেল ॥

মিশ্র কেদারা—একতালা।

ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা ;
ও সে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ;—
কোরস্—
এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তাঁরা, কোথায় উজল এমন ধারা।
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ, এমন কালো মেঘে !
তারা পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে, পাখীর ডাকে জেগে।
এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।
এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড় !
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র, আকাশতলে মেশে !
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে !
এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।
[illegible]া পুষ্পে ভরা শাখী ; কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী ,
[illegible]রিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে—
তারা, ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে !

ডি, এল, রায়।

এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।
ভা'য়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ!
—ওমা! তোমার চরণ দু'টি বক্ষে মোরা ধরি,—
এই দেশেতে জন্ম মোদের—যেন এই দেশেতে মরি—
এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।

———

মিশ্র ইমন্—কাওয়ালী।

এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু কাব্য পড়েছি,
অমনি নিজেরই মাথা খেয়ে বসেছি
শুনেছি তার বরণ কালো, কিন্তু তার চেহারা ভালো,
ওগো বল আমি—তারে নিয়ে দেশ ছেড়ে যাবো কি?
শুধু বারান্দায় যাচ্ছিল সে, "হুঁ হুঁ" করে, ভৈরবী ভাঁজছিল সে.
তাই শুনে বাপ—দুই তিন ধাপ ডিঙ্গিয়ে এলাম মেরে এক লাফ্—
উপর তলায় যে খুসী সে যায়, ভুনি খিচুড়ী যে খুসী সে খায়;
সখি বল আমি—আদা দিয়ে কচুপোড়া খাবো কি?

গীত।

সান্ধ্য সমীরে ধরে ধরে ধরে কে দিছে মধুর [illegible],
সরসীর বুকে কুমুদিনী মুখে দিছে মধুর হাস?

চাঁদে কে দিয়েছে জোছ্না রাশি,
প্রেমিকের গলে পরাতে ফাঁসি,
কামিনী অধরে কেন সুধা ঝরে,
কেন সেথা রহে সদা মধু বার মাস ?
এ ভব ভবন কেন বা সুন্দর,
কেন তাহে ক্ষরে শশিকর,
কেন বা তটিনী কুলুকুলু ধ্বনি
চ'লেছে সাগর পাশ ?

হাম্বির—মধ্যমান।

(ওগো), জানিস্ ত, তোরা বল, কোথা সে, কোথা সে '
এ জগৎ মাঝে আমারে যে প্রাণের মত ভালবাসে।
নিদাঘ নিশীথে, ভোরে, আধ-জাগা ঘুমঘোরে,
আশোয়ারি তানের মত, প্রাণের কাছে ভেসে আসে।
আসে যায় সে হৃদে মম, সৈকতে লহরী সম,—
মন্দার-সৌরভের মত বসন্ত বাতাসে ;
সাঁঝে মাঝে কাছে এসে, কি বলে' যায় ভালবেসে,
। পরে যায় সে মিশে ফুলের কোণে চাঁদের পাশে।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

বসিয়া বিজন বনে, বসন-আঁচল পাতি,
পরাতে আপন গলে, নিজ মনে মালা গাঁথি।
তুষিতে আপন প্রাণ, নিজ মনে গাই গান :
নিজ মনে করি খেলা, আপনারে ক'রে সাথী।
নিজ মনে [illegible] হাসি, আপনারে ভালবাসি।
সোহাগ, আদর, মান, অভিমান, দিন-রাতি॥

———

ভীম-পলশ্রী—মধ্যমান।

বাধি যত মন ভালবাসিব না তায়,
ততই এ প্রাণ তাঁরি চরণে লুটায়!
যতই ছাড়াতে চাই, ততই জড়িত হই—
যত বাঁধি বাঁধ—তত ভেঙ্গে যায়।

———

বাঁরোয়া—ভরতঙ্গা।

প্রেম যে মাখা বিষে, জানিতাম কি তায়!
তা হ'লে কি পান করি' মরি যাতনায়!
প্রেমের সুখ যে সখি পলকে ফুরায়;
প্রেমের যাতনা হৃদে চিরকাল রয়।
প্রেমের কুসুম সে'ত পরশে শুকায়;
প্রেমের কণ্টক-জ্বালা ঘুচিবার নয়॥

হাস্যোদ্দীপক।

আহা কিবা মানিয়েছে রে—

যেন, মেঘের কোলে ইন্দ্রধনু, কৃষ্ণের পাশে বলরাম ;

(ব্রজের কুঞ্জবনে)

যেন, নাচের সঙ্গে তবলার চাঁটী টপ্পার সুরে হরিনাম ;

(বাহবারে বাহ[illegible])

যেন, কপির সঙ্গে কড়াই শুঁটি, ক্ষীরের সঙ্গে পাকা আম ;

(বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে)

যেন, মুড়ির সঙ্গে মটর ভাজা, মদের সঙ্গে হরিনাম ;

(বাহবারে বাহবা !)

যেন, জ্বরের সঙ্গে অতিসার, গোপীর সঙ্গে ব্রজধাম ;

(ও সেই দ্বাপর যুগে)

যেন, বিয়ের সঙ্গে রোসন-চৌকি, মরণ কালে হরিনাম।

(বাহবারে বাহবা)

হাস্যোদ্দীপক।

প্রথম যখন বিয়ে হ'লো ভাব্‌লাম বাহা বাহারে।

কি রকম যে হ'য়ে গেলাম, বল্‌বো তাহা কাহারে।

ভাব্‌লাম বাহা বাহারে।

হ'লো আমার স্বভাব, যেন আমি হ'লাম নবাব,

নাইকো আমার কোনই অভাব, পোলাও কোর্ম্মা কোপ্তা কাবাব,

রোচে নাকো আহারে,

ভাব্‌লাম বাহা বাহারে।

ভাব্‌তাম গোলাপ ফুলের মতন, ফুটে আছে প্রিয়ার মুখ ;
দূরে থেকে দেখ্‌বো সুধু শুঁক্‌বো সুধু গন্ধটুক্ ;
রাখ্‌বো জমা প্রেমের খাতায়—খরচ মোটে ক'র্‌বো না তায়,
রাখ্‌বো তারে মাথায় মাথায়, মুদবো না কো আঁখির পাতায়,
হারাই পাছে তাহারে !

ভাব্‌লাম বাহা বাহারে।

শঙ্কা হ'তো পাছে প্রিয়া কখন ক'রে অভিমান,
পরীর মতন যেখন তুলে হাওয়ার সঙ্গে মিশে যান,
নকল নবিশ প্রেমের পেশায়, হ'য়ে রোতুম বিভোর নেশায়,
প্রাণের সঙ্গে দিয়ে কে যায়, খাম্বাজ সঙ্গে বেহাগ মেশায়
মরি মরি আহারে।

ভাব্‌লাম বাহা বাহারে।

দেখ্‌লাম পরে পরক ক'রে নেহাত প্রিয়া তৈরী ন'ন,
বচন-সুধায় যায় না ক্ষুধা, বরং শেষে জ্বালাতন ;
যদি একটু হেলায় খেলায়, আস্‌তে দেরি রাত্তির বেলায়
অমনি তর্ক, গুরু চেলায়, পালাই তাঁর বক্‌নির ঠেলায়,
পগার কি পাহাড়ে।

ভাব্‌লাম বাহা বাহারে।

দেখ্‌লাম পরে প্রিয়ার সঙ্গে, হ'লে আরও পরিচয়,
পরীর মতন মোটেই প্রিয়ার উড়ে যাবার গতিক নয় ;

বরং শেষে মাথার রতন, নেপ্টে রৈলেন আঠার মতন,
বিফল চেষ্টা বিফল যতন, স্বর্গ হ'তে হ'ল পতন,
রচেছিলাম যাহারে।
ভাব্‌লাম বাহা বাহারে।

হাস্যোদ্দীপক।

তোমায় ভালবাসি ব'লে তুমি বুঝি মনে ভাব,
যে, তোমার চন্দ্রমুখখানি না দেখিলে ম'রে যাব?
ঘুঘু চর্‌বে আমার বাড়ী, উনুনে চড়্‌বে না হাঁড়ি,
বৈদ্যেতে পাবে না নাড়ী, এম্‌নি অন্তিম দশায় খাবি খাব।
এখানে ইস্তফা—তবে যা হ'বার তা হ'য়ে গেল;
তুমি যদি আমায় ভাল না বাস ত (আমার তবে) ব'য়ে গেল,
ডাক্‌লে তোমার পাইনে সাড়া, নেই কি কেউ বুঝি তোমা ছাড়া?
এই গোঁপ জোড়াতে দিলে চাড়া তোমার মত অনেক পাব॥

কমিক।

আমরা বিলেত ফেরৎ ক' ভাই,
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই।
তাই কি করি নাচার, স্বদেশী আচার,
করিয়াছি সব জবাই॥

ডি, এল, রায়।

আমরা বাংলা গিয়াছি ভুলি,
আমরা শিখেছি বিলিতি বুলি,
আমরা চাকরকে ডাকি 'বেয়ারা',
আর মুটেদের ডাকি 'কুলি' ॥
রাম, কালীপদ, হরিচরণ, নাম এসব সেকেলে ধরণ,
তাই নিজেদের সব "ডে" "রে" ও "নিটার"
করিয়াছি নামকরণ,
আমরা সাহেব সঙ্গে পটি ;
আমরা মিষ্টার নামে রটি,
যদি সাহেব না বলে বাবু কেহ বলে মনে মনে ভারি চটি।
আমরা ছেড়েছি টিকির আদর,
আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর
আমরা প্যাণ্ট কোট আর হ্যাট বট পোরে,
সেজেছি বিলিতি বাঁদর,
আমরা বিলিতি ধরণে হাসি,
আমরা ফরাসি ধরণে কাশি,
আমরা পা ফাঁক করিয়া সিগারেট খেতে
বড্ডই ভালবাসি।
আমরা হাতে খেতে বড় ডরাই,
আমরা স্ত্রীকে ছুরী কাঁটা ধরাই,
আমরা মেয়েদের জুতো মোজা,
দিদিমাকে জ্যাকেট কামিজ পরাই,

মোদের সাহেবিয়ানার বাধা,
এই যে রংটা হয় না সাদা,
তবু চেষ্টার ত্রুটি নাই,
ভিনোলিয়া মাখি রোজ গাদা গাদা,
আমরা বিলেত ফের্ত্তা ক'টায়,
দেশে কংগ্রেস আদি ঘটাই,
মোদের সাহেব যদিও দেবতা,
তবুও সাহেবগুলোই চটাই,
আমরা সাহেবি রকমে হাঁটি,
আমরা স্পিচ দেই ইংরিজি খাঁটি,
কিন্তু বিপদেতে দিই বাঙালিরই মত চম্পট পরিপাটি।

কমিক।

পার'ত জন্মো' না কেউ বিষ্যুৎবারের বারবেলায়।
জন্মাও ত সামলাতে পার্‌বে নাক তার ঠেলায়॥
শোন, বিষ্যুৎবারের বারবেলাতে, আমার জন্ম হইল,
তাই দিল কাল ক'রে, রোদে ধরে,
মাখিয়ে মাখিয়ে তৈল।
দেখে মা কাল ছেলে দিল ঠেলে,
দিল নাক মায়ের দুধ, ক'রে দিল শরীর সরু, বুদ্ধি গরু,
[illegible]য়ে খাইয়ে গায়ের দুধ,
পরে, মিলে আমার আটটা মামায়, বাবার সেই আট শালায়॥

হ'তে না হ'তে বড়, দিয়ে চড় পাঠিয়ে দিলে পাঠশালায়,
দেখে মোর গুরুমশাই, যেন কষাই. বিদ্যেয় খাটো শম্মারে.
ক'রে দিলে সেই ফাঁকে শরীরটাকে
পিটিয়ে পিটিয়ে লম্বারে।
বাবা আমি উঁচু দিকেই বাড়ছি দেখে,
ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিল,
দিল মোর চাকরা ক'রে, তারাও মোরে,
দু'দিন পরে তাড়িয়ে দিল,
দেখে মোর চাকুরী শূন্য, বাবা ক্ষুণ্ণ,
বিয়ে দিতে নিয়ে ঘরে গেল,
দেখে মোর শরীর লম্বা বুদ্ধি রম্ভা,
ক'নের দরও চ'ড়ে গেল।
হায় গো ! বিধি তুষ্ট, সবাই তুষ্ট, রুষ্ট কেবল আমার বেলায়.
সে কেবল ফেল্‌লাম বলে, জন্মে ভুলে,
বিষ্যুৎবারের বারবেলায়॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

গীত।

আব্ খাড়া হ্যায়---হুজুর আব্ খাড়া হ্যায় হুজুর।
চড়্‌বড়্ চড়্‌বড়্ চালাইয়ে কোড়া জায়গীর করি ব
তেরা পিঠ মেরা জায়গীর,
মেরা পিঠ তেরা জায়গীর,

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সোনার তরী

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা,
কূলে একা ব'সে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভরা ভরা, ধান কাটা হ'ল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা খর-পরশা,
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা॥
একখানি ছোট ক্ষেত আমি একেলা,
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা,
পরপারে দেখি আঁকা, তরু ছায়া মসীমাখা,
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা প্রভাতবেলা,
এ পারেতে ছোট ক্ষেত আমি একেলা॥
গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে!
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে,
ভরা পালে চলে যায়, কোন দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙ্গে দু'ধারে,
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে॥
ওগো তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে!
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে!
যথা যেতে চাও যারে খুসি তারে দাও
শুধু তুমি নিয়ে যাও ক্ষণিক হেসে
আমার সোণার ধান কূলেতে এসে॥

যত চাও তত লও তরণী 'পরে,
আরো আছে? আর নাই, দিয়েছি ভ'রে।
এতকাল নদী-কূলে যাহা ল'য়ে ছিনু ভুলে
সকলি দিলাম তুলে থরে বিথরে
এখন আমারে লহ করুণা ক'রে॥
ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই! ছোট সে তরী
আমারি সোণার ধানে গিয়াছে ভরি,
শ্রাবণ গগন ঘিরে, ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে, রহিনু পড়ি,
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোণার তরী॥

স্বর্গীয়া বেদানা দাসী।

ইমন্-ভূপালী।

গত নিশি শ্যাম গেছে ফিরে। (সখি রে)
রাধা রাধা ব'লে কত ডেকেছে আমারে—
বনমালা বাঁশরী তাঁর ফেলে গেছে দ্বারে॥
সারা নিশি জেগে জেগে ঘুমায়ে প'ড়েছিলাম,
তাই বুঝি শ্যামচাঁদে হারাইলাম—
হায় হায় কি করিলাম, মরমে তাঁর ব্যথা
কে এমন সুহৃদ্ আছে এনে দিবে তারে॥

গজল।

পাগল ক'রেছ তুমি আঁখিতে প্রাণ আমারে।
লোকে বলে ক'রেছ গুণ—বল দেখি সে কেমন গুণ,
সমান নিদয় দু'টী বধিতে প্রাণ আমারে॥
ভ্রূ-ধনুতে কামগুণ, শরে ভরা কেন রে তূণ,
মনো-মৃগ লক্ষ্য বুঝি বধিতে প্রাণ আমারে।
সর্ব্বস্ব নিয়েছ লুটে, বলিতে পারি না ফুটে,
মুখখানি ক'রেছ বিভোর নাশিতে প্রাণ আমারে॥

ভীমপলশ্রী—যৎ।

আসি আসি ব'লে কেন প্রাণে ব্যথা দাও,
এমন নিদয় তুমি, কাঁদায়ে চলে যেতে চাও।
যতক্ষণ থাক তুমি, কি আনন্দে থাকি আমি,
পায়ে ধরি প্রাণ-নাথ হৃদে এসে প্রাণ জুড়াও॥

বেহাগ-খাম্বাজ—ঠুংরি।

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু,
পেখনু পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানিনু,
দশ দিশ ভেল নিরনন্দা॥

আজু মঝু গেহ গেহ করি মানিনু, আজু মঝু দেহ ভেল দেহা—
আজু বিধি মোহে অনুকূল হ'য়ল, টুটল সবহু সন্দেহা।
সোহি-কোকিল অব লাখ ডাকউ লাখ উদয় করু চন্দা,
পাঁচ বাণ অব লাখ ডাকউ, মলয়-পবন বহু মন্দা॥

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—খেম্‌টা।

ভালবাসি ব'লে আমারে কাঁদাও সতত প্রাণ।
দয়া মায়া নাহি কিরে তোর, হ'লি রে পাষাণ,—
দিলি যে দুঃখ হৃদে রইল গাঁথা, হারে রে বেইমান॥
হৃদিনিধি প্রাণনিধি রীতি-নীতি-বিধান।
আগে মন নিয়ে, প্রাণে মার, কর রে হায়রাণ॥

খাম্বাজ-দাদ্‌রা।

বাজাওয়ে চিকণ-কালা।
মন-প্রাণ হ'রে নিল পাইয়ে অবলা।
গুরু-জনার মাঝে বসি, নাম ধ'রে বাজাওয়ে বাঁশী,
পারি না যে—দেখে আসি, ঘটিল কি জ্বালা॥

সিন্ধু-খাম্বাজ—খং

ভালবেসে ভাল কাঁদালে।
ভাল ভালবাসা জানালে॥
যদি মজিতে না মন ছিল, তবে কেন মজালে

তুমি যে পরেরি সোণা, আগে তো ছিল না জানা,
জান্‌লে পরে পরের সোণা,—
আমি দিতাম নাকো কর্ণমূলে ॥
তুমি যে পরেরি চিত, পাষাণেতে বিরচিত,
(প্রাণ) কষ্ট দিলে যথোচিত, চিত সঁপেছি ব'লে

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ ।

কেমনে বল ভাল না বেসে থাকি ।
পাগল ক'রেছে তোমার ঐ দুটি আঁখি ।
কে যেন মজায়ে, রেখেছে প্রাণ লুকায়ে—
সাধ হয় তারে আমি বুকে ক'রে রাখি ॥

খাম্বাজ—ঠুংরি ।

যদি পরাণে না জাগে আকুল পিয়াসা,
চোখের দেখা দিতে এস না (বঁধু হে)
ভালবেসে যদি দুঃখ পাও সখা
পায়ে ধরি ভালবেস না (বঁধু) ॥
সারাটি দিন আমি একেলা বসিয়ে—
চেয়ে রব ঐ পথের পানে :—
সারাটি রজনী রহিব জাগিয়ে,
চাঁদ জাগিবে আমারি সনে,—
যাহা চাহ সখা দিব ফিরাইয়ে,
স্মৃতি টুকু ফিরে চেও না (বঁধু হে) ॥

স্বর্গীয়া বেদানা দাসী

বেহাগ-খাম্বাজ—ফের্‌তা।

গোঠে হ'তে আইল নন্দ-দুলাল (আমার)
গোধূরি-ধূসর শ্যাম-কলেবর,
আজানু-লম্বিত বনমালা ॥
ঘন ঘন শিঙ্গা বেণু শুনিয়া বরজবাসী ঘন শোভা পায়।
মঙ্গল সাঁজি, দীপ করে বধূগণ
মন্দির-দুয়ারে দাঁড়ায়ে ॥
ধেনু বৎসগণ, গোঠে পরবেশল
মন্দির তলে নন্দলাল,
আকুল পন্থে যশোমতী ধাওল
ঝর ঝর দুটী আঁখি হ'য়ে পাগলিনীর মত
(হায় পাগলিনীর মত)
ধারার বিরাম নাই—বিরাম নাই,
প্রেমের ধারার বিরাম নাই—বিরাম নাই ॥

পূরবী—একতালা।

বাজে শ্যামের মোহন-বেণু।
বেণু-রব শুনে জুড়াল তনু ॥
যে বনে বাজিছে সেই বনে ধাই,
এ ছার জীবনে আর কাজ নাই,
পূরাইব আশ, মন-অভিলাষ
হ'য়ে থাকি শ্যামের চরণ-রেণু ॥

পঞ্চম স্বরেতে ধরিয়াছে তান,
পবন দাঁড়ায়ে শুনিতেছে গান,
যাহার গানেতে যমুনা উজান,
হাম্বা হাম্বা রবে ডাকিছে ধেনু

সিন্ধু-খাম্বাজ—মধ্যমান্।

ঐ দেখা যায় ঘরখানি ওরে যাদুমণি।
আমি বালাখানা কোথা পাব আমি দুঃখিনী মালিনী॥
এস যাদু আমার ঘরে, রাখ্‌বো তোমায় হৃদ্‌-মাঝারে,
মাসী বলা ছেড়ে দেরে, তুই নাতি আমি দিদি-মণি॥

বহুদূর হ'তে এসেছি বঁধু বারেক ফিরিয়ে চাও হে।
বহু আশা প্রাণে পুষেছি বঁধু আর কেন চ'লে যাও হে॥
হৃদয়ে রেখেছি প্রেম-সরোবর, হাসির কমল তায়,—
আদর-হিল্লোলে ধুয়ে পরিমলে মাখাব শিখর-গায়,
কতই করিব খেলা,—
প্রাণে দিব আশা, বুকে ভালবাসা করিব পীরিতি-মেলা,
অগাধ সোহাগ রেখেছি বঁধু আর কেন ফিরে যাও হে॥

বেহাগ-খাম্বাজ।

তু' ... ঞ্চল দিয়ে—তাড়ালো ভ্রমরাকুল,
ধঃ ... ,র লো ডালা এনেছি কামিনীফুল।

উহুঁ সখি মরি জ্বলি, কপোলে দংশেছে অলি ;
আবার এসে বুকে বসে, ভ্রমরারি একি ভুল ॥

বেহাগ-খাম্বাজ।

এখনও প্রাণে ছবি কেন তারি।
থেকে থেকে জেগে উঠে ভুলিতে না পারি ॥
শরতের শশী জিনি, সে চাঁদবদনখানি,
এখনো হৃদয়ে গাঁথা র'য়েছে আমারি ॥

ভূপালী।

তোমরা বল ছাড় ছাড়, ছাড়্‌তে কি গো পারা যায়।
ছাড়্‌বার কথা মনে হ'লে প্রাণটা আমার বিগড়ে যায় ॥
দু'টি কর দিয়ে মাথে, প্রাণ স'পেছি হাতে হাতে,
দান করা প্রাণ ফিরিয়ে দিতে, সহজে কি পারা যায় ॥
(দান করা প্রাণ ফিরিয়ে নিলে, কালীঘাটের কুকুর হয় ॥)

সরল মনে সরল প্রাণে, প্রাণ যদি নিতে পার দিতে গো পারি
শুধু মুখেরি কথায় মজেছি বলে যেন ক'রো না ছল-চাতুরি ॥
হৃদয় মাঝারে অঁাকিয়ে ছবি, চিরদিন তারে লুকা'য়ে রাখি,
নিলে জীবন বধিলে প্রাণ, পিয়াসা মিটাব দোঁ রি ॥

ললিত।

আমার মনটি করিয়া চুরি, আমার প্রাণটি করিয়া চুরি।
এই আসি ব'লে গিয়াছিলে চলে, এতদিনে এলে ফিরে (গো)
কত নিশি গেছে কত দিন, কত সকাল সন্ধ্যাবেলি,
কত বারমাস, কত যুগ-যুগান্তরে অতীত প'ড়েছে ঢলি!
কত মরু গেছে কত সাগরে, কত সাগরে শুকাল বারি॥
কত নদী গেছে পথ ভুলি গো, গ'লে গেছে কত গিরি।
সারা জীবনের সাধে রচেছি ডোর, কোথা যাবে মোর নয়ন চোর;
ধ'রেছি যখন বেঁধেছি তখন, আর কি ছাড়িতে পারি (গো)॥

———

গৌর সারং।

কাঁহা জীবন-ধন বৃন্দাবন প্রাণ, কাঁহা মেরি হৃদয়কি রাজা।
শূন্য হৃদয়-পুরী আও আও মুরারি, মোহন-বাঁশরী বাজা॥
নয়ন সলিলে বসন ভিতাওল, সাধকি সাগর হিয়া পর সুখাল
শিরতাজ মেরি শিরোপরি আ জা,
নয়নাকা রোস্‌নি নয়না ছোড়কে,
ঘুরত ফিরত কাঁহা ফাঁকে ফাঁকে,
হা হা পিয়া বঁধু এ কোন্ সাজা॥

———

জংলা।

নয়ন গলিয়ে যায় সুনীলিম গগনে।
হাসিতেছে চারিদিক্ দিনমণি-কিরণে

হাসিতেছে তরুশির, হাসিছে ফুল রুচির,
সাঁতারে সমীর ধীর নীর নাচে পবনে।
কালিন্দির কল-কল, ঢেউগুলি ঢল ঢল,
চলে জল অবিরল জ্বলি জ্বলি তপনে॥

খেম্‌টা।

ওলো রাজকুমারি হাতে ধরি, প্রাণে দিও না আর ব্যথা।
কথা রাখ, চেয়ে দেখ—আজকে কেমন মালা গাঁথা॥
যে জন্যে হ'য়েছে বেলা, জান্‌তে যদি সে সব জ্বালা,
খুলে দেখ্‌লে ফুলের মালা, (ও মন) অমনি ঘুরে যাবে মাথা॥

যৎ।

ভাল যদি বাস হে সখা।
দূরে থেকে স'রে স'রে দিও না দেখা॥
দূর হ'তে সে বড় ভাল,
অধরে বেঁধেছ হাসি ভুবন আলো—
চঞ্চল নয়নে তার অমিয় মাখা॥
রও হে রও হে দূরে,
এ ভাল দেখিবে তারে,
কাছে চাঁদ সুধা নয়,
প্রেমে কি প্রমাদ সখা, সকল সময়—
নিকটে তরঙ্গ দূরে—রজত-রেখা॥

ঠুংরী।

মরম-ব্যথা কবলো কারে আছি মরমে ম'রে !
যার ব্যথা সেই জানে জানেকি কি পরে।
সজনী আগে জানিনে,
এ ফুলবাসে কুটিল কীট নিবাসে ;
তা হ'লে কি সই আমি ফুলে ব'সে রই,
গঞ্জনা জ্বালাতে জর জর হই,
কি জানি কালে ফুলটি আমার—
সাধের হার পরেছি গলায়,
বল দেখি প্রাণ-সখি আর কি পাব লো তারে।

কালাংড়া—আড়খেমটা

নিত্য নিত্য রাজবাটীর ফুল যোগাই কেমন ক'রে।
যামিনীতে কামিনী ফুল নিতুই নে যায় চোরে ॥
এমন কর্ম্ম কে ক'রেছে মুচ্‌ড়ে কলি ভেঙ্গে দেছে,
আটাতে ডাল ভাসিয়ে দেছে, তলায় খোঁচা মেরে ॥

বনে বনে ঢুঁরি রে বঁধুয়া কাঁহা গেই।
দরশন নাহি পাওয়ে রে বঁধুয়া কাঁহা গেই ॥
যৌবন লুটি, পিয়া লোকে ভাগি,
দরশন নাহি পাওয়ে বঁধুয়া কাঁহা গেই ॥

খাম্বাজ।

আমি তারে প্রাণ দিয়ে পাগলিনী হ'য়েছি।
অমৃত ভাবিয়ে বিষ-মাখালে প্রাণ স'পেছি॥
লোক বলে দিও না মন তবু তারে দিয়েছি।
সে দেবে না মন-প্রাণ আগে কি তা জেনেছি॥
প্রণয়েরি যে যাতনা এখন ঠেকে শিখেছি।
বাঁচি যদি বাঁচাও, আমি বিপদেতে পড়েছি॥

আকাশে ঢেউ লেগেছে চাঁদ উঠেছে চাঁদের গায়,
ছড়িয়ে দেছে সোণার কিরণ ফুর্ ফুরে হাওয়ায়।
ত্যজে অলস ল'য়ে কলস গগন-ভরা ফুল
ছুটেছে পবন-বেগে সোহাগে আকুল—
দেখ্‌লে পাছে জড়িয়ে ধরে পায়,
তাই তোরে করি মানা যাস্‌নে লো তার সীমানায়॥

জঙ্গলা।

(বুঝি) ফাঁকি দিয়ে গেল নিয়ে নাগরে তোমার।
সখি কোথা হ'তে দুঃখ দিতে এলো রে আবার॥
নূতন বঁধু নূতন মধু নূতন সোহাগ।
নূতন পেলে শুক্‌নো ফুলে আসে কি সে আর

চাই বেল ফুল।

আমার এই ফুলের গন্ধে প্রাণ করে আকুল॥
মতিয়া বেল টাট্‌কা তোলা, এনেছি গড়ে মালা,
এ মালা পর্‌লে গলে, কত নাগর ওম্‌নি ভোলে ;
আমি ফেরি করি পাড়ায় পাড়ায় বেলওয়ারী চুড়ি।
চুড়ি কেনে কত সোহাগ-ভরে যুবতী ছুঁড়ি॥
আমার চুড়ির এমনি গুণ, নিভে যায় সই মনের আগুন,
হাতে পর্‌লে ঠাণ্ডা করে,
ওলো সই মাইরি মাইরি মাইরি॥

বেহাগ—খাম্বাজ।

যাবত জীবন রবে আর কারে ভালবাসব না।
ভালবেসে এই হ'ল ভালবাসা কি লাঞ্ছনা॥
মনেরে বুঝাইব, ভালবাসা ভুলে যাব,
পৃথিবীতে ব'লে দিব কেউ কারে ভালবাসে না॥

খাম্বাজ।

আমার কাচা পিরীত পাড়ার লোকে পাক্‌তে দিলে না।
কোন অভাগী নজরা দিলে পিরীত পোকায় কাট্‌লে
আর বাড়ে না।
বি ...র কে হানিলে, আমার তারে কেড়ে নিলে,
প্রেমের ভরা ডুবিয়ে দিলে ধর্ম্মে সবে না।

আঁধার ঘরে আলো যেমন   সে আমার যে ছিল তেমন,
কু-বাতাসে নিবিয়ে দিলে (ও তার) ভাল ত হবে না॥

ঝিঁঝিট— তেতালা।

মাগো চিনিতে কি পারনি মোরে।
(আমায়) দেখেছিলে আগে রাম অবতারে॥
ভক্তিভরে দিলি মুখে তুলি ফল
হাতে হাতে মাগো তুই পাবি মোক্ষফল,
চতুর্ব্বর্গফল আমারি সম্বল—
যে যা যাচে মাগো তখনি দেই তারে।
ছিল মনেরি বাসনা ভক্তিতে মোরে (মনে পড়ে কি?)
সেই ত্রেতার কথা মনে পড়ে কি, মনে পড়ে কি?
সেই নব-দূর্ব্বাদল রাম-রূপ, মনে পড়ে কি?
ছিল মনেরি বাসনা ভক্তিতে মোরে, তাই
পূরিল কামনা দ্বাপরে॥

ঐ

বাঁধ মা বাঁধ বাঁধ মা আর আমি পালাব না॥
বাঁধা ত প'ড়েছি আমি কোথা যাব বল না॥
বাঁধ মা বাঁধ মা মোরে, বাঁধ মা কঠিন ডোরে
মা মা ব'লে সকাতরে মুখ পানে চাব না—

তোর প্রাণে ব্যথা দিব না, গোপালে বেঁধেছ ব'লে,
মা মা মা ব'লে ডাকিলে পরাণ গলে,
কত সুধা উথলে মা—তা কি তুমি জান না ॥

কীর্ত্তন (নন্দবিদায়)

হেলে দুলে নেচে গোঠবিহারী।
চঞ্চল দিঠি দিঠি রঙ্গে বিথারী ॥
বঙ্কিম ঠাম শিরে শিখিপাখা শোভয়ে।
সুন্দর পীত ধটি কটিতট বেড়য়ে ॥
নূপুর রুণু রুণু ঘুঙ্গুর ঝুনু ঝুনু।
নাচত বাজত বংশী বোলাওত
ধীরে ফিরে চায় ধায় ধেনু দু'ধারি ॥

কীর্ত্তন (ননন্দবিদায়)

(আজ) ফুলের মালায় সাজ্‌বে ভাল রাম কানু দু'ভাই।
থরে থরে আয় না রে ভাই প্রাণ ভ'রে সাজাই ॥
রূপের ছটায় মাত্‌বে গোকুল, দেখ্‌বো শোভা ধরায় অতুল
(আজ প্রাণ ভ'রে সাজাইব)
চোখের দেখায় আশ মিটে না, প্রাণের দেখা চাই।
দিয়ে প্রাণ নেয় ব'লে তাই, সদাই দেখা পাই ॥

ভৈরবী।

এস এস রে কানাই।
সবে মিলে হেসে নেচে নেচে ঘরে যাই ॥
ঐ দেখ সব গরুগুলি তোমার পানে চেয়ে,
বাজাও বেণু, চলুক ধেনু ঘরের দিকে ধেয়ে।
ডুব্‌লো রবি রাঙ্গাছবি বেলা ত আর নাই ॥
চাঁদের আলো হাস্‌লো ভাল পূরব গগনে,
কালশশী হেরে খুসী হ'ল মোদের মন।
একবার দাঁড়াও হেরি নয়ন ভরি,
কানাই বলাই দু'টি ভাই।
সাদায় কালোয় মিশনে ভাল হেরে প্রাণ জুড়াই ॥

কীর্ত্তন।

একবার নাচ নাচ নাচ ওরে যশোদা দুলাল
দিব মনের সাধে ক্ষীর নবনী,
তোর চাঁদবদনে মাখনলাল ॥
একবার নেচে নেচে, নেচে নেচে কাছে আয়,
তোরে দরশি' পরশি' প্রাণ জুড়ায়,
ধেয়ে আয় আয় আয় কোলে আয়;
(ঈষৎ বামে হেলে কোলে আয়
তোর রাঙ্গা পায় কত

ভ্রমরা ভ্রমরী নাচিয়ে বেড়ায়,
গুন্ গুন্ রবে তোর গুণ গায়
হেরে হৃদয়ের বাসনা দূরে যায়)
আজ পেয়েছি,
সাধনের ধনে আজ পেয়েছি
যতনে রতনে পেয়েছি ;
স্বধু যশোদার ধনতুমি নও,
যে মনরূপ ননী দেয় তাহারি হও,
আজি ছাড়িব না তোরে নন্দলাল ॥

কীর্ত্তন (নন্দবিদায়)

জাগ জাগরে কানাই জাগ জাগরে বলাই,
প্রাণের সাথী আয় জেগে আয়।
ও ভাই গোষ্ঠে যাবার বেলা ব'য়ে যায় ॥
কোথা গো মা নন্দরাণী. সাজায়ে দাও নীলমণি,
চাঁদ মুখে ফাঁদ পাতা আছে গো ;—
তাইতে সবাই ধরা দিতে আসি গো ॥
(কত ঘুমাবে জাগ জাগ রে)
(ঐ দেখ নিশি প্রভাত হ'ল)

ভৈরবী।

এস এস রে কানাই।
সবে মিলে হেসে নেচে নেচে ঘরে যাই॥
ঐ দেখ সব গরুগুলি তোমার পানে চেয়ে,
বাজাও বেণু, চলুক ধেনু ঘরের দিকে ধেয়ে।
ডুব্‌লো রবি রাঙ্গাছবি বেলা ত আর নাই॥
চাঁদের আলো হাস্‌লো ভাল পূরব গগনে,
কালশশী হেরে খুসী হ'ল মোদের মন।
একবার দাঁড়াও হেরি নয়ন ভরি,
কানাই বলাই দু'টি ভাই।
সাদায় কালোয় মিশবে ভাল হেরে প্রাণ জুড়াই॥

কীর্ত্তন।

একবার নাচ নাচ নাচ ওরে যশোদা দুলাল
দিব মনের সাধে ক্ষীর নবনী,
তোর চাঁদবদনে মাখনলাল॥
একবার নেচে নেচে, নেচে নেচে কাছে আয়,
তোরে দরশি' পরশি' প্রাণ জুড়ায়,
ধেয়ে আয় আয় আয় কোলে আয়;
(ঈষৎ বামে হেলে কোলে আয়
তোর রাঙ্গা পায় কত

ভ্রমরা ভ্রমরী নাচিয়ে বেড়ায়,
গুন্ গুন্ রবে তোর গুণ গায়
হেরে হৃদয়ের বাসনা দূরে যায়)
আজ পেয়েছি,
সাধনের ধনে আজ পেয়েছি
যতনে রতনে পেয়েছি ;
সুধু যশোদার ধনতুমি নও,
যে মনরূপ ননী দেয় তাহারি হও,
আজি ছাড়িব না তোরে নন্দলাল ॥

কীর্ত্তন (নন্দবিদায়)

জাগ জাগরে কানাই জাগ জাগরে বলাই,
প্রাণের সাথী আয় জেগে আয়।
ও ভাই গোষ্ঠে যাবার বেলা ব'য়ে যায় ॥
কোথা গো মা নন্দরাণী. সাজায়ে দাও নীলমণি,
চাঁদ মুখে ফাঁদ পাতা আছে গো ;—
তাইতে সবাই ধরা দিতে আসি গো ॥
(কত ঘুমাবে জাগ জাগ রে)
(ঐ দেখ নিশি প্রভাত হ'ল)

কীর্ত্তন (নন্দবিদায়)

নাচত মোহন নন্দ-দুলাল।
রঙ্গিম চরণে নূপুর রুণু ঝুনু বাজত,
কিঙ্কিণী তাহে রসাল।
মণি আভরণ কত, অঙ্গহি ঝলকত,
নাসায়ে মুকুতা কিবা দোলে।
মা মা মা বলি চাঁদবদন তুলি,
নবীন কোকিল যেন বোলে॥
(একবার নাচ দেখি বাপ)
(তোরে হেরে নয়ন সফল করি)

জঙ্গলা।

আমার বুকে পিঠে সেটে ধ'রেছে রে।
যেন বেড়াজালে জেলে ঘেরেছে রে॥
পোড়া খোড়া মড়া সঝড়া,
তার ফুলধনু-গুণে দিয়ে চাড়া
(ঝেড়ে) চোখা চোখা বাণ মেরেছে রে॥

জঙ্গলা।

রূপে যার মনে মজেছে তারে কি গো যায় লো ভোলা।
উঠ্‌তে গিয়ে পড়্‌বি ঢ'লে প্রেমের এই ত বিষম জ্বালা॥
ভালবাসা ভুল্‌তে পারে, দেখ্‌তে ত সই পাই রে,
যে ভালবাসা ভুল্‌তে পারে, ও তার ভালবাসা খেলা॥

জঙ্গলা (নৃত্য-সম্বলিত)।

গয়লা দিদি লো তোমার ময়লা বড় প্রাণ।
তুমি সেরেকে জল দুসের ঢেলে দুধে ডাকাও বান্॥
তোমার হাত পা নাড়া কোমর দোলা সার,
দোলায় নাই কিছু বাহার,
আবার কেঁড়ে থই থই অথৈ জলে ভর্‌তি কানে কান্।

সিন্ধু-খাম্বাজ।

মুখটী আমার বুকে নেই তার নামটী আছে মনে।
সেই নামটী দিবানিশি ফির্‌ছে আমার সনে॥
আমি উঠি বসি, যাই শুতে বিছানায়,
নাম সঙ্গে ওঠে, সঙ্গে বসে, সঙ্গে শুতে যায়;
নাম কত কথা সুধায় আমায়, পেলে পরে নির্জ্জনে॥
নাম আমার জপমালা, জুড়ায় জ্বালা
আমার সিঁথের সিঁদুর হাতের বালা;
নাই বিরহ অহ[illegible]হ মধুর মোহ নাম আলাপনে;
আমি নামের প্রেমে সুখে আছি অনেক দাহ
দেহের মিলনে।

সিন্ধুরা।

এ [illegible] খেল্‌বে হরি নারীর সনে হোলি খেলা।
সে[illegible] বড় পালিয়ে ছিলে শাস্তি পাবে চিকণ কালা॥

বারে বারে নাগরালি, এবার ভাঙ্গ্‌বো তোমার চতুরালী,
একবার বাজাও তোমার সেই মুরলী
প্রাণ কেড়ে নাও নিঠুর কালা॥
কাল অঙ্গ রাঙ্গা ফাগে,
এবার দেখ্‌বো তোমায় কেমন সাজে,
সাজায়ে রমণী-সাজে নাচাবে যত ব্রজবালা॥

জঙ্গলা।

ওকি হোল গো আমার বুঝি বা সখি হৃদয় আমার হারিয়েছে
পথেরি মাঝারে খেলিতে গিয়ে হৃদয় আমার হারিয়েছে।
একদিন সখি সকাল বেলাতে,
মন ল'য়ে আমি গেছেনু খেলিতে
মন কুড়াইতে মন ছড়াইতে, পথেরি মাঝারে খেলে বেড়াইতে
সহসা সজনি দেখিনু চেয়ে হৃদয় আমার হারিয়েছে।
আমার কুসুম আমার হৃদয়, সহেনি কখন রবির তাপ,
আমার হৃদয়-কামিনী-পাপড়ী সহেনি কখন বিরহ-তাপ।
চিরদিন সখি হাসিত খেলিত,
জ্যোৎস্না আলোকে খেলে বেড়াইত.
সহসা সজনি দেখিনু চেয়ে হৃদয় আমার হারি়ে

স্বর্গীয় লালচাঁদ বড়াল।

সিন্ধু-কাফি—দাদ্‌রা।

ও মা কেমন মা তা কে জানে।
মা ব'লে মা ডাক্‌ছি কত
বাজে না কি মা তোর প্রাণে॥
পাষাণী পাষাণের মেয়ে,
বারেক না মা দেখিস্‌ চেয়ে ;
পেত্নী নিয়ে ধেয়ে ধেয়ে,
বেড়াস্‌ মা তুই শ্মশানে।
আমি মা ব'লে ত ডাক্‌ব না আর,
বাজে কি না দেখি এবার ;
বাবা ব'লে ডাকব এবার
প্রাণ যদি না মানে॥

ভৈরবী—দাদ্‌রা।

তুমি কাদের কুলের বৌ,
যমুনায় জল আন্‌তে যাচ্ছ সঙ্গে নাইকো কেউ।
যাচ্ছ তুমি হেসে হেসে,
তোমায় কাঁদ্‌তে হবে অবশেষে,
কুলটী তোমার যাবে ভেসে
(ওগো) লাগ্‌লে প্রেমের ঢেউ।
(কলসী তোমার যাবে ভেসে
লাগ্‌লে জলের ঢেউ॥)

সিন্ধু-মিশ্র—যৎ

আমারে আস্‌তে ব'লে এত অপমান করা।
মনে কি পড়ে না যাদু ছু'হাত দিয়ে পায়ে ধরা॥
মনে মনে ভাব তুমি, বড় সুচতুরা আমি,
বলিহারি যাই তোমারি, এই কিরে তোর প্রেম করা॥

সিন্ধু-কাফি—দাদ্‌রা।

ধিন্‌তা ধিনা পাকা নোনা,
ঘুচ্‌লো ভবের আনা গোনা,
ও তোর হাতের ফাঁসি রইল হাতে
আমায় ধর্‌তে পার্‌লি না।
পেছনে তোর মোটা সোটা,
দাঁড়িয়ে আছে গুণ্ডা ছ'টা,
মনে ক'রেছিস্ বাঁধ্‌বি আমায়,
আমি বন্ধন-দশায় ঠেক্‌বো না।

সুরট—কাওয়ালী।

আমার আর কিছুই ভাল লাগে না।
মনের মানুষ হারিয়ে গেছে, খুঁজে পেলাম না॥
মনের মানুষ বিনে সখি
(ওরে) আমার মন হ'য়েছে উড়ো পাখী,
(উড়ো পাখী)

আমি হৃদ-পিঞ্জরে ধ'রে—রাখি,
পোষ ত মানে না ॥

——

কাফি-সিন্ধু—যৎ।

অনুগত জনে কেন কর এত প্রবঞ্চনা।
(যখন) তুমি আমায় মারিলে মারিতে পার,
তখন রাখিলে কে করে মানা ॥
আমি ক'রে থাকি অপরাধ,
প্রেম-ডোর দিয়ে বাঁধ,—
আমায় বিনা অপরাধে বধ,
একি রে তোর বিবেচনা ॥

বাগেশ্রী।

একি রূপ হেরি হরি
তুমি ধ'রেছ যোগীর বেশ।
কিবা রূপ, কিবা ছটা, তুমি বেঁধেছ
চাঁচর-চিকুর কেশ ॥
মুরলী ত্যজিয়ে হরি, পিণাক ত্রিশূল ধরি
বনম[illegible] পরিহরি, হাড়ের মালিনী বেশ।
পৃ[illegible]'রেছ রাঙ্গা, এমন সোণার চকিত অঙ্গে,
তুমি ঢেকেছ বিভূতি দিয়ে, শুন ওহে পৃথ্বীশ ॥

স্বর্গীয় লালচাঁদ বড়াল

ভূপাল—বাগেশ্রী।

মনের বাসনা শ্যামা! শবাসনা শোন মা বলি।
অন্তিমকালে জিহ্বা যেন বল্‌তে পায় মা কালী কালী॥
আমার হৃদয় মাঝে উদয় হইও মা! যখন কর্‌বে অন্তর্জ্জলি
তখন আমি মনে মনে, তুল্‌বো জবা বনে বনে,
মিশায়ে ভক্তি-চন্দনে পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি॥
অর্দ্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে, অর্দ্ধ অঙ্গ থাক্‌বে স্থলে,
কেহ বা লিখিবে ভালে কালীনামাবলী—
কেহ বা কর্ণ-কুহরে বল্‌বে কালী উচ্চৈঃস্বরে,
কেহ বল্‌বে হরে হরে, করে করে দিয়ে তালি॥

শ্যাম—খেম্‌টা।

ছুঁকি আইরে মায়, সব সেখ সেচ্ছা নিরঞ্জন কে।
মোরত বিশারত মন মে,
পানি ঘট যমুনা-তট (বংশীধর নিকটে তই)
পানিয়া ভরণা আধা কুধা নিধা নি'ণা পা মা মা গা॥

সুরট—আড়াঠেকা।

এই রাজা জাতি হায়,
চম্‌কো বিজোরেকে ছোড়্‌কে
চম্‌কো বিজোরি লকে ছোড়্‌কে
তেজে তো ধ্বজাধারী রাতি
বিজলি এ চমকে গরজে গরজে ধা ধা ধা।

কাফি—সিন্ধু।

হৃদয়-রাস-মন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে।
একবার হ'য়ে বাঁকা দে মা দেখা,
শ্রীরাধারে বামে ল'য়ে॥
নর-শিরোমুণ্ডমালা, ত্যজে পর মা বনমালা
কালী ছেড়ে হও মা কাল',
হ্লাদে গো পাষাণের মেয়ে॥
নর-কর কটি-বেড়া, খুলে পর মা পীতধড়া,
মাথায় পর মা মোহনচূড়া
চরণে চরণ থুয়ে॥
হৃদ্-মাঝারে কালশশী, দেখ্‌তে বড় ভালবাসি,
একবার অসি ছেড়ে ধর মা বাঁশী—
ভক্তের প্রতি সদয়া হ'য়ে॥

কাফি-সিন্ধু।

তনয়ে তার তারিণি।
ত্রিবিধ তাপে তারা, নিশিদিন হ'তেছি সারা,
বারবার বৃথা আর, কাঁদায়ো না অনিবার,
অধম সন্তানে দুঃখ দিও না গো জননি॥
সংসার রাঙা ফলে ভুলিব না আর আমি আর,
খাইয়ে দেখেছি তার নাহি যে কোন সু-তার
সে যে পূরিত গরলে, খাইলে কু-ফল ফলে,

খেলে জ্ঞান হারাই, পাছে তোমা ভুলে যাই,
মা হ'য়ে সন্তানে দুঃখ, দিও না দুঃখনাশিনি ॥
আমার আমার ব'লে, মত্ত হই অনিবার
পিতা-মাতা দারা-সুত, সকলি-ই ভাবি আমার,
কিন্তু আমি কোন্ খানে, খুঁজিয়া না পাই ধ্যানে,
দ্বিজ রামে আর দুঃখ দিও না নিস্তারিণি ॥

ভূপালী—দাদ্‌রা।

দিদি গো আমরা আর একাদশী কর্‌ব না।
একাদশী কর্‌বো না—সাদা ধুতি পর্‌বো না,
রাত দুপুরে বিছের কামড় বিছানাতে সইব না ॥
আমরা গয়না প'রে গোট ঝুলাব
পাছা পেড়ে শাড়ী ছাড়্‌বো না
(পাছা পেড়ে ছাড়্‌বো না)
আমরা গরম কর্‌বো নরম প্রাণ
শাণিয়ে নেবো নয়ন-বাণ,
ওগো কালামুখো কাল কোকিলের কুহুতে উহু বল্‌বো না,
কলিটার একি ধারা, কেউ হাসে কেউ কেঁদে সারা,
যদি মাগ ম'লে মাগ পায় পুরুষে,
আমরা কেন ভাতার পাব না,
এক যাত্রার পৃথক্ ফল ফল্‌তে দিব না ॥

ললিত—গৌরী একতালা।

আমার সাধ না মিটিল, আশা না পূরিল,
সকলি ফুরায়ে যায় মা।
আমি জনমের শোধ ডাকি মা তোরে
তুই কোলে তুলে নিতে আয় মা॥
পৃথিবীর কেউ আমায় ভাল ত বাসে না,
এই পৃথিবী ভালবাসিতে জানে না,
যেথা আছে শুধু ভাল-বাসা-বাসি
সেথা যেতে প্রাণ চায় মা॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

তারা পরমেশ্বরী।
কখন পুরুষ হও মা কখন ষোড়শী নারী॥
অনাদ্যা আদ্যারূপিণী, গতি-মুক্তি-প্রদায়িনী
এ ভব সংসারে মা ভরসা তব চরণতরী॥

শঙ্কর—দাদ্‌রা।

তোমার ভাল তোমাতে থাক,
আমায় ত তা'র ভাগ দেবে না।
যে আগুনে জ্বল্‌ছি রে প্রাণ
বুঝেও তুমি তা বোঝ না॥

এ জ্বালাতে জ্বল্‌ছি যত,
বুঝেও তুমি বোঝ না ত
আমি কাঁদ্‌ছি যত, তুমি হাস্‌ছ তত,
জান না কি ডব্‌কা ছুঁড়ীর
বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না ॥

আলেয়া।

তারা তারা তারা ব'লে কবে আমার প্রাণ যাবে।
বলিতে বলিতে তারা, স্থির হবে দু'টি নয়নতারা—
তখন তোমায় আমি ভজিব তারা—
যবে তারায় কায়া মিশাবে ॥

শ্রীমতী পূর্ণকুমারী দাসী।

খাম্বাজ।

মাতিয়ে দে মা আনন্দময়ী, আনন্দেতে মেতে যাই।
একবার আমায় মাতিয়ে দে মা, যেমন মেতেছিলেন রাই ॥
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে, তব নাম-সুধা-পানে,
(তারা) আসুক যত নারী, আমি দেখে শুনে প্রাণ জুড়াই
(তারা) ওমা হ'য়ে যে মহাভাবের উদয়
আমি সেই সুধাপ[illegible]যতে চাই।

শ্রীমতী পূর্ণকুমারী দাসী।

খাম্বাজ।

"মা মা" রবে মন-সুখে মন ত্রিতন্ত্রী বাজাও রে।
মায়ের রচিত সুমধুর বীণা বাজায়ে মায়ের নাম গাও রে॥
গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, ঘেরি সপ্তকোটী তন্ত্রী সারি সারি।
বাজিছে নিয়ত "মা মা" করি বীণার ভিতরে শুন রে।
দীন রাম বলে ক'রো না হেলা, বাজাও সাধের বীণা এই বেলা,
(তব) আকাঙ্ক্ষা ফুরালে, যাবে লীলা ফেলে,
আনন্দে চলিয়ে আনন্দনগরে॥

খাম্বাজ।

আমার চোখে যদি লাগে ভাল কেন চাইব না।
দেখ্‌বো কেবল মুখখানি তার তাও কি পাব না!
আঁখি আমায় দিয়েছে বিধি, দেখ্‌বো ব'লে নিরবধি,
নয়ন ভ'রে দেখ্‌বো তারে কারুর কথা শুন্‌বো না॥

সিন্ধু।

তোমায় চিনি গো চিনি গো তোমারে ও বিদেশিনি।
তুমি থাক সিন্ধু-পারে, ওগো বিদেশিনি॥
তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে, তোমায় দেখেছি শারদ প্রাতে
তোমায় দেখিছি হৃদি মাঝারে ওগো বিদেশিনি।
অ পাতিয়া কাণ, শুনেছি তোমারি গান
। তোমারে সঁপেছি প্রাণ ওগো বিদেশিনি॥

ভুবন ভ্রমিয়ে শেষে, এসেছি তোমারি দেশে,
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে ওগো বিদেশিনি ॥

কীর্ত্তন।

কানু সে বিনোদ রায় গো—
ও তার বিনোদ চূড়ায় বিনোদ করিহা
উড়িছে বিনোদ বায় গো—
ও তার বিনোদ গলায় বিনোদ মালা
বিনোদ বিনোদ দোলে।
মালা আপনি দোলে (না দোলালে)
বিনোদ গলেতে মালা আপনি দোলে—
(আলো ক'রেছে গো)
(গলায় আলো ক'রেছে গো)
(বিনোদ ফুলের মালা আলো ক'রেছে গো)
কিবা কোন্ বিনোদিনী সখিরে (ও সখি)
কিবা কোন্ বিনোদিনী বিনোদ গাঁথুনি
গেঁথেছে বিনোদ ফুলে
(তার বালাই যাই গো)
(সেই বিনোদিনীর বালাই যাই গো)
অনুরাগ মিশাইয়ে মালা গেঁথেছে তার বালাই যা[illegible]
কহে শ্যামানন্দ, বিনোদ নাগর

বিনোদ কদম্বমূলে (ধনি দাঁড়াইয়ে আছে)।

বিনোদ কদম্বমূলে নাগর দাঁড়ায়ে আছে—
নারীর কুল মজাবে ব'লে নাগর দাঁড়ায়ে আছে—
ললিত ত্রিভঙ্গ ঠামে নাগর দাঁড়ায়ে আছে—
ওগো বামে চূড়া হেলাইয়ে নাগর দাঁড়ায়ে আছে—
ও রূপ দেখিয়ে কত বিনোদিনী
কলসী ভাসালে জলে॥
(আর রাখ্‌তে নারে)
(রূপ কলসী আর রাখ্‌তে নারে)
(কুল-কলসী ভাসাইয়ে দিলে আর রাখ্‌তে নারে)॥

কীর্ত্তন।

যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী?
ও যার বিমল তটে, রূপের হাটে, বিকাত নীলকান্তমণি!
কোথা চারু চন্দ্রাবলী, কোথা বা সে জল-কেলী,
কোথা সে ললিতা সখি সোহাগিনী—?
কোথা সেই রাসবিহারী বংশীধারী, বামেতে রাই বিনোদিনী?
না বাজে নূপুর ধ্বনি, না বাজে কিঙ্কিণী,
মধুর হাসি মধুর বাঁশী আর নাহি শুনি—
৫ মোহন স্বরে উজান ভরে—বইতে তুমি আপনি!

শ্রীমতী পূর্ণকুমারী দাসী।

আমি—নিশি নিশি কত রচিব শয়ান, আকুল নয়ন রে।
আমি—নিতুই নিতুই বনে করিয়ে যতন, কত কুসুম চয়ন রে॥
কত—শারদযামিনী হইবে বিফল, বসন্ত যাইবে চলিয়া
কত—আশার স্বপন, উদিবে তপন, প্রভাতে যাইবে ঝরিয়া॥
এ—যৌবন কত, রাখিব বাঁধিয়া, মরিব কাঁদিয়া রে।
সে—চরণ পাইলে, মরণ মাগিব কাঁদিয়া সাধিয়া রে॥
যেন—কার পথ চাহি এ জনম বাহি কার দরশন যাচি রে
যেন—আসিবে বলিয়া, কে গেছে চলিয়া তাই আমি ব'সে আছি রে॥

ঝিঁঝিট—খাম্বাজ।

কই গো কুটিলে কুটিল কালা
এই যে কালী কপালিনী।
যতনে রাধিকা পূজেছে কালিকা
তবে কেন বল রাধা কলঙ্কিনী
কই সে করেতে কুলনাশা বাঁশী,
কই সে অধরে মৃদু-মধুর হাসি,
মায়ের করেতে শোভে সুশাণিত অসি
লোল রসনা রণে উলঙ্গিনী॥
তুই লো বাদিনী ননদিনী বলে
বৃথা রাধার বাদ রটালি গোকুলে
জবা-বিল্বদলে পূজি পা দু'খানি॥

ভৈরব—তাল ভরতঙ্গা।

তুমি সব রূপে রূপ মিশাইয়ে আপনি নিরাকার।
আমি শুনেছি হে বিশ্বরূপ এমন রূপ আর আছে কার
তুমি জল, তুমি স্থল, তুমি হে অনিল অনল,
ইন্দ্র, যম, সূর্য্য, সোম, আলোকরূপী অন্ধকার॥
তুমি ঘাটে তুমি মাঠে, তুমি হে ঘটে পটে,
তুমি বেড়াও সকল ঘটে, তুমি ঘটের কুম্ভকার।
তুমি সিংহ তুমি করী, আপনি হও আপনার অরি,
তুমি মার তুমি কাঁদ, তোমার লীলা বোঝা ভার॥

বেহাগ—একতালা।

(এ সংসারে) সকলই আমার।
শ্যামলা ধরণী, ধবলা যামিনী,
শশী দিনমণি, রূপেরি আধার॥
আকাশের তারা ডাকিছে আমারে,
সমীরণ ডাকে আয় আয় ক'রে,
কে যেন বলিছে প্রাণের ভিতরে,
আমরা সবাই তোমার॥
সংসার কি ভয় দেখাও আমারে,
ভাল নাহি বাস যাব চলে দূরে,
অ।   ত জন এ বিশ্ব মাঝারে, মুছাইতে আঁখি ধার—

আছে কাননে কুসুমের প্রীতি,
আছে বিহগীর মধুময়-গীতি,
নির্ম্মলা সলিলা আছে স্রোতস্বতী,
যার কেহ নাই সকলই তার ॥

সিন্ধু-খাম্বাজ।

যে জন শ্যামা গো মা ভজে তোমারে
সে কি মা কখন শমনে ডরে।
ও তার শমনে, শমন ধরে, থাক তারই অন্তরে ॥
ওগো তোর ভাবেতে যার ভোলা মন
(তারিণী মা সে যে পাগল ভোলার মতন
সে জন সেজে যোগী এ বনে সে বনে
বেড়ায় মা তোর তত্ত্ব ক'রে।
ওগো তুই যারে ছুঁয়েছিস্ তারা (মা)
সে আনন্দে মাতোয়ারা,
নইলে কেন কাটা মুণ্ড হাস্‌বে মাগো বদন ভ'রে।

ঝিঁঝিট—খাম্বাজ।

হরি তোমায় ভালবাসি কই।
আমার আর সে মন কই
লোক দেখান কেবল মাত্র, মুখে হরি হরি কই ॥

যে যাহারে ভালবাসে, সে বাঁধা তার প্রেমফাঁসে ;
তোমায় যদি বাস্‌তেম ভাল, জান্‌তাম না কি তোমা বই।
আমার এই যে অশ্রুবিন্দু, প্রেম নাই তায় এক বিন্দু ;
লোক দেখান কেবলমাত্র মুখে হরি হরি কই॥
তব পদে এই নিবেদন, ভজিব হে দু'টি চরণ
সর্ব্বকালে তোমায় যেন কাতর প্রাণে শরণ লই॥

খাম্বাজ।

মম দ্বাদশদল কমল দোলায়,
দোলে কমলিনী সনে কমল নয়নে
দুলিছে ভুবনমোহন।
প্রেম পরশে দোলাইছে দোলা
দেখ রে মানব অপরূপ লীলা,
যেন এ চপলা কোলে করে খেলা,
নবীন নীরদ ভাবে নিমগন॥
বিজনে বিজনে বিপিনে মহাতীর্থধামে
শ্মশান ঘাটে কর শক্তি ল'য়ে বামে
নীরবে নয়নে সেই রাধা সনে
আনন্দ-সাগরে হের অনুপম।
অনায়াসে জিনিতে পারে সে শমন॥
প্রেমাবেশে দিগম্বর দিগম্বরী,

খেলিছে বলিছে হরি হরি হরি,

জয় রাধে গোবিন্দ-মুকুন্দ-মুরারি

জয় যদুপতি লক্ষ্মী-নারায়ণ ॥

কীর্ত্তন।

ও তোর শ্রীদাম সখা পটেতে আঁকা

তোর মাধুরী হেরে।

ও বঁধু হে—খুঁজিয়ে সুবল হ'য়েছে পাগল

খুঁজিয়ে না পায় তোরে।

(ব'লে আয় রে ও ভাই—অনেক দিন

তোরে দেখি না—একবার আয়রে ও ভাই)

ও তোর মা নন্দরাণী, করে নবনী,

বেড়ায় ব্রজের পথে।

বলে আয় নীলমণি কোলে ব'সে ননী

খেয়ে যাও—(একবার) আয় নীলমণি।

রাণী করে লয়ে নবনীর থাল,

বলে আয় রে আমার নন্দ-দুলাল।

তোর নন্দ পিতা, এ ছার প্রাণ তার

দেখে ত্যজিবে—

ব'লে নন্দদুলাল—আমার এলো না,

(প্রাণ দেহে রাখি গে)

ও তোর নন্দ পিতা—জ্বেলেছে চিতা,
প্রাণ ঘুচাবার তরে।
প্রাণ আর রাখ্‌তে নারে—
অনলেতে প্রাণ তেয়াগিবে আর
রাখ্‌বে নারে।
ও তোর নন্দ পিতা—জ্বেলেছে চিতা,
প্রাণ ঘুচাবার তরে।
ধনি ক্ষণে মূরছে, আর কি বাঁচে,
আছে যমুনার কূলে।
ও তোর চন্দ্রাবলী, শ্রীহরি বলি,
বলে ধরি সখি তারে তুলে।
কেঁদে কি হ'বে রাধে—
তোর গেছে—আমারও গেছে॥

কীর্ত্তন (মঙ্গল-বিভাস)।

অধীর হ'য়ে দড়ি দিয়ে মিছে বাঁধিতে প্রয়াস পাও জননী।
(কেন কেন ক্রোধে)
তমোগুণ হৃদে ধরে, বাঁধিতে কেউ পারেনি॥
(আজ অবধি) ছাড় তমো রজ দু'টী গুণ
(জননী আমার কথা রাখ মা)
হৃদে ধর সত্বগুণ আমি নিগুণ সগুণ হ'য়ে,
বাঁধা রব মা নন্দরাণী॥
তব পাশে চিরদিন তরে বাঁধা রব মা নন্দরাণী॥

শ্রীমতী পূর্ণকুমারী দাসী

ভৈরবী।

কি দিয়ে পূজিব বল না তোমারে।
যে দিকে নেহারি সকলি তোমারি,
কি আছে আমার এ ভব সংসারে॥
লতায় লাবণ্য কুসুমে সুবাস,
সর্ব্ব সৌরভেতে তোমারি বিকাশ,
ধূপ আদিতে তোমারি প্রকাশ,
ফল মূল সব তোমারি ভাণ্ডারে।
চন্দনে পূতগন্ধ শীতল, তুমি পবিত্র জাহ্নবীর জল,
তুমি তুলসী নব-দূর্ব্বাদল, বিল্বদলে তুমি
ত্রিকোণ আকারে॥
আতপ তণ্ডুল, ক্ষীর, সর, ননী,
সকলি তোমারি ওহে চিন্তামণি,
কি দিয়ে পূজিব ঐ পা দু'খানি
কি আছে আমার এ ভব সংসারে॥

খাম্বাজ।

আমার সাধনের বাঁশী দাও হে ফিরে।
রাধানামে সাধা বাঁশী দিব না কা'রে॥
নাগরী নাগর হ'লে, মন সাধ পুরাইলে ;
চূড়া বাঁশী লুকাইলে কিসের তরে।
যত পায় মিনতি করি, শুন ওগো রাধা প্যা,
শ্যাম বিনে এ বাঁশরী কে ধরে অধরে॥

বেহাগ-মিশ্র।

নীল নবীন সেই বঙ্কিম ঠামে ম'জেছি।
ধরম করম সরম ভরম জীবন ধন প্রাণ মোর
ভবের কাণ্ডারীর সেই রাঙ্গা পায়—আপনারে মজিয়েছি
আমার হৃদয় মাঝে নেচে নেচে সবে যায়
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম নির্ব্বাণ তারে দিব বিলায়ে,
সংসার সুখ সম্পদে আর কাজ নাই,
অকূলে যেথায় ভেসে যাই রাজরাণী হ'তে নাহি চাই।

কীর্ত্তন।

সখিরে বরষ বহিয়ে গেল।
শীত বসন্ত গেল সুখাল মাধবীলতা
আমার কেশ সুচারু অঙ্গের বেশ।
আমি নিতি নিতি বেঁধে রাখতাম।
প্রিয়া যবে মথুরায় রহিল
জীবন যৌবন পরশ রতন ধন
কাচের সমান গেল।
কিবা কোন সে নগরে নাগর রহিল।
নাগরে পাইয়ে তথা কোন পুণ্যবতী গুণেতে বেঁধেছে
সখি রে আমি চাই গুণের বালাই চাই।
(কি গুণে মন ভুলায়েছে)
(মদনমোহনের মন ভুলায়েছে)

শ্রীমতী রাধারাণী।

বসন্ত-বাহার।

(আজি) এমন মধুর নিশিতে
শুধু চায় প্রাণ বুকভরা গান
শুনিতে শ্যামে বাঁশীতে।
হৃদয় মাঝারে উঠিছে তুফান
পলকে প্রলয় হেরিছে পরাণ
রূপ যায় পিছু, তারি পিছু পিছু
ছুটে আসে পায় মিশিতে॥
সারানিশি জেগে র'য়েছি হেথায়
কি জানি যদি সে এসে ফিরে যায়,
কে বলিবে কথা মরমেরি ব্যথা
কে বলিবে তারে, আসিতে॥

জংলা।

ধর ধর হে সখা প্রণয়হার
অধিনীর উপহার।
তোমারি তরে সদা আঁখি ঝরে
তোমা বিনা আমি কা'র
কত যে যতনে তোমা হেন ধনে
পেয়েছি হে প্রাণাধার।

(আমি) হৃদয়ে হৃদয়ে রব মিশাইয়ে
যেতে দিব না আর ॥
তোমারি বিরহে, প্রতি পলে পলে
যাতনা সহি অপার।
আর কাঁদা'য়ো না, কাঁদিতে পারি না
ভুলে থেকো না আর ॥

শ্রীযুক্ত কে, মল্লিক—

রাগিণী-খাম্বাজ—যৎ।

কোথায় লুকালে ওহে নাগর শ্যাম রায়।
তোমা বিহনে বনে বুঝি বা প্রাণ যায় ॥
একে ঘোরা যামিনী তাহে মোরা কামিনী,
ভয়েতে কাঁপে প্রাণী নাথ হে একি দায়।
কোথায় লুকালে ওহে নাগর কানাই ;
কুলে দিয়েছ কালী অকূলে ভাসি তাই ;
তুমি অকূলকাণ্ডারী, দাও চরণতরী
গোপিকা তোমারি শুধু তোমারে চায় ॥
নাথ তোমারি কারণ জীবন ধারণ,
দাও হে পদে স্থান রাখ হে গোপিকায় ॥

শ্রীযুক্ত কে, মল্লিক।

সিন্ধু—খাম্বাজ।

আমি তোমারই আশে ব'সে আছি ব'লে
তাই কি দেখা দিলে না দিলে না।
অথবা দেবতা-বাঞ্ছিত তুমি
তাইতে বুঝি দেখা দিলে না॥
শুধু নয়নেরি আশা দেখিতে বাসনা
প্রাণে ব্যথা সখা দিও না দিও না,
তুমি সুধাংশু বদনে, হের সুধা বিনে,
চকোর জীবন বাঁচে না বাঁচে না॥

———

কাফি।

(ওহে) হরি দিবানিশি ডাকি তাই।
আমায় দাও দাও দরশন যাতনা জুড়াই॥
চিরসুখ-আশে সংসারে সঁপিয়া মন—
কত দুঃখ পাই হরি কাহারে জানাই
মনোবেদনা জানাই হরি যাতনা জুড়াই॥

———

ঝিঁঝিট—মিশ্র।

কেন দাঁড়ায়ে শ্যাম কুঞ্জের দ্বারে, সখি! তারে ফিরে যেতে বল।
নিশি শেষে কেন এসে সখি, সে করে নানা ছল"
আগে না বুঝে সুঝে রাখালের সঙ্গে ম'জে
কি লাঞ্ছনা কি যন্ত্রণা সখি তার পেলাম প্রতিফল॥

ছায়ানট-মিশ্র—তেতালা।

তোমারি দেওয়া প্রাণে তোমারি দেওয়া দুঃখ,
তোমারি দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব।
তোমারি দেওয়া নিধি তোমারি কেড়ে নেওয়া,
তোমারি শঙ্কিত, আকুল পথ চাওয়া,
তোমারি নিরজনে, ভাবনা আনি মনে
তোমারি সান্ত্বনা অমৃত সৌরভ॥
তোমারি দু'নয়নে তোমারি শোকবারি।
তোমারি ব্যাকুলতা তোমারি হা হা রব॥
তোমারি বলে কেন ভ্রান্ত হ'ল হেন
ভাঙ্গ রে অহমিকা মিথ্যা-গৌরব॥

ভুলিস্‌নে ভুলিস্‌নে তারা আমি যে তোর অবোধ ছেলে।
আমি যদি থাকি ভুলে কোলে নিস্‌ মা ছেলে বলে॥
যে বাঁধনে বাঁধা থাকি, হয় না মনে বারেক ডাকি,
দয়াময়ী দিস্‌নে ফাঁকি, ভুলিস্‌নে মা দিন ফুরালে॥
খেলা ঘরে ধূলা খেলা, যত খেলি তত জ্বালা,
ডাকি তোরে বিপদ বেলা, চরণ দিস্‌ মা চরমকালে।

সিন্ধু—যৎ।

গেল দীন দয়াময়ী দীনের দিন কি যাবে না
কাতর কিঙ্করে ডাকে তবু দয়া হলো না॥

মাতৃগর্ভে যবে ঘোর অন্ধকারে একা,
কত মা মা বলিয়ে মা পেলেম না মা দেখা,
তখন তারিবি বলিয়ে কত আশা দিলি,
এখন ডেকে মরি সাড়া দাও না॥

রাগিণী বারোয়া—তাল ঠুংরি।

দুঃখহরা তারা নাম তোমার।
তাই ডাকি মা বারে বার॥
জনম অবধি ধ'রে ডাকি শ্যামা তোমারে,
তুমি না করিলে দয়া কি গতি হবে আমার॥

টোড়ী ভৈরবী—আড়াঠেকা।

তারিতে হবে মা তারা হ'য়েছি শরণাগত।
অনায়াসে তরে গেল কত পাপী আমার মত॥
অসংখ্য অপরাধি আমি জ্ঞানশূন্য মিছে ভ্রমি,
মায়াতে মোহিত হ'য়ে বৎসহারা গাভীর মত॥

মুলতান মিশ্র—একতালা

আয় মা সাধন সমরে।
দেখি মা হারে কি পুত্র হারে॥
আরোহণ ক'রেছি পুণ্য মনরথে,
ভজন পূজন দু'টি অশ্ব যুড়ি তাতে,

দিয়ে জ্ঞান ধনুকে টান, ভক্তি ব্রহ্মবাণ,
ব'সে আছি ধ'রে ॥
বারে বারে রণে তুমি দৈত্যজয়ী,
এবার আমার রণে এস ব্রহ্মময়ী,
ভক্ত রসিকচন্দ্র বলে, মা তোমারি বলে,
জিনিব তোমায় সমরে ॥

আগমনী।

স্বপনে দেখেছি গিরি গৌরী আমার এসেছে ঘরে,
মা মা ব'লে চাঁদ মুখে কত দুঃখ প্রকাশ করে।
তটিনী জাহ্নবীরে আদরে শিব ধরে শিরে
গৌরীরূপে কালী হেরে ফল নিতে পায়ে পড়ে ॥

সিন্ধু—কাফি

আয় মা আয় মা উমা আয় কোলে করি।
কতদিন ছিলি মাগো অকুল অন্ধকার করি।
তিন দিনের তরে, বৎসর গেলে, মা আমার আসিবে বলে,
আশা পথে নয়ন ফেলে, চিরদিন গেছে আমার,
কোলে দু'টি নব কুমার,
আয় উমা দেখি শ্যামা—নয়ন ভ'রে
উমা তোমার কচি মুখে হাসি হেরি।

পূরবী—মিশ্র।

আমার হৃদয় কমলে এসো গো মা ভবদারা।
এলোকেশী ঘোরবেশী মহানিশা ভয়ঙ্করা॥
ছয়জন শত্রু মিলে, কুপথেতে দেয় মা ঠেলে,
ডাকি তোমায় তারা বলে, কেঁদে কেঁদে হই মা সারা,
প'ড়েছি মা ঘোর বিপদে, রেখো গো মা অভয় পদে,
সংসারেরি মহামদে উন্মত্ত হ'য়েছি তারা॥

ভৈরবী—মিশ্র।

ছাড়িয়ে সংসার কোথা চলে যাও
দীন হীন বেশ ধরিয়ে।
আত্ম-পরিজন কাঁদিছে এখন
দেখ না তাদের চাহিয়ে॥
ত্যজিয়ে মমতা দারা পুত্রগণ,
কোন্ মহাদেশে করিছ গমন,
দেহেতে সব বৈরাগ্য লক্ষণ
কি ভাবেতে আছ ডুবিয়ে।
শুনিলে না তুমি আমার বচন
দেখিতে দেখিতে মুদিলে নয়ন,
কি ভাবেতে তুমি হইলে এমন,
না পেলাম উত্তর ডাকিয়ে।

শ্রীযুক্ত কে, মল্লিক।

ঝিঁঝিট।

শ্মশানে কেন মা গিরিকুমারি, কেন মা তোমারি এমন বেশ।
(তুমি) হর-হৃদি'পরে দিয়াছ চরণ, নাই মা তোমার লাজের লেশ॥
দিয়াছ চরণ হরেরি উপর,
উলঙ্গিনী অঙ্গে না পর অম্বর,
লহ লহ জিহ্বা করিছে তোমার, এলায়ে প'ড়েছে চাঁচর কেশ॥
ভৈরবী ভবানী ভবের কারণ,
করে করি মাংস করিছ চর্ব্বণ,
সুধাপাত্র করে করিয়া ধারণ যোগিনী সঙ্গে নাচিছ বেশ॥

ঝিঁঝিট—খাম্বাজ।

জাল গুটিয়ে নে মা শ্যামা বাঁধন খুলে দেনা মা।
ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি আর খেলিতে চাহিব না॥
কি ঝকমারি ভবের খেলা,
ঘরে পরে দেয় মা জ্বালা,
ঘুরিয়ে দে মা ভবের দোলা, খাটতে আর পারি না।
সর্ব্ব ঘটে থাক তুমি,
নিমিত্তের ভাগী কেন আমি,
অহং নাশ অন্তর্যামিনী বুকে দিয়ে ঐ রাঙ্গা পা॥

সিন্ধু—কাফি

মরমে মরম-যাতনা ভালবাসার অযতনে।
এ কাজে কুকাজে মজে বাজের অধিক বাজে প্রাণে॥
যে জনা পিরীতে নাচায়, সে যদি ফিরিয়া না চায়,
আমার মন-প্রাণ যাহারে চায় সে যদি না বাঁচায় প্রাণে॥

——

সাহানা (আগমনী)

এবার আমার উমা এলে আর উমায় পাঠাব না।
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনবো না॥
আসে যদি মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,
এবার মায়ে ঝিয়ে কর্‌ব ঝগড়া, জামাই বলে মানবো না

——

সাহানা-মিশ্র।

আমায় লোহারই বাঁধনে বেঁধেছে সংসার
দাসখত লিখে নিয়েছে হায়।
আমার খেটে খেটে খেটে, জন্ম গেল কেটে,
তথাপি এ ছার খাটা না ফুরায়॥
আলস্য অসুখ রোদ বৃষ্টি নাই,
কাঁধেতে জোয়াল না আছে কামাই,
আমার চক্ষু জলে পোরে, মুছি এক করে
অন্য করে বোঝা তুলি মাথায়।

বড় শ্রান্ত হ'লে পাছে ঘুমাই ব'লে,
রেখে দেছে আমায় শত্রুর মহলে;
তারা অগুণের খেলা, মায়াফাঁসে ফেলা,
বুকে পিঠে উঠে সতত খেলায় ॥

ঝিঁঝিট-মিশ্র।

আমার যত দিন যায় তত কাজ বাড়ে,
অবসর কই ত হ'লো না।
ব'সে নির্ব্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে, কর্‌ব হরির চিন্তে,
এমন দিনটি ত কই পেলাম না ॥
বাল্যকালে খেলায় গত হ'ল মন,
রস-বিলাসে গেল রে যৌবন,
জরা ব্যাধি আদি বার্দ্ধক্যে এখন,
আমার হ'ল না বুঝি তাঁর সাধনা ॥
মাতৃপিতৃ ঋণ নারিনু শুধিতে,
না পারিনু তাঁদের চরণ সেবিতে,
তাই সদাই চিন্তে শমন আসি অন্তে,
দিবে বুঝি কত যাতনা ॥

মিশ্র-ভৈরবী।

[illegible]র সে দিন মন কর রে স্মরণ
ভবধাম যবে ছাড়িবে।

কুস্বপন যত দেখিছ অবিরত
চিরদিনের মত ফুরাবে ॥
ভাই ভগ্নি যত, কাঁদিবে অবিরত
শিশু সন্তান ধূলায় লুটাবে।
স্নেহময়ী জননী হারায়ে নয়নমণি,
গাহিয়ে তব গুণ কাঁদিবে ॥

মিশ্র-খাম্বাজ।

মেয়ে হ'য়ে রণসজ্জা লাজের মাথা খেয়েছ কি ?
এমা—ওমা—এ কি গো মা, এমন মেয়ে দেখেছ কি ?
বাম হস্তে অসি ধরা, দন্ত জিহ্বা বাহির করা,
নরকরে কটিবেড়া কপালে উঠেছে আঁখি।
একি অসম্ভবা মেয়ে, পুরুষের বুকে পা দিয়ে,
নাচিছে ধেয়ে ধেয়ে আর কি রেখেছে বাকি ॥

রামকেলী।

স্বপ্ন যদি ভাঙ্গিলে রজনী প্রভাতে
পূর্ণ কর হিয়া মঙ্গল কিরণে।
রাখ মোরে তব কাজে
নবীন কর এ জীবন হে ॥

ধিয়া তা ধিয়া নরমালী।
ঘোরাননা রক্তদশনা, রণাঙ্গনা কঙ্কালী ॥

শ্রীযুক্ত কে, মল্লিক।

অট্ট অট্ট হাস, ত্রিপুর-ত্রাস,
প্রলয় জলদ ঘন গভীর ভাস ;
দম্ভ বিনাশ অসুর হ্রাস,
কোটি অরুণ ছটা চরণে বিকাশ,
মানস সকাশ, আশ্রিত আশ যামিনী-রূপিণী,
অম্বে জগদম্বে—
জয়স্বে জয়দে কালী,
অম্বিকে ত্র্যম্বক কামিনী কপালী ॥

ভূপালী-মিশ্র-কার্ফা।

কালার প্রেমের জ্বালায় জ্বলে মইলাম মইলাম গো হে
মনের মত মালা গাঁথি আরে সজনী।
মুই দিমু শ্যামের গলে গো হো,
কুক্ষণে জল ভর্‌তে গেলাম গো সজনী।
যমুনারি কূলে এহে এহে এহে হে।
কাঁকের কলস রইয়া গেল গো
সজনী মোর তুলে আনিল
চলে ওহো ওহো ওহো।
বলে প্রাণ কানাই গিয়াছে (সজনী)
র সেই বনে মন টানে ওহো ॥

শ্রীযুক্ত কে, মল্লিক

সিন্ধু-কাফি—বিজয়া।

নবমী নিশি পোহাল কি করি কি করি বল।
ছেড়ে যাবে প্রাণের উমা দেখ না বিজয়া এল॥
পুত্রশোকে জীর্ণজরা, ভুলে ছিলাম পাইয়ে তারা,
হই যদি তারা হারা জীবনে কি ফল বল।
বৎসরাবধি পরে তারা, আনন্দ করিলেন ধরা ;
কিসে যায় দুখ পাসরা আমারে বল॥

ঝিঁঝিট—খাম্বাজ।

এবার তোরে চিনেছি মা, আর কি শ্যামা তোরে ছাড়ি।
ভবের দুঃখ ভবের জ্বালা, পাঠিয়ে দিছি যমের বাড়ী॥
ফেলেছিলে গোলোক ধাঁধায়, মা হ'য়ে কি এম্নি কাঁদায় ;
ছেলের কান্না শুনে অম্নি কেঁদে উঠ্লো মায়ের নাড়ী॥
হাতে ধ'রে নিলি মোরে, ভাবনা ভীতি গেলাম ভুলে
ছেলের চোখের বারি মুছিয়ে দিয়ে নিলি আমায় কোলে তুলি

সিন্ধু-খাম্বাজ।

কত দিন পরে তারা এ দীনে করিবে দয়া।
সংসার পেষণে পিষে সারা হ'লাম গো অভয়া॥
কাঁদি যত মা মা বলে, ধরিয়ে তব অঙ্গ
তুই তত দিস্ মা ঠেলে ফেলে—যেন পাষাণে প্রা[illegible] ধিয়া।
তোর পেটের ছেলে হ'লে পরে, ফেল্‌তিস্ কি মা ওম্নি ক'রে,
ঘরে বসে পেতাম তারা ঐ রাঙ্গা চরণের ছায়া॥

ভৈরবী।

দুস্তরে নিস্তার না দেখি মা আর,
ভরসা তোমার, তার মা আমায়।
আশা দিয়ে তারা ভাসালি পাথারে
বিপদ-সাগরে রাখ রাঙ্গা পায়॥
ও গো মা ঈশানী শ্মশানবাসিনী
দুখে দুখহরা দুরিত নাশিনী,
কৃপাণ করাল, শোভে মা কিরীট,
কপাল-মালিনী যায় প্রাণ যায়॥

কাফি-মিশ্র—আগমনী

গিরি একি তব বিবেচনা!
গেল সম্বৎসর দহিছে অন্তর,
গৌরী আনিতে তব মনে হ'ল না॥
রাজার মেয়ে উমা, জামাই ভিখারী,
লোক মুখে শুনে সদাই দুখে মরি,
আবার নাকি শিব ত্রিশূল ডম্বুরধারী,
শ্মশানাধিকারী ঘরে থাকে না।
গায়ে মাখে ছাই উমারে মাখায়,
সিদ্ধি ঘুটে খায় বলদে চড়ায়
মরণ নাই শিবের, সে যে মৃত্যুঞ্জয়,
পাষাণীর হৃদয় তব সহে না॥

ভৈরবী।

কি হবে কি হবে উমা চলে যাবে,
কেমনে ধরি এ প্রাণে।
বৎসর যাইবে তবে মা আসিবে,
নতুবা তাহারে পাব না এখানে॥
জয়া নিলে কার্ত্তিকে, বিজয়া গণেশে,
নন্দী ভৃঙ্গী যায় আশে পাশে,
সিংহবাহিনী দেখ গো ভবানী,
চলিল ঈশানী আপন ভবনে॥

ঝিঁঝিট-মিশ্র।

অতি কাতর হৃদয়ে সে যে ক'য়ে গেছে,
শেষের সে কথা আমার দু'টী হাতে ধ'রে।
ভালবাস বা নাই বাস কিন্তু মনে রেখ,
আমি নিশিদিন ভালবাসিব তোমারে॥
বসন্ত পবনে কোকিলেরি সনে যাবে দুঃখ গান
অতি প্রেম ভরে।
আমি নিদাঘ-তাপিত তরুলতা মত
প্রাণেরি বেদনা জানাব তাহারে॥
মধু-যামিনীতে প্রেম-শয়নেতে সুখেতে ঘুমায়ো লইয়া [illegible]রে,
আমি চিরস্মৃতি তব হৃদয়ে ধরিয়া সদা জেগে রব বির[illegible]সরে॥

আসোয়ারী।

তব চরণ-কমলে কবে চিরশরণ পাব দীন-জননি।
ভবসাগর পার হ'তে কেবল আছে গো তব পদ-তরণী।
নিত্য ভবে মজে ভুলিয়াছি—তোমার নির্ম্মল গুণকাহিনী
জ্ঞানহীন দীন গোপেশ্বর প্রতি চাহ গো মহেশ-ভামিনী॥

ইমন।

জননী আমার তারা সুখদা মোক্ষদা
জগৎ-গুরু শিব, ঐ পদতলে তব,
বেদাগমে মহিমা অপার।
রাম শঙ্কর গুণহীনজনে তব গুণ বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত পদ যার।
ইন্দ্রাদি সুরেশগণ বিল্বপত্র সুচন্দন
দিচ্ছে সদা চরণে তোমার॥

কালেংড়া।

বলিস্ দু'দিন থাক্‌তে হেথায় কাল্‌কে ভোলা নিতে এলে।
ক্ষতি কি তায় বল্ গো আমায় ঘরে থাক্‌বে ঘরের ছেলে॥
বুঝিয়ে দু'ট মিষ্টি ক'রে, ভুলিয়ে তারে রাখিস্ ধ'রে,
মনের মত পেলে পরে থাক্‌বে ভুলে হেঁসে খেলে॥
সিদ্ধি বাট্‌বো আপন হাতে, শুনেছি সে তুষ্ট তা'তে,
গঙ্গাজল [illegible] বেলপাতাতে নিত্যি মাথায় দিব ঢেলে॥
ঝি জামাই [illegible] আনে সবাই, আমার মনে সে সাধ কি নাই,
কেমন ক'রে আন্‌বো জামাই দেখা পাই তার বছর গেলে॥

বিভাস।

করী অরি'পরে আনিলে হে কারে কই গিরি মম নন্দিনী।
আমার অম্বিকা দ্বিভুজা বালিকা, এ যে দশভুজা ভুবনমোহিনী॥
দক্ষিণ অঙ্গ রাখি মৃগেন্দ্র পরেতে, আর পদ আরোপিয়ে অসুরেতে,
দাঁড়িয়ে আছেন কিবা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে, জ্ঞান হয় স্বয়ং ব্রহ্মসনাতনী,
এপাশে দক্ষিণে গজেন্দ্রবদন, প্রকাশিত যেন প্রভাতি তপন,
ষড়ানন সুশোভন কমলা ভারতী সহ যেন চারিভিতে প্রকাশ মণি॥

হাম্বির-মিশ্র।

নিশি যে পোহায়ে যায়।
বল কোন্ প্রাণে নিশি অবসানে, তোমারে দিব বিদায়॥
কোথা যাবে তুমি চলি,
কবে এসে ফিরে এ হৃদয় পরে ঘুমায়ে পড়িবে ঢলি,
আমি বিভোর নয়নে চেয়ে মুখপানে ভেসে যাব দু'জনায়।
তুমি যাবে চলে যাও, শুধু ব'লে যাও, কবে আসিবে ফিরে গো,
মম প্রাণ যদি চায় রহিব আশায় তোমারি স্বপন আশে গো,
পোড়া জীবন জুড়াইব তোমারি শীতল ছায়॥

সিন্ধু-মিশ্র।

হৃদে বাঁধিয়া কেন নয়ন জল দাও না মুছিয়া।
সে যে অতীতের কথা হৃদয়ের ব্যথা যাও না কেন [illegible]লিয়া॥
আকুল প্রাণে হতাশ হৃদয়ে তুমি মিছে কেন মর [illegible]া।
তুমি অমন করিয়া মুখের পানে থেকো না গো চাহিয়া॥

সিন্ধু-খাম্বাজ।

যে দিকে তাকাই কুল নাহি পাই,
কি যে করি তাই জানি না।
পড়ে মায়া-জালে, হরি-পদ ভুলে,
পাই কর্ম্মফলে যাতনা॥
বিপদ সময়ে জীবনের ভয়ে,
ঠেকি ঘোর দায়ে ডাকি দয়াময় ;
শঙ্কট মিলিয়ে ভুলিয়ে চিন্ময়ে,
করি সে চরণ বাসনা।
পাপ অগণন করি আচরণ
তথাপি সদয় সদা নারায়ণ,
কুমতির একি প্রেরণা॥
অন্তরে নির্ভয়, কহিছে বিজয়:
সোজা পথে যেতে যদি ইচ্ছা হয়,
কলুষিত হিয়া, শোধিত করিয়া,
পতিতপাবন ভাব না॥

বেহাগ।

নিতান্ত আপন তাঁরে, কেন নাহি ভাব মন॥
ক্ষণেক ভাবিলে পরে আনন্দে হবে মগন॥
তিনি ব্যাপ্ত চরাচর, তিনিই ত পরাৎপর ;
হও তারি ধ্যানপর, বিশেষ করি যতন॥
যাতে বিশ্ব সমুদয়, হয় জাত স্থিতি লয়।
তিনিই পতি নিশ্চয় বিজয়-বাঞ্ছিত ধন॥

শ্রীযুক্ত কে, মল্লিক।

বিভাস।

গিরিশ নন্দিনী মহেশভামিনী,
গণেশজননী ভূবন পূজিতে।
সংসার দাহনে শোকের তাড়নে,
তব কৃপাগুণে পারি মা জুড়াতে॥
দীন-সুত হেতু কাঁদে বুঝি মন,
তাই কি ছাড়িয়া কৈলাস ভবন,
অবসন্ন দেহে নূতন জীবন
দিতে কি এস মা আঁধার জগতে!
কহে গোপেশ্বর, করি যোড় কর,
যে চরণ পেলে অসুর পামর,
দুঃখী ব'লে মাগো এত অনাদর,
দিবে না তরিতে এ দীন সুতে॥

বাগেশ্রী।

এস গো মা ভবরাণি! ভবভয় নিবারিতে।
আজি তব আগমনে নাহি দুঃখ এ জগতে॥
তোমার সন্তানগণ,দুঃখ পায় আজীবন,
তাই কি মা ক্ষণতরে এস গো তুমি ভুলাতে?
অধম গোপেশ্বর, যদি তায় কৃপা কর,
নহিলে তার নাহি উপায় মায়ের চরণ লভিতে॥

টোরি-ভৈরবী।

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার' পরে,
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চক্ষুর জলে।
নিজেরে করিতে গৌরব দান, নিজেরে কেবলি করি অপমান,
আপনারে শুধু ঠেলিয়া ফেলিয়া ঘুরে মরি পলে পলে ॥
(দয়াল) আমারে না যেন ক'রো প্রচার আমার আপন কাজে,
তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ আমার জীবন মাঝে,
যাচি হে তোমার চরণে শান্তি, পরাণে তোমার পরম কান্তি,
প্রভু আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও হৃদয় পদ্মদলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চক্ষুর জলে ॥

খাম্বাজ।

আমি ত তোমারে চাহিনি জীবনে তুমি অভাগারে চেয়েছ।
আমি না চাহিতে হৃদয় মাঝে তুমি নিজে এসে দেখা দিয়েছ ॥
চির আদরের বিনিময়ে সখা চির অবহেলা পেয়েছ।
আমি দূরে স'রে গেছি দু'হাত পাসরি টেনে ধ'রে বুকে নিয়েছ ॥
ও পথে যেও না ফিরে এস ব'লে কাণে কাণে কত ব'লেছ।
আমি তবু চলে গেছি ফিরায়ে আনিতে পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ ॥

বেহাগ।

দিবানিশি তারা ব'লে ডাক রে পামর মন।
মের মহিমা-গুণে ঘুচিবে ভব-বন্ধন ॥
রা নামে সুধাধারা শিব তাহে আত্মহারা,
শবাকারে তারাপদ হৃদে করয়ে ধারণ ॥

শ্রীযুক্ত কে, মল্লিক।

ইমন।

জয় জয় শঙ্কর ব্যোম্ ব্যোম্ হর হর
জটাজূটধর বম্ বম্ ভোলা।
বৃষভ-বাহন বাগছাল আসন,
কপাল হুতাশন ধক্ ধক্ জ্বালা ॥
বামে লয়ে শঙ্করী মুখে বলে হরি হরি,
ভাঙ্ ধুতুরা পানে আঁখি ঢোলা ঢোলা।
ভৃঙ্গী দিতেছে তাল নন্দী বাজায় গাল,
ভবানী ভূতেশনাথ কাঁধে ক'রে ঝোলা।

কাফি-সিন্ধু।

জীবন বৃথায় মম যায় (হায় তারা)
ক্ষণ লাগিয়ে ভাবি না কি হবে শেষে,
শেষে দেখি দিনে দিনে হয় আয়ুক্ষীণ—
মনে রেখো গো দীনতারিণী।
তব পদ সেবক, বিধি বিষ্ণু মহেশ্বর,
সে পদ কেমনে পাবে অধম গোপেশ্বর,
তবে যদি নিজ গুণে তার গো ভব ভবানী

ভৈরবী।

নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি মনে ওগো অন্তরযামী
প্রভাতে প্রথম নয়ন মেলিয়া তোমারে হেরিব আমি ॥

জাগিয়া বসিয়া শুভ্র আলোকে,
তোমারি চরণে নমিয়া পুলকে,
ভেবে রাখি দিনেরই কর্ম্ম তোমারে সঁপিব স্বামী ॥
দিনের কর্ম্ম সাধিতে সাধিতে ভাবি ব'সে মনে মনে,
কর্ম্ম অন্তে সন্ধ্যা বেলায় বসিব তোমারি সনে,
দিবা অবসানে ভাবি ব'সে ঘরে,
তোমারি অসীম বিরাম সায়রে,
ক্লান্ত মনেরি ভাবনা বেদনা নীরবে যাইবে নমি ॥

খাম্বাজ-মিশ্র।

দেখ হৃদয় আসন রেখেছি শূন্য তব মুখখানি ভাবিয়ে।
দিবস রজনী ছিলাম বসিয়ে (ওগো) তব আশাপথ চাহিয়ে ॥
পলে পলে কত গণেছি দিন আমি (ওগো) মোহন মূরতি আঁকিয়ে
কে জানিত বিধি হইয়ে সদয়, দিবে তোমা ধনে মিলায়ে ॥
হৃদয় মাঝারে রাখিব তোমারে যতন করিয়ে লুকায়ে।
বিরলে বসিয়ে হেরিব তোমারে (ওগো) কতদিন যাবে বহিয়ে ॥

ভৈরবী-মিশ্র।

কেন হারাবি দু'কূল। (ওলো)
মর বাঁশী শুন্‌লে পরে রবে না তোর কুল ॥
যখন বাজে শ্যামের বাঁশী,
শুনে মন হয় উদাসী,
হইবি বাঁশীর দাসী বেড়াবি গোকুল ॥

মোহন বাঁশীর স্বরে,

গৃহকাজে মন পাসরে,

থাকিতে পারি না ঘরে গোকুল হয় আকুল ॥

আগমনী।

গিরি! গৌরি আমার এসেছিল।

স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য করিয়ে চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকাল ॥

কহিতে শিহরি কি করি অচল, নাহি চলাচল হ'লাম হে অচল,

চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারাল ॥

দেখা দিয়ে কেন হেন মায়া তার,

মায়ের প্রতি মায়া নাই মহামায়ার,

আবার ভাবি গিরি কি দোষ অভয়ার।

পিতৃদোষে মেয়ে পাষাণী হ'লো ॥

বিজয়া—সিন্ধু-খাম্বাজ।

উমাকে বিদায় দিয়া কেমনে রব ভবনে।

সুখের পর দুঃখ পেয়ে বড় লাগে প্রাণে ॥

ভবানী এ ভবে আসি নাশিল, ভাবনারাশি

কিন্তু শঙ্কর আসি রাখিল না এ ভুবনে।

উমার বিদায় শুনে কাঁদে গজ্জনে

এ যে জগৎ জননী কেমনে বাঁচে মা বিনে ॥

খাম্বাজ-মিশ্র।

রাঙ্গা জবাফুলের মালা কে দিয়াছে তোমার গলে।
রণপথে নেচে যেতে র'য়ে র'য়ে র'য়েছ যে,
রণতরঙ্গ প্রমথ সঙ্গ, চিকুর এলায়ে উলঙ্গ,
কি কারণে লাজভঙ্গ কেগো তব পদতলে॥

ভৈরবী।

এ মায়া প্রপঞ্চময়, ভবের রঙ্গ-মঞ্চ মাঝে।
রঙ্গের-নট নটবর হরি যারে যা সাজান সে তা সাজে॥
কর্ম্মসূত্রে জীবমাত্রে সবে মাত্র মায়ায় গাথা,
কেহ পুত্র কেহ কন্যা কেহ ভগ্নি কেহ ভ্রাতা,
কেহ সেজে এসেছেন পিতা কেহ স্নেহময়ী মাতা,
কত রঙ্গের অভিনেতা, আসেন সেজে কত সাজে।
যখন যার হ'তেছে সাঙ্গ এ রঙ্গভূমির অভিনয়,
কাকস্য পরিবেদনা আর তখন সে কারো নয়,
কোথায় রয় প্রেয়সীর প্রণয়, পুত্র কন্যার কাতর বিনয়।
শোনে না কারো অনুনয়, চ'লে যায় সাজ শয্যা ত্যজে॥
না হইলে কর্ম্ম শেষ কত আসিব কত যাইব,
সং সেজে সংসারের মাঝে কত হাঁসিব কত কাঁদিব,
ভু[illegible]'লে যাবে অশিব, এ যাতায়াত কবে নাশিব,
ম[illegible]যোগে কবে পশিব, মিশিব হরির পদরজে॥

সুরট-মিশ্র।

কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার,
মুখে বল্‌তে হরিনাম, শুন্‌তে গুণগ্রাম, অবিরাম নেত্রে ব'বে অশ্রুধার
সুরসে রসিক হইবে রসনা
জাগিতে ঘুমাতে ঘুষিবে ঘোষণা,
কবে হবে যুগল মন্ত্রের উপাসনা,
বিষয় বাসনা আমার॥
কতদিনে হবে সর্ব্বজীবে দয়া, কতদিনে যাবে গর্ব্ব মম মায়া,
কতদিনে খর্ব্ব হবে মম কায়া, নত হবে লতা যে প্রকার॥
কতদিনে ব্রজের প্রতি কুলি কুলি,
কাঁদিয়া বেড়ায় স্কন্ধে ল'য়ে ঝুলি,
কণ্ঠ বলে কবে দেব করে তুলি,
অঞ্জলি অঞ্জলি জল যমুনার॥

সুরট

আকুল হ'য়ে কেঁদে কেঁদে আঁখি তারা গেছে ক্ষয়ে
কই মা তুলে নিতে কোলে এলোকেশী এলি ধেয়ে।
শুনেছি তুই অভয়া দীন দুখ-হরা শ্যামা,
আস্‌বি কবে দেখ্‌বি কবে, রাখ্‌বি কবে রাঙ্গাপা
ভেবে ভেবে আমার মা দিন যে তারা গেল ব'য়ে.

ীযুক্ত কে, মল্লিক।

ইমন—কল্যাণ।

(কর মন) হরিপদ নিরাপদ সার।
সার মাত্র নাহি কিছু সকলি আত্ম-সংসার॥
যেতে হ'বে বহুদূরে ক'রেছ কি তার সম্বল,
এইবেলা ডাক-না তাঁরে যিনি দুর্ব্বলেরি বল,
ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয় তুমি আমি কেবা কার॥

দাদ্‌রা।

সে নিঠুর কালাচাঁদে আর ভালবাস্‌ব না।
হৃদয়খানি ছিঁড়ে গেছে নিভে গেছে জোছনা॥
দিনে দিনে দিন ফুরাল, শ্যাম আমার নাহি এল,
এবার কালা এলে পরে আর কথা কইব না।
এবার শ্যাম এলে পরে আর ফিরে চাইব না॥

——

কাহারবা।

এস এস কাছে দূরে কি গো সাজে,
পাতিয়া রেখেছি হৃদয় আসন।
চরণের ধূলি দেহ মাথে তুলি,
আমি অভাগী কি সুখ জীবন॥
এস প্রাণসাথি আজি শেষ রাতি,
ভাল ক'রে তোমায় করিব দরশন
জীবননাথ পূরিল সাধ
ভুলিছি যত অনাদর যতন॥

সুরট-মিশ্র।

আমায় দেগো মোহনচূড়া বেঁধে।
আমি কেন কেঁদে মরি, কৃষ্ণরূপ ধরি দাঁড়াব চরণ ছেঁদে॥
হ'য়ে কৃষ্ণ তারে রাধিকা সাজাব এম্‌নি ক'রে একদিন মথুরাতে যাব,
জানে না জানে না—জানাব জানাব, কি যন্ত্রণা শ্যাম-বিচ্ছেদে॥
রাধার ভাব যেদিন ধরিবেন হরি, কেঁদে কেঁদে দেবেন ধূলায় গড়াগড়ি।
দিবা বিভাবরী কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি বেড়াবেন কেঁদে কেঁদে॥
মানের দায়ে যে দিন ঘটিবে প্রমাদ
বদনে ঝাঁপিয়ে রাখবেন বদনচাঁদ
কণ্ঠ বলে এবার মেগে অপরাধ (আমি) ধরিব যুগল পদে॥

ভৈরবী।

একদিন তোমার এমন হবে মুখে কথা বল্‌বে না।
হাতে ছুঁলে সর্‌বে না চরণেতে চল্‌বে না॥
নাম ধ'রে ডাক্‌লে তোমায় শ্রবণে তা শুন্‌বে না।
পুত্র মিত্র জগৎ চিত্রে নেত্রে নিরখিবে না॥
অসাড় হবে এ রসনা আস্বাদন আর পাবে না।
ভাল মন্দ কোন গন্ধ নাসিকাতে যাবে না॥
হবে সাঙ্গ অবসাঙ্গ তোমার সঙ্গে কিছু যাবে না'
এই বেলা ডাক ডেকে নে রে তারে আর ডাক্‌তে সময় পাবে না

সিন্ধু।

আর কিছু চাই না তারা ঐ পদ দাও শঙ্করী।
জানি মা তোর রাঙ্গা চরণ তরাবে ভববারি॥
আসিয়ে ভব-সাগরে প্রবল তুফান হেরে,
ভাসি মা নয়ন-নীরে দাও তরী কৃপা করি।
আগে যদি জান্‌তাম মনে, রাখ্‌তেম তরী সঙ্গোপনে
কি হবে মা ব'লে দে না আশ্রয় করি চরণতরী!

ভৈরবী।

আর কেন কাঁদাও শ্যামা যদি মুছাবে না আঁখি।
(আমি) কাঁদিয়া মরিলে কি মা তুমি তাহে হবে সুখী॥
কে মুছাবে আঁখি ধারা, তুমি না মুছালে তারা,
ভাই বন্ধু সুত দারা, তারা কেবল সুখের সুখী॥

——

কাফি—সিন্ধু।

আমি কি তোর কেউ নই তারা।
তবে মা মা বলিয়ে কেন হই গো সারা॥
দিবস রজনী ডাকি মা মা ব'লে
মা তুমি একবার চাও-না আমায় ভুলে,
আর কি হবে তারা ডাক্‌লে মা মা ব'লে—
লো গো সার

ঝিঁঝিট—খাম্বাজ।

নিশিদিন তোমায় ভালবাসি তুমি অবসর পেলে বাসিও
আমি দিবানিশি হেথায় ব'সে আছি
তোমার যখন মনে পড়ে আসিও॥
আমি সারানিশি তোমার লাগিয়া
রব বিরহ-শয়নে জাগিয়া
তুমি নিমিষের তরে প্রভাতে
আসিয়ে মুখপানে চেয়ে হাসিও॥

জঙ্গলা।

ভালবাসি যারে সে যদি না বাসে
তবু চিরদিন তারি।
চরণের ধূলি ধুয়ে দিতে তার দিব নয়ন-বারি॥
তারে দেবতা করিয়ে হৃদয়ে রাখিব
রব চির-অনুরাগী।
মরুভূমে জলে কাননে অনলে পশিব তাহার লাগি॥

সুরট—মিশ্র।

তোমারি চরণে কেমনে শরণ পাব বল গো তারা।
ভক্ত মুক্তি নিজগুণে লভে, তারে তারিলে করুণা কি হবে।
যেজন তোমার ভকতি না জানে তারে তার ভবদারা
নিন্দিত জনে তারিলে তারিণী তাতে কিছু ক্ষতি হবে না জননী।
তব দয়াময়ী নামের মহিমা রেখো গো ত্রিপুরা॥

অধম সন্তান যাচে করযোড়ি তার দুঃখনাশ করগো ঈশ্বরী
সে যেন অন্তে তোমারি চরণে স্থান পায় মা পরাৎপরা ॥

সকলি সঁপিনু জীবনে মরণে
তোমারি চরণে শ্যামা মা মা ॥
একবার দেখা দেগো দীনতারিণী সময় ফুরায়ে গেল মা।
আর কিছু ত চাই না তারা বারেক হেরিতে চাই,
জনমের সাধ পূরাব জননী কোলে যদি যেতে পাই,
বিতরি তনয়ে করুণা-লেশ, কর দুঃখহরা দুঃখেরি শেষ
আমি আর কত কৃত করমেরি দোষে মরম যাতনা সব মা

খাম্বাজ।

নীলবরণা যমুনা ধাইছে সাগরে মিশিতে চাহে।
কুল কুল রব নাহি শুনি তব হৃদি কি শুকাইল ॥
সাধে কেন বাধ বিকাশে সাগরে মিশিতে চাহে।
সরজ-তটিনী তটে ফোটে ফুল মম হৃদি মাঝে শুখাল মুকুল,
কালা প্রতিকূল ভেঙ্গেছে দুকূল এতে কেন বাদ সাধে ॥

পিলু বাঁরোয়া।

কেন গো মা জিব্ কেটেছ মনে কি প'ড়েছে
মাগো কতগুলি জীব কেটেছ।
মা তোমার পদভরে ধরা টল মল করে
শঙ্কর যে মরে মরে তার একি দশা ক'রেছ ॥

(মা) হাতে খাঁড়া ভয়ঙ্করী হ'য়েছ মা দিগম্বরী
এলোকেশী সর্ব্বনাশী দিশেহারা হ'য়েছ।
মনে কি ভাব-নি শিবে একাদশী কর্‌তে হবে
হবে না যে বিধবা বে ঐটে যে ভুল ক'রেছ॥

ভৈরবা।

তোর সিঁতের সিন্দূর হাতের খাড়ু ঘুচে যাবে মা
এবার বাবা বুঝি বাঁচ্‌বে না।
পর্‌তে হবে থান ফাড়া কর্‌তে হবে মাথা নেড়া,
নিরমিষ্যি খেতে হবে
আর পাঁঠা বলি হবে না।
আছে কেবল কুমড়া শশা, চিঁড়ে মুড়কি ফুলবাতাসা
তোমার ভোগের বহর ঐ পর্য্যন্ত,
কেউ সিন্দূর খেলা খেলবে না।
আবার শাক্ত ভক্ত ত্যক্ত হ'য়ে কালীঘাটে যাবে না॥
এখন শ্বাস আছে বাবার ভয় যাবে বিধবা হবার
চট্‌ ক'রে তুই নেবে দাঁড়া কেউ দেখ্‌তে শুন্‌তে পাবে না
নইলে ভাতার মারা বল্‌বে তোকে,
তারা মা আর বল্‌বে না॥

সিন্ধু-মিশ্র।

(তুমি) স্নেহের সন্তানে কি দিয়েছ তারা,
দেবার মত কিছু দাও-নি।

না দিলে যা নয় তাই দিয়ে শুধু ভুলাইয়া রেখেছ জননী।

দিয়াছ চরণ চলিতে যখন
কর নাই তোমার পথ নিদর্শন,
পথভ্রষ্ট হয়ে কুপথে যাই মা
সুপথ দেখায়ে দাও-নি ॥
হৃদয়ে বসিয়া যা করাও করি
যা শিখাও শিখি যা দেখাও হেরি,
তবে কেন দীনে শিখাও নি সে নাম মা
ভবভয় দুঃখনাশিনী ॥

খাম্বাজ।

প্রভাত সময়ে আকুল হৃদয়ে,
গাও অলি-বঁধু মহিমা কার।
বিভোর পুলকে ডাকিছ কাহাকে,
গুন্‌গুন্ তানে বুঝাতে ভার ॥
যদি মতি থাকে ওহে কৃষ্ণকায়,
কুসুমে না হ'য়ে কুসুম-স্রষ্টায়,
ধরি ষট্‌পদে শিখাও আমায়,
গুণাবলী বিধাতার।
পরাগ শরীরে তাঁর কি পদধূলি,
সে চরণ-রেণু কোথা পেলি অলি,
সহচর কর সাথে যাই চলি,
মায়া ছাই মুছে দে আমার ॥

স্থরট-মল্লার।

বড় ভালবাসি, বারে বারে আসি, তবু কেন দেখা দাও-না দাও-না।
তোমার লাগিয়া, বসে আছি সদা মুখ তুলে কেন চাও-না চাও-না॥
সারাদিন থাকি তোমারি লাগিয়া,
সারারাতি জাগি তোমারে ভাবিয়া,
(তুমি) নিমিষের তরে বারেক ভুলিয়া, চকিত চাহনি চাহ্-না চাহ্-না।
কেন উষার বাতাসে হাসিয়া,
অরুণ আলোকে ভাসিয়া,
হিয়ার মাঝারে নাচিয়া,   প্রেমের গরিমা গাহ-না।
এস সলাজ হাস্ত হাসিয়া,
এস তেরছ-নয়নে চাহিয়া,
আমি অবশ হৃদয়ে, বিরহ বাঁধান টুটিয়া ছিঁড়িয়া দাও-না দাও-না;
(এস) হৃদয় আকাশ ছেদিয়া,
চাহ মেঘের আড়ালে থাকিয়া,
কুঞ্জ ভবন বিরহে মগন   তুমিত ফিরিয়া এস না।
(এস) তারা-হার গলে পড়িয়া,
এস জোছনার দুখ হরিয়া,
মলয় মারুতে মদনেরি সাথে দেখা দিয়ে চলে যেও না যেও না॥

ভীমপলশ্রী।

এ তো মায়ের উচিত নয়।
বল কোন্ মায়ায় ভুলে থাকে গা তনয়।

মায়া লাড্ডু দিয়ে রেখেছ ভুলায়ে,
চুষে পাই না রস কাঁদি লাল ফেলায়ে,
মায়ের এম্‌নি হিয়ে, দেখ-না আসিয়ে, কহি গো বিনয়ে॥
বুঝেছি মা তোর পুত্র ল'য়ে খেলা,
কাজ নাই জননী ব'য়ে গেল বেলা,
দিয়ে পদভেলা, রাখ এইবেলা, ভবানীর অনুনয়॥

সিন্ধু-খাম্বাজ।

মিছে কেন মা মা কর, মায়ের দেখা পাবে নাই।
থাক্‌লে আসি দিত দেখা, সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই॥
শ্মশানে মশানে কত,
পিঠস্থান ছিল যত,
খুঁজে হ'লাম ওষ্ঠাগত, কেন আর যন্ত্রণা পাই।
দ্বিজ নরেশচন্দ্র ভণে,
উমা মায়ের জন্য ভাব কেনে,
মা গেছে নাম ব্রহ্ম আছে,—তরিবার আর ভাবনা নাই॥

ভূপালী।

এস মা ঈশানী আমার অনেকদিন দেখি নাই তারা।
বরষ পরে নয়ন ভ'রে হেরি তোমায় দুঃখহারা॥
জানি না মা মহামায়া ধরায় তোমার কেমন দয়া,
[illegible]ন তরে দেখা দিয়ে করবে আবার তারা হারা।
রূপে আলো করি মহী এলে যখন দয়াময়ী,
নয়ন ছাড়া হ'য়ো না আর আঁধার করি সারা ধরা॥

সিন্ধু-খাম্বাজ।

এস মা আনন্দময়ী এস মা গৃহে আমার।
রাঙ্গা পায়ে করি আলো মা গো অখিল সংসার॥
কি আছে ও মা আমার করিব পূজা তোমার,
লও তৃণ, ফুল, জল, প্রেম-অশ্রু উপহার।
লও সুখে দুঃখে মা চির-ভক্তি-পুষ্পহার॥

হাম্বীর।

গতি কি গঙ্গে হ'বে না, গতিদায়িনী মা।
মা মা ব'লে কাছে গেলে, মায়ে কি ছেলে ঠেলে ফেলে।
ব'লে কি মা সতীন ছেলে তীরে স্থল দিলে না মা॥
মা বলি শ্যামায় বটে জননী গো বলি তোমায়।
জানি না প্রভেদ কি মা বিমাতায় আর স্বমাতায়
তবে কেন এ সন্তানে দুখ দাও নিশিদিনে,
এত স্থান থাকিতে তোমার দীনে স্থান দিলে না॥

বেহাগ।

এড়াতে চিন্তায় উঠিলে চিতায় অনলের জ্বালা ভুলিয়ে।
তখন কণ্টক বেদনা পদে সহিত না,
এখন মুখানল আছ সহিয়ে॥
ছেড়ে সাধের ঘর সজ্জিত শয়ন,
ধূলি ভস্ম হ'ল বসন ভূষণ সকলি গেলে কি ত্যজিয়ে।

দয়া মায়া লাজ দিয়ে বিসর্জ্জন,
উদাসীর বেশে বিদেশে গমন,
প্রাণের যাদুধন প্রিয় বাছাধন,
কারে দিয়ে গেলে সঁপিয়ে ॥

ইমন ।

শিবের বুকে থেকে নেমে নাচ মা শিবে ।
সঙ্কল্প ক'রেছ কি মা শিবকে বিনাশিবে ॥
তুই মা পতিব্রতা সতী পদাঘাতে মারলে পতি,
অসতী নাম জগতে রটিবে শিবহারা হ'লে শিবে নাম,
আর কে করিবে ॥
নাচ্‌বার ইচ্ছা থাকে যদি বলি তোমায় নাচ্‌বার বিধি,
পাতা আছে আমার হৃদি তাতেই নাচ্‌তে হবে ।
মা শক্ত কি হৃদয় শক্ত এতেই বুঝা যাবে ॥

সাহানা-মিশ্র ।

এলোকেশে হেসে হেসে ঐ বামা এসেছে ।
আহা কিবা মেঘের বরণ যেন ছবি এঁকেছে ॥
মুণ্ডমালা গলে দোলে ঐ কপালে আগুন জ্বলে ।
একি জ্বা পদতলে পাগ্‌লা ভোলা র'য়েছে ॥
ছার কপালীর মুখে ছাই দয়ামায়া একটু নাই,
এলোকেশী সর্ব্বনাশী ভুবন আলো ক'রেছে ॥

পিলু।

(আমি) ভালবাসি দু'টি কথা,
সুধামাখা মুখে বল দেখি সখা "ভালবাসি" দু'টি কথা
তোমারি মূরতিখানি, যতনে সাজায়ে আনি,
মুখে মুখে বুকে বুকে কথা শুনি ব'সে সুধাবাণী,
শুয়ে তব পদতলে, ঢেলে দিয়ে আঁখি জলে,
কুতূহলে নানা ছলে সখা আঁকিব শ্রীপদখানি,
তুমি কাণে কাণে তানে তানে "ভালবাসি" বল
মুছাতে মরম ব্যথা।
বিরহে মিলনে শয়নে স্বপনে "ভালবাসি" দু'টি কথা ॥

সাহানা।

আমি নিতে জানি খেতে জানি দিতে জানিনে ॥
আমি হাঁসতে জানি খেল্‌তে জানি কাঁদ্‌তে জানিনে।
আমায় সবে ভালবাসুক
দেখ্‌বো না কেউ মরুক বাঁচুক,
(আমি) ভালবাসা চাইতে জানি বাস্‌তে জানিনে।
আপন বেলায় কড়া ক্রান্তি,
দিবার বেলায় মূলে ভ্রান্তি,
(আমি) ধরা পড়্‌লে সরলপন্থী বুঝেও বুঝিনে ॥
সাধু সেজে লোককে শিখাই,
ধর্ম্মকথায় পরকে মজাই,
(আমার) আপন বেলায় সবই বজায় নিজেই মজিনে ॥

খাম্বাজ।

আমি স্বপনে তাহারে কুড়ায়ে পেয়েছি,
রেখেছি স্বপনে ঢাকিয়া।
স্বপনে তাহার মুখখানি নিরখি স্বপনে
কুহেলি মাখিয়া॥
তারে বরমালা দিনু স্বপনে
হ'ল হৃদি বিনিময় গোপনে।
স্বপনে দুজনে প্রেম আলাপনে
যাপি সারা নিশি জাগিয়া॥
করি স্বপ্নে মিলন-সুখ-গান,
করি স্বপ্নে প্রণয়-সুখদান
হয় স্বপনে প্রেম-কলহ
যায় স্বপনের সনে ভাঙ্গিয়া।
যা আছে আমার সব দিতে পারি,
সুখ-স্বপনের লাগিয়া॥

গারা-মিশ্র।

নীল আকাশে অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো।
আবার কেন ঘরের ভিতর আবার কেন প্রদীপ জ্বাল॥
পাখির ঐ আকুল তানে আকাশ ভুবন গেল ভেসে,
থামা এখন বীণার ধ্বনি, চুপ ক'রে শোন্ বাইরে ব'সে।
এখন যদি মরতে না পাই তবে আমার মরণ ভাল॥

সাঙ্গ আমার ধূলাখেলা সাঙ্গ আমার বেচাকেনা,
এসেছি ক'রে হিসাব নিকাশ যাহার যত পাওনা দেনা,
আজকে আমি শান্ত বড় ও মা কোলে তুলে নে না,
যেখানে ঐ অসীম সাদায় মিশেছে ঐ অসীম কালো।

সিন্ধু-থাম্বাজ—আগমনী।

মা তোমার কি এতদিনে মনে হ'ল বসুন্ধরা।
ধরা কি তোর বল মা তারা, সারা সৃষ্টি জগৎ ছাড়া ॥
দেখ্‌বো ব'লে আকুল হ'য়ে,
আছি আশাপথ চেয়ে,
ওমা তোমায় দেখবো কি মা,
আমার দু'নয়নে পড়ে ধারা ॥
এবার এলে বাসনা মা,
রাখ্‌বো হৃদে শবাসনা,
কর্‌বো না আর নয়ন ছাড়া,
তারায় তারায় রাখ্‌বো তারা ॥

ভৈরবী।

এই মা ছিলে কোথায় গেলে মহেশ-মনমোহিনী।
অপরাধ পেয়ে বুঝি লুকালে মা ত্রিনয়নী ॥
স্বপনে মা দেখা দিলে আবার কোথায় লুকাইলে
সুস্বপন কেন ভাঙ্গালে কাঁদালে কেন জননী ॥
এস আবার সদয় হ'য়ে, কার্ত্তিক গণেশ সঙ্গে ল'য়ে,
(ল'য়ে) সরস্বতী লক্ষ্মীমায়ে এস গো সিংহবাহিনী ॥

ভৈরবী

আমি দারা সুত চিনি ভাই বন্ধু সবে তোমায় কেন বল চিনিনে।
আমি অনর্থের মূল অর্থ বুঝি বেশ পরমার্থ কেন বুঝিনে॥
বিষয় বৈভব জানি বিলক্ষণ দয়াময়ে শুধু জানিনে।
আমি দেহ গৃহ হেরি তন্ন তন্ন করি, চরণ যুগল হেরিনে।
অসার সংসার সদা সার ভাবি তোমারে কই ত ভাবিনে।
আমি সারা ধরা গর্ব্বে সরাজ্ঞান করি, জগৎপতি কভু মানিনে॥

খাম্বাজ।

সারাটি জীবন ধরিয়া সুখ চাহিয়া ধাই ছুটিয়া হে।
সেথা মরীচিকা আসিয়া আমারে ল'য়ে যায় গৃহ বাহিরে,
আমি ছুটি পাছে, পাছে ভাবিতেছি কাছে,
কাছে চাহি দেখি আছি দূরে হে॥
কভু মনে করি ধরি ধরি নেহারি সে গেছে সরিয়া।
সুখেরি লাগিয়া হইয়া অন্ধ আসিয়াছি পথ ছাড়িয়া॥
আমায় দুখ-কূপ মাঝে কে ফেলিল আনি,
কে তুলিবে বল টানিয়া।
পাতকি-তারণ তোল এ পাতকী করুণা-রশিতে বাঁধিয়া॥

কেদারা।

ইচ্ছায় আসিলাম কি কাজ সাধিলাম
জীবন বিফলে যায় মা।

শ্রীযুক্ত কে, মল্লিক।

হ'ল না সাধনা হ'ল না ভজনা,
পূরিল না মন বাসনা ॥
এবার আমার হ'ল আসা যাওয়া সার,
কভুনা ভাবিলাম ভুলে একবার,
কেমনে তরিব ভব-পারাবার,
জীবন ত্যজিলে কায় মা ॥
থাকিতে জননী ত্রিলোক তারিণী,
থাকিতে জননী পতিত-পাবনী,
থাকিতে মা তুমি দুঃখবিনাশিনী,
পতিতের গতি কি হয় না ॥

সিন্ধু।

ভালবাসি হরি যেই মনে করি,
যেই ভাবি কি দিবে আমারে।
প্রতিদানে যখন লালসা এত
ভালবাসা হয় জীবনে ॥
নিবেদনের আগে প্রসাদের বাসনা,
জানি না কে কারে বিতরে।
ফল, ফল আশা ফাঁকা ভালবাসা,
প্রতিবারে দুঃখ তোমারে ॥

ভৈরবী।

এখন নতুন প্রেমেতে তোমার যতন বেড়েছে।
তুমি বাঁকা, কুব্জা বাঁকা দু' বাঁকেতে মিলেছে॥
তোমার যেমন বাঁকা আঁখি,
কুব্জা তেম্নি কোটরচোখী
খাঁদা নাকে ঝুম্‌কো নোলক ঝুলিছে।
মাথার মাঝে টাকের উপর পর চুলেতে ঘেরেছে
ভাল ভাল গয়না গাঁটা,
তাতে আবার ডায়মন্‌কাটা,
ওরে সে ভাদর বুড়ি সেজেছে।
কিবা রূপসী মোহিনী দেখ্‌তে যেন
রাহু নাকি কালশশী গিলেছে॥

(বিজয়া)
ভৈরবী।

এস কোলে করি উমা ব'ল মা বিধুবদনে।
তোমার মাকে মা বলে, মা ! কে আছে তোমা বিনে॥
তুমি আমার নয়নতারা, তোমায় বিদায় দিয়ে তারা
তারা হারা নয়নে কেমনে রব ভবনে।
তিন দিনের তরে আসিয়ে, মা নির্ব্বাণ আগুন জেলে দিয়ে,
নিদয় হ'য়ে বিদায় দিতে বল গো কি কারণে।
সাগর-সঞ্চন-নিধি ভাগ্যেতে মিলালেন বিধি,
নিজ দোষে হারাই যদি পাব না আর জীবনে॥

বেহাগ।

তারে কোথায় গেলে পাওয়া যায়।
যে দেখছ তারে কোথা সে থাকে
কে জান তাহারে বল না আমায়॥
শুনি সে রহে সদা বর্ত্তমান—
তবু কেন তার না হয় সন্ধান,
সে অরূপ কি স্বরূপ বুঝে দেখ জ্ঞান
জ্ঞানাতীত হ'লে কি বুঝিবে তায়॥

বাগেশ্রী—

অসার সংসার-মায়ায় মজিয়া র'য়েছ মন।
তাঁর চিন্তা কর যাতে ঘুচিবে ভব-বন্ধন॥
কার ধনে কেন ভুলে আছ হে ভব-জঞ্জালে
এবে সকল ত্যাগ করিয়ে কর হে হরিসাধন॥

সিন্ধু।

যদি এক বিন্দু প্রেম পাই, (প্রেমসিন্ধু হে)
তবে কি তোমার চরণ ছেড়ে, আর কোথাও যাই। ”
থাকি চিরদিন তোমার অধীন, ধন, মান, সম্ভ্রম কিছুই
হি চাই ;
সংসার-বন্ধন করিয়ে ছেদন আনন্দে নিশিদিন তব গুণ গাই

পূরবী।

মা ব'লে ডাকিলে তোমায় জুড়ায় তাপিত প্রাণ।
তাই ব'লে মা আনন্দময়ী করি তব নামগান॥
মা তোমার আশা-বচন, চির প্রসন্ন বদন,
বিষণ্ন হৃদয়-মাঝে শান্তিবারি করে দান॥
মা তোমার দরশনে কত ভাব হয় মনে,
ইচ্ছা হয় সদা তব স্তন্য-সুধা করি পান॥

হাম্বীর।

এলো রণে ওই শ্যামা বামা কে,
কুন্তল বিগলিত শোণিত শোভিত
তড়িত জড়িত নবঘন ঝলকে।
বিপরীত একি কাজ লাজ ছেড়েছে দূরে
রথ-রথী গজ-বাজী বয়ানে পূরে,
মদবল প্রবল সকল হতবল,
চঞ্চল বিকল হৃদয় চমকে॥
ভীম ভবার্ণব তারণ-হেতু, চরণযুগল তব করিয়াছি সেতু
কহয়তি প্রসাদ কবিরঞ্জন
কুরু কৃপালেশ জননী কালিকে॥

সাহানা।

কাল [illegible] কালী কালী বল-না রসনা।
কালের বশে কালী ভুলে কালী গায়ে মেখ না॥

ভ্রান্তি ঘুচাও মন মনের একান্তে,
নিতান্ত দেহ মন শ্যামাপদপ্রান্তে ;
কাল জানে কালী জানে, থাক রে নিশ্চিন্তে
কালীর তনয় ব'লে, কালে তোমায় ছোবে না
দ্বিজ শ্যামাচরণ বলে ভাবিয়ে শ্যামার চরণ,
ছিলি ওরে ভোলা মন, জননী-জঠরে যখন ॥
ব'লে এলি ভূমণ্ডলে পূজব মায়ের শ্রীচরণ,
ভূমিষ্ঠ হ'য়ে এখন তাও কি মনে পড়ে না ॥

সিন্ধু-কাফি

এ পাতকী যদি ডুবে যায় মা অন্ধকার চির মরণ সিন্ধুনীরে
ওমা তোমার মহিমা কিছু বাড়িবে না তায়।
সুপ্ত হৃদয় করি নয়ন নিমীলন না করিল তব করুণা অনুশীলন
মোহ ঘিরিল মোরে রহি চির ঘুমঘোরে ব্যর্থ জীবন গেল ফুরাইয়ে হায়
দীন দয়াময়ী লক্ষ লক্ষ লহ কোলে ভীত হেরি নরক ভয়াবহ
ক্ষুদিত এ পথিকে হবে মা স্থান দিতে অশরণ শরণ বিতরণ ছায় ॥

একবার চল দেখি মন হরিসাধন পোষ্ট অফিসে,
আমি দিব অনুরাগের চিঠি সেই হরির উদ্দেশে।
চিঠি লিখিব পোষ্টকার্ডখামে, দিচ্ছি চিঠি নামে নামে,
জবাব পাইনে কোনক্রমে দুর্ভাগ্য দোষে ॥
পোষ্ট অফিস সেই ব্রজধাম, আমি যত্ন ক'রে লি[illegible]লাম,
চিঠি মারা যাচ্চে শুন্‌লাম, পোড়া পাপ পিয়নের দোষে ॥

মাতৃগর্ভে যখন আমি ছিলাম গো একা,
তখন হরি ভালবাসতেন আমায় দিতেন গো দেখা,
এখন সংসারেতে পাঠিয়ে একা, ভুলেও দেখা দেন না এসে ॥
শ্রীগুরু পোষ্টমাষ্টারে, বল্‌বো দু'টি চরণ ধ'রে,
ডিটেনের এন্‌কোয়ারি ক'রে দেখা যাক্‌ শেষে,
অনন্ত গোঁসাই বলে, এবার চিঠি মারা গেলে,
জানাইব জেনারেল রাধারাণী হেড অফিসে ॥

শোন রে উপায় তোরে বলি,
কেন ভব-শীতে কম্পানীতে থাক্‌তে হরি নামাবলি।
নামাবলি অঙ্গে দিয়ে অঙ্গ বাঁচা
কাজ কি শাল জামিয়ারে কাজ কি লম্বা কোঁচা,
মলে পরে পাবি দেড় পয়সার এক কাঁথা,
ছেড়া চেটা আর বিচালি ॥
যাদের আছে মায়া বাঁদিকের সিঁথে,
তারই যে ভুলে দুলাই লক্ষ্ণৌয়ের ছিটে,
পিরান-চায়না কোটে, সাধের বোতাম এটে,
সঙ্কটে ভুলেছ মন।
নয়ন মুদে যে বা দেখে হৃষীকেশে
সে খি লে রে লুই বালাপোষে,
ত্যজে নিজবাসে সদা ভালবাসে,
পিতাম্বর বনমালী ॥

হৃষীকেশ সদা জাগে যার মনে,
সেকি ভুলে রে পেণ্টলুনে চাপকানে,
চায় না পাপচক্ষে কাপড়ের দোকানে
নয়ন মুদে সদা থাকে, লাল রুমাল দেখে,
হ'তে চাস রে লাল কণ্ঠ কর লালে,
কইরে নন্দলাল, একবার এনে দেখা
যশোদা দুলাল, কালের মুখে দিয়ে কালী ॥

ভৈরবী—মিশ্র।

মা তোর রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ী অবাক হ'য়েছি।
হাসিব না কাঁদিব তাই ব'সে ভাবিতেছি।
বিচিত্র ভবের খেলা, ভাঙ্গ গড় দু'টা বেলা,
ঠিক যেন ছেলেখেলা বুঝ্‌তে পেরেছি।
এতকাল রইনু কাছে—বেড়াইনু পাছে পাছে,
শেষে না চিন্‌তে পেরে হার মেনেছি ॥

ভৈরবী।

ফিরে লও মা তোমার সুখের সংসার,
চাহি না ২ মাগো এ সব কিছু আর।
অভয় চরণতরী দাও মাগো দয়া করি,
হরি হরি হরি ব'লে হই ভবপার ॥

সাজায়ে ভবের মেলা মা তুমি করিছ খেলা,
অনন্ত তোমার লীলা বোঝে সাধ্য কার॥
ভক্তের বাঞ্ছিত ধন, মা তো তব শ্রীচরণ,
জীবনের অবলম্বন জানিয়াছি সার॥

রামপ্রসাদী।

নাচা হাসা খেলা ক'দিন ভবে।
খেলা ভেঙ্গে গেলে কোন্‌দিন যেতে হবে॥
ভার্য্যা পুত্র ভাই বন্ধুগণ সবাই
বল্‌ দেখি তোর কোথায় রবে।
তোর উঠ্‌বে ভবে বাস (মন রে)
দিয়ে বুকে বাঁশ শ্মশানের মাঝে ফেলে আসিবে
গুরু উপদেশ ত্যজে, এখন রক্তের তেজে,
মজলি পাপেতে শেষ না ভেবে।
বলি একি খেদের বিষয়, বিষয় ২ ক'রে
বেড়াচ্ছিস্‌ তুই কোন হিসাবে॥
এ সংসার ছাড়ি গেলে তাড়াতাড়ি
নাহি ছাড়াছাড়ি সুখের লোভে,
যদি পেতে চাস্‌ মন বৈকুণ্ঠে খালাস
হরি ব'লে ডাক্‌ ভবানী তবে॥

কেদারা।

কত খেলা জান তুমি, তোমার খেলা কে বুঝতে পারে।
যে বলে বুঝেছি আমি, পদে পদে সেই মা হারে॥
আমার বুদ্ধির মুখে দিয়ে ছাই, ঘুচাও যত আপদ্ বালাই।
মা বুদ্ধি ধ'রে যেই চলে যাই, পাঁচভূতে মা বেঁধে মারে॥
মার খেতে পারি না তারা, পায়ে রাখ শিবদারা,
হ'য়েছি মা দিশে হারা, মুক্তি দাও এ কারাগারে॥

ইমন্।

দীনতারিণী দুরিতহারিণী
সত্ত্বরজঃ তম ত্রিগুণধারিণী॥
ত্রিভুন-পালন নিধনকারিণী।
সব গুণ নির্গুণ সর্ব্বস্বরূপিণী॥
ত্বং হি কালী তারা পরমা প্রকৃতি
ত্বং হি মীন কূর্ম্ম বরাহরূপিণী।
ত্বং হি জল স্থল অনিল অনল
ত্বং হি বম্ বম্ মহেশশোভিনী॥

ঝিঁঝিট।

শিখায়েছ মা বলিতে তাই তোরে মা ব'লে ডাকি।
দয়াময়ী বলে ভবে, তাইতে দয়ার আশে থাকি॥
বলাও কালী তাই মা কালী, বলি যমে দিতে ঁকি,
তুমি হৃদয়মাঝে, চরণ দেখাও, তাইতে নয়ন মুদে দেখি॥

গুরুরূপে যেই মন্ত্র, দিয়েছ তাই জপে থাকি।
যেরূপ দেখাও, তাই দেখি মা, চরণ কেউ দেখেছ কি

খাম্বাজ।

ভেদ বিচারি কিছু নাহি জানি মনে।
যতনে হৃদয়ে রাখি পূর্ণানন্দ প্রেমধনে॥
সুনীল আকাশ গায় যার চিত্র শোভা পায়,
আনন্দে বিহঙ্গ যার মহিমা সঙ্গীত গায়,
উন্মত্ত তরঙ্গ তুলে কিন্তু যার রূপেতে ধায়,
তাহারে হৃদয়ে ভাবি নিত্য-শান্তি পাই প্রাণে॥
যাহার প্রেমে হ'য়ে বিভোর নিশিতে বিটপীদল,
শিশিরের জলে ত্যজে ভক্তিপ্রেম অশ্রুজল,
তিনি মাতা তিনি পিতা সর্ব্বজীবে সুমঙ্গল,
তাঁহারে হৃদয়ে ভাবি নিত্য-শান্তি পাই প্রাণে॥

আশোয়ারি।

আমায় সবই দিয়েছ সুখ-দুঃখ-ভোগ-শোক-তাপ-রোগ-যাতনা।
আশার নন্দন নিরাশাময় শুধু কল্পনার বিরাগ বাসনা॥
কতই দিয়েছ কতই পেয়েছি হেঁসেছি কেঁদেছি নানা,
অশান্তি প্রীতি-ভকতি দিয়েছ শুধু, প্রেমে করিতে বঞ্চনা।
যতই [illegible]ছ সব ল'য়ে যাও, ফিরে আর কভু চাহিব না।
হেম বলে আজ দাও প্রেম-সিন্ধু—প্রেম জিনি সাধনা॥

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগ্‌চি।

দেশ-মিশ্র।

যদি হবি মায়ের বেটা বেটী তবে খুব হবি শক্ত।
শক্ত নইলে মুক্তকেশী অন্য ভক্তে অনুরক্ত॥
ভক্তিময়ী মা যে আমার ভক্তিতে তার রঙ্গ,
তাই ভক্তে দিতে ভালবাসেন বিপদ তরঙ্গ।
যে ভক্ত শক্তি-বলে স্বহস্তে বিপদ দলে,
তারেই মা ভক্ত বলে করেন জয়যুক্ত
তাই বলি রে মাতৃভক্ত কবে কোথায় অনুতপ্ত॥

আশোয়ারী।

(তুমি) ভুবনমোহিনী তারা কেন ভীষণ রূপ ধরি মগন রণরঙ্গে।
তুমি নিখিল-বিশ্বমাতা সমর কি সাজে সুত সঙ্গে॥
সুজন দুর্জ্জন মা সকাশে ভিন্ন তবে রোষ কর কি প্রসঙ্গে।
জ্ঞানহীন সুত কামপ্রসন্নে চাহ গো মা করুণা প্রসঙ্গে॥

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগ্‌চি।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—যৎ।

রাধা বিনে দু'নয়নে হেরি অন্ধকার,
রাধা-প্রেমে বাঁধা থাকি রাধা মম মূলাধার।
শয়নে স্বপনে ধ্যানে জানিনে রাধা বিহনে
সঁপিয়াছি মন-প্রাণ শ্রীচরণে শ্রীরাধার॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

আজ কেন কালী কদম্বমূলে।
নর-শির-হার লুকালে কোথায়
বনফুলমালা কে দিল গলে।
সঙ্গের সঙ্গিনী ডাকিনী যোগিনী
তাদের কোথায় লুকালে মা।
বাম করে অসি, শ্যামা মুক্তকেশী,
মোহন-চূড়া বাঁশী রাধা বলে।

ভৈরবী—যৎ।

গোকুলে গোপনে তারা শ্যাম সেজেছ,
হরেরি সেবিত ধন কারে দিয়েছ।
ত্যজে নর-শির হার, প'রেছ মা বনফুলহার
ত্যজে অসি মুক্তকেশী, বাঁশী ধ'রেছ॥
ত্যজে বাস কৈলাস, সাধের বৃন্দাবনে বাস,
জয় রাধে শ্রীরাধে ব'লে বাঁশী ধ'রেছ॥

খাম্বাজ—ঠুংরী।

বারে বারে যে দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা
সে কেবল দয়া তব জেনেছি মা দুঃখ-হরা।
সন্তান-মঙ্গল তরে, জননী কামনা করে,
(ওমা) তাই বহি মা সুখ-শিরে দুঃখেরি পসরা॥

তুমি মা দিনতারিণী, শরণাগত-পালিনী
আমি ঘোর পাতকী ব'লে, তোমায় হ'য়েছি হারা ॥
আমি তোমার পোষা পাখী, যা শিখাও মা তাই শিখি,
(ওমা) শিখায়েছ তারা বুলি তাই ডাকি মা তারা তারা ॥

ভৈরবী—একতালা।

কেন যামিনী না যেতে, জাগালে না, বেলা হ'ল মরি লাজে।
সরমে জড়িত চরণ, কেমনে চলিব পথেরি মাঝে ॥
আলোক পরশে, মরমে মরিয়া,
হের গো শেফালি পড়িছে ঝরিয়া,
কোন মতে আছে পরাণ ধরিয়া—কামিনী শিথিল সাজে
নিভিয়া বাঁচিল নিশার প্রদীপ উষায় বাতাস লাগি,
রজনীর শশী গগনের কোলে লইল শরণ মাগি,
পাখী ডেকে বলে গেল বিভাবরী
বধূ চলে জলে লইয়া গাগরি
আমি এ আকুল কবরী আবরি, কেমনে যাইব কাজে ॥

সিন্ধু—খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

পাখী এই যে গাহিলি গাছে,
কেন চুপ দিলি ঝোপে ডুবে গেলি
যেমনি আসিনু কাছে।

এখনো ফোটেনি তারা, এখন সুধার ধারা,
ঝরেনিকো পাখী, ধরণীর গায়
আকাশে ভরা আছে।
ঢেলে কি সমীরে তান, সুধার কলসী অলসে ভরালি
ভুলে কি গেলিরে গান ;
নিশার আবেগে দিবসে মাতিয়া
আঁখিটী মুদিয়া গেছে ॥

ইমন-কল্যাণ—কাওয়া

এখনও তারে চোখে দেখিনি শুধু বাঁশী শুনেছি,
মন প্রাণ যা ছিল সব দিয়ে ফেলেছি।
শুনেছি তার মূরতি কাল, তারে না দেখাই ভাল,
সখি ! বল, আমি যমুনাতে জল আনিতে যাব কি ?
শুধু স্বপনে, এসেছিল সে, নয়ন-কোণে হেসেছিল সে—
সে অবধি সই আমি ভয়ে ভয়ে রই,
আঁখি মেলিতে ভেবে সারা হই ;
কানন-পথে যে খুসি সে চায়,
কদমতলে যে খুসি সে যায়,
সখি ! বল, আমি আঁখি তুলে তার পানে চাব কি ?

ঝিঁঝিট—একতালা।

ধরম করম সকলি গেল মা,
শ্যামা পূজা করা হলো না হলো না।

মন নিবারিতে নারি কোন মতে,

ছি ছি একি জ্বালা বল-না বল-না।

হেরে নরমালি কালী অসি করে,

বনমালী শ্যাম মুরলী অধরে

ত্রিভঙ্গিম ঠামে বঙ্কিম-নয়নে হেরে হই সখি দিক্‌বসনা॥

সাহানা—খেমটা।

ধূলা খেলা কর্‌ব না আর, হরিনামে মন ম'জেছে।

চায় না মন অপর খেলা, জানি তায় কি গুণ আছে॥

গড়্‌বো হরির দুটি চরণ, পরাব তায় ফুলের ভূষণ,

হৃদে রেখে কর্‌ব যতন, ঐ খেলাতে মন ভুলেছে।

মায়ের কাছে আর যাব না, ক্ষুধা পেলে আর চাব না,

হরিনাম সুধায় আমার, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সব হ'রেছে॥

ইমন-কল্যাণ—ঢিমে তেতালা

হরে মুরারে মধুকৈটভারে,

গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে

কলির পীড়নে ব্যথিত জীবগণ,

পরম ঔষধি এ ভব পারাবারে॥

যে ভাবে যেই ভাবে, সেই ভাবে তারে,

তার কৃপাময় এ ঘোর সংসারে,

প্রেম নবঘন হে শ্রীমাধব, উথলিত সদা আনন্দ সা[illegible]র,

উচ্চ পুচ্ছ-চূড়া শিরে শিখি-পাখা, পরাৎপর গুরু পর[illegible]সখা,

অন্তে পাই যেন গঙ্গানারায়ণ বল রামনাম বদন ভ'রে॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ধীরে তীরে কর পার।
আমরা গোপের নারী না জানি সাঁতার
তরী করে টল মল, পসরাতে উঠে জল,
মাঝখানে ডুবালে তরী কলঙ্ক তোমার॥

সিন্ধু—যৎ।

কার প্রেমে অনুরাগে, ভুলেছ এই অধীনীরে।
কি দোষ ক'রেছি হে, বারেক না চাও ফিরে॥
পুরুষের কঠিন মন নিত্য নূতনে যতন,
করিলাম হে প্রাণপণ, তবু যতন না করিলে॥
কলঙ্ক গুরু-গঞ্জনা, ঘরে পরে কি লাঞ্ছনা,
ডুমুরের ফুল হ'লে কি (প্রাণ)
রয়েছি হে প্রাণে ম'রে।

হাম্বীর—কাওয়ালী।

তারে ভোলা হ'লো একিদায়!
আমার প্রাণ যায়!
কি ক্ষণে হইল দেখা, বুঝি প্রাণ যায়।
বিমল জ্যোছনা মাখা, চন্দ্রমা তুলিতে আঁকা,
হেরিলে তার মুখশশী, প্রাণ জুড়ায়॥

খাম্বাজ—খেমটা।

চাই না চাই না চাই না রে ওজন করা ভালবাসা।
সিন্ধু সম ভালবাসা বিন্দুতে কি যায় পিপাসা॥
ভালবাসা পাকা সোণা, ভালবাসায় খাদ মেশে না।
ভালবাসা বেচা কেনা, ভরাডুবি করে আশা॥

ইমন-ভূপালী—কাওয়ালী।

(মা) নমস্তে নমস্তে শারদে।
তুমি সুখদা মোক্ষদা, তুমি আদি অন্ত,
তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান, তুমি হৃদি-পদ্ম'
কে বুঝিতে পারে গো মা কেবা পাবে অন্ত—
কারে ভাসাও দুঃখনীরে, কারে রাখো শ্রীপদে॥

বেহাগ।

বালিকা-বয়সে ছিলাম স্ববশে কোন জ্বালা সখি জানি না লো।
ছিলাম বালিকা না ছিল যৌবন, নিজ বশে ছিল আপনার মন,
নব অনুরাগে প্রাণনাথ যবে হাসি হাসি করে ধরিল।
ছিল মরুভূমি এ পাষাণ প্রাণ, ক্ষণেক তাহাতে মোহিল।
তদবধি সদা প্রেম আলাপনে, থাকিতাম সখি আমরা দু'জনে
(সদা) নয়নে নয়নে শয়নে স্বপনে তিলেক তাহারে ছাড়িনি লো—

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ রাও।

প্রভাতী।

হর হর বম্ বম্ বামে শোভে গৌরী।
বাবা পাগলা ভোলা ত্রিপুরারি॥
আনিয়ে জবা তুলে, মাকে সাজাব ফুলে,
বাবাকে তুষিব দুটো বিল্বদলে ;
বাবা ভক্তিতে ভোলে সেটা এতই কি ভারি।

খাম্বাজ-কাওয়ালী।

রাখ রাখ মিনতি মম আজিকে গো রাই।
তব প্রেমে বাঁধা সদা এ কাল কানাই॥
শয়নে স্বপনে জ্ঞানে, জানি না কো তোমা বিনে
তবে কেন এ অধীনে দিতেছ বিদায়॥

কাফি—সিন্ধু।

এমন দিন কি হবে মা তারা।
যবে তারা তারা তারা ব'লে তারা ব'য়ে প'ড়্‌বে ধারা॥
হৃদি-পদ্ম উঠ্‌বে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়্‌বে লুটে, তারা ব'লে হবো সারা॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
তখন শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা॥

আশোয়ারী—তেতালা।

মুই অধমের অধম !
তুমি না তারিলে তারা, কে তারিবে বল তারা,
তার না তার না তার তার তার তার তার॥
সমুচিত লাঞ্ছিত ভবেতে ক'রেছ আর,
মের না মের না মাগো কেন মার মার॥
শিবের দুহিতা রামচন্দ্র অধমজনে,
শুনিয়েও শোন না কেন শুন শুন শুন॥

কাংড়া।

যতন ক'রে হৃদে রাখ আদরিণী শ্যামা মাকে।
(মন) তুমি দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ না দেখে॥
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, তোমার আমার জুড়াই আঁখি,
রসনারে সঙ্গে রাখি সে যেন মা ব'লে ডাকে॥
কমলাকান্তের মন আমার একটি নিবেদন
দরিদ্রে পাইলে ধন সে কি অন্যস্থানে রাখে॥

বেহাগ।

জাল ফেলে যম র'য়েছে ব'সে।
আমার কি হবে মা তারা শেষে।
অগাধ সলিলে মীনের আশ্রয়,
জাল ফেলেছে ভুবনময়,
যখন যারে মনে করে তখনই তারে ধরে এসে॥

পালাবার পথ নাইক জালে,
পালাবি কি মন ঘিরেছে যে কালে,
প্রসাদ বলে ডাক মাকে শমন দমন করুক এসে॥

শ্রীমতী নরসুন্দরী দাসী

আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধ'রে।
আমি যেখানে যাই সে যায় পাছে,
আমায় ব'লতে হয় না জোর ক'রে॥
মুখখানি সে যত্নে মুছায়, আমার মুখের পানে চায়,
আমি হাস্‌লে হাসে, কাঁদ্‌লে কাঁদে কতই রাখে আদরে॥
আমি জানতে এলাম তাই, কে বলে রে আমার সে ধন নাই
সত্যি মিথ্যে দেখনা কাছে, কচ্ছে কথা সোহাগ ভরে॥

আজু কাঁহা মেরি হৃদয় কি রাজা,
কাঁহা কাঁহা ঢুঁড়তহি—হাম।
আপন শিরমে আপন হি কাটনু
কোন কাম্‌সে তেয়াগিনু ধাম॥
ধরম করম সরম ভরম
সবহি দিনু পানিয়ামে ডারি,
পিয়ার নাগর নটবর-শেখর
রহল কাঁহাসে—কনকিয়া-ঠাম॥
রোওত রোওত ধ্যেয়ায়ত সোহি রূপ,
কোহ জপতহি আজু হোসে নাম॥

শ্রীমতী নরসুন্দরী দাসী।

মিশ্র-ঝিঁঝিট—আড়খেম্‌টা।

হেসে নেও—এ দু'দিন বৈ ত নয়।
কার কি জানি কখন সন্ধ্যে হয়॥
ফোটে ফুল গন্ধ ছোটে তায়,
তুলে নেও—এখনই সে ঝ'রে যাবে হায়;
গা ঢেলে দাও মধুর মলয় বায়।
—এলে মলয় পবন ক'দিন বয়॥
আসে যায়, আসে ফের জোয়ার,
যৌবন আসে যায় সে কিন্তু ফেরে না'ক আর;
পিয়ে নেও যত মধু তার,
—আহা যৌবন বড় মধুময়।
আছে ত জীবন ভরা দুঃখ;
আসে তায় প্রেমের স্বপন—দু'দণ্ডেরই সুখ;
হারায়ো না হেলায় সে টুকু—
—ভালবাস ভুলে ভাবনা ভয়॥

সে মুখ কেন অহরহ মনে পড়ে, পড়ে মনে।
নিখিল ছাড়িয়ে কেন, কেন চাহি সেই জনে॥
এ নিখিল স্বর মাঝে, তারি স্বর কাণে বাজে,
ভাসে সেই মুখ সদা স্বপনে কি জাগরণে।
এ মোহের মদিরা ঘোর, ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে মোর
কেন রহে পিছে পড়ি, পাপ-বাঞ্ছা পরধনে॥

এস, প্রাণ এসো, হৃদয় আবরি তোমা রাখি হে।
এস নিধি এসো, আরো কাছে এস,
আঁখি পাশে, এসো নয়ন ভরি তোমা দেখি হে॥
এস প্রফুল্ল ফুল-দল সঙ্গ,
মলয় মারুত শত-অঙ্গ,
এস আবরি সকল অঙ্গ, জীবন সনে রাখি আঁখি হে॥

আমি নারী হ'য়ে বুঝ্‌লেম নাকো কেমন নারীর মন।
ফুলের মত কুল-বালা পাষাণ এমন॥
সংসার শ্মশানে ভাসান, পতির বুকে চাপান পাষাণ,
কলঙ্ক-নিশান তুলে, মদনে মগন॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্ ফিক্ ক'রে হাসি—
ধিক্ আঁখি ঠেরে প্রাণাধিকে,
ছি ছি ধিক্ ওলো সর্ব্বনাশী,
ধিক্ তোর কাল কেশরাশি,
ধিক্ মমতাতে মাখা মধু সম্বোধন ;
বলিহারি ওলো নারী তোর ভোলান বচন॥

সিন্ধু-খাম্বাজ—মধ্যমান।
কেন কেন যারে নাহি পায়
উচাটন মন তারে ধরিবারে চায়।
র[illegible] বিরাজে আকাশে কমলিনী জলে ভাসে
[illegible] আসে সে হেসে হেসে ভানু পানে ধায়—
চেয়ে চেয়ে নলিনী মলিনী শেষে হায়॥

শ্রীমতী নরসুন্দরী দাসী।

এস শুভদে বরদে শ্যামা!
শক্তি-পাবক রসনা লক্ লক্ তারকা দেব অভিরামা।
হেম গিরিবর শৃঙ্গে কঠোর তুষার তট ভঙ্গে,
ভাব বিভঙ্গিনী এস রণরঙ্গিণী জয়া বিজয়া সখী সঙ্গে,
এস অচিন্ত্য-রূপহরা বর অভয়া তারা (গো)
কৃপা হাস বিকাশ ত্রিযামা,
এস আকুল গলিত হিমধামা॥

টোরি-ঝিল্লা—একতালা।

চরম সময় হও মা উদয় দেখে মরি তারা শ্রীপদনলিনী।
ডাকি দুর্গা বলে, কেন আছ ভুলে,
দুর্গমে দে দেখা দানব-দলনী।
শ্রীপদ স্মরিয়ে সাগর বাহিয়ে, মশানে না মরি দেখ না আসিয়ে,
ওমা শবাসনা কর গো করুণা কাতর কিঙ্কর কেশরবাহিনী॥

কাঁচা বয়েস দেখে ওগো নজর দেয় ভূতে।
কে যেন পাছে আসে, ছম্ ছম্ করে গা—
পারিনে একলা শুতে॥
নব যৌবন যবে ফোটে, কোথা থেকে কত ভূত জোটে,
ফেরে পাবার আশে, আসে পাশে আগু পিছুতে॥
ব্রহ্মদৈত্য লুকিয়ে দেখে,
চ্যাংড়া ভূতে চিঠি লেখে,
আর গলায়-দ'ড়ে জ্বালায় বড় আসে গুঁতুতে॥

ভূতের ভেতর আছে বড় লোক,
এত বড় জিবখানা তার অতি ছোট চোক,
গঙ্গা ময়রা হার মেনে যায়, সে যে পায় না কিছুতে ॥
আহুরে আবদেরে ভূত,
প্যান্ পেনে ঘ্যান ঘেনে ভূত,
ঘুনিয়ে ঘুনিয়ে কাছে আসে চায় বিছানা ছুঁতে।
নাকে কথা কয় পড়ে বোধোদয় আমায় দেয় না ঘুমুতে।

শ্রীমতী মানদাসুন্দরী দাসী।

ভীমপল-শ্রী।

যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ দিবানিশি, আশাপথ নিরখিয়ে ॥
তুমি ত্রিভুবন নাথ, আমি ভিখারী অনাথ;
দয়া করি এ দাসেরে, করুণা বিতর হে ॥

থাম্বাজ।

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই—
চিরদিন কেন পাই না।
কেন মেঘ আসে, হৃদয় আকাশে,
তোমারে দেখিতে দেয় না ॥
ক্ষণিক আলোকে, আঁখির পলকে,
(ওগো) তোমারে পাই যবে দেখিতে
হারাই হারাই, সদা ভয় হয়
হারাইয়া ফেলি চকিতে ॥

সিন্ধু-কাফি।

অঞ্চল ছাড় চঞ্চল শ্যাম, ওহে গুণধাম।
(আমি দধি বেচিবারে যাই),
পথি মাঝে মরি লাজে, একি ত্রিভঙ্গ কানাই ;
শিরের পসরা টলে, পাছে পড়ে ভূমিতলে
কলঙ্ক দিবে সকলে, ঐ বড় ভয় পাই (আমি)॥

খাম্বাজ।

যাতনা দিতে আমারে বাকি কি রেখেছ তুমি।
(আমি) গরলে সরল ভেবে, হ'য়েছিলাম অনুগামী॥
বারে বারে জানিবে প্রাণ, ফিরায়ে দাও পরেরই প্রাণ
ফিরে নিয়ে আমারই প্রাণ, বিরলে বসিয়ে কাঁদি॥

পূরবী।

যে যাবার সে সে যাক্ সইরে
আমি ত যাব না জলে।
যাইতে যমুনার জলে, সে কালা কদম্বমূলে ;
আঁখিঠারি আমায় বলে,
ফুলমালা দিব গলে॥

শ্রীমতী মানদাসুন্দরী দাসী।

ভৈরবী।

রাধানামে অভিলাষী, রাধানামে সাধা বাঁশী
বাজে শুধু রাধা ব'লে।
আর কে বাজাবে বাঁশী কাল আমি গেলে চলে॥
বাঁশী তোরে যাব রাখি, শ্রীদামের মুখে থাকি,
রাধা রাধা ব'লে ডাকি, ভুলাবি সকলে॥

কানেড়া।

কলুষবিনাশিনী কালী (গো মা)।
শ্রীকৃষ্ণরূপে বৃন্দাবনে ব্রজঙ্গনার মন ভুলালি॥
কখন বা অসি ধরা, কখন মুরারি,
কখন মা মুণ্ডমালী, কখন বনমালী॥

হাম্বীর।

আর কবে দেখা দিবি মা হররমা।
ফুরায়েছে ভবের খেলা, দেখা দে মা এই বেলা,
দিন দিন তনুক্ষীণ ক্রমে আঁখি হ'ল জ্যোতিহীন,
এখন না এলে শিবে পরে কি চিনিব মা॥
অজপা ফুরায়ে গেলে আঁখি দু'টী মুদে যাবে,
তখন আসিলে শিবে বল মা কি ফল হবে,
এ আঁখি আর না হেরিবে, মনের দুখ মা মনে রবে,
এ মুখে আর মা বলিয়ে ডাকিতে নারিব মা॥

খাওয়ালি সাজালি তারা করিলি বহু যতন,
আছ মাত্র জানি তারা না জানি রূপ কেমন
সন্তানের চোখে ঠুলি, তুমি ত দিয়াছ কালী
কালবরণ হ'ল তনু তবু ত দেখিলি না মা॥

সিন্ধু-খাম্বাজ।

শ্যাম রাখি কি কুল রাখি সই,
আমার হ'ল একি দায়।
ঘরেতে গুরুগঞ্জনা বাঁশীরবে প্রাণ যায়॥
বাঁশী বাজে রাধে ব'লে আমি ভাসি নয়ন জলে,
ছলে বলে মন নিলে করি কি উপায়॥

কানাড়া—মিশ্র।

চরণ ছাড়িয়ে কেন দাও না।
আমি যে রূপসী ছার, আমা কাছে কেন আর,
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে কেন যাও না॥
কোটিচন্দ্র জিনি ও রূপের তুলনা হয় না,
সে চাঁদ চকোর হ'য়ে আছ ভূমে লুটায়ে
ছি! ছি! বঁধু তোমার লজ্জা কি হয় না॥

খাম্বাজ—মিশ্র।

লাজে মরে যাই
হোল একি রে বালাই।
এসেছে সন্ন্যাসী একজন, সে নাকি হবে নাত জামাই॥

তোমার আমার যদি হ'ত
কত লোকে কত কইত,
বড় ঘরের বড় কথা, একি শুন্‌তে পাই ॥

———

হাম্বীর।

(আমার) কেন মন চায়।
সে যদি না বাসে ভাল কেন মন চায় ॥
কি দোষ দিব তাহারে, সকলই কপালে করে
মনের দুখ বল্‌ব কারে ভেবে প্রাণ যায় ॥

ভজন

এস এস বলে রসিক নেয়ে
পার হবি যদি আয় না ধেয়ে,
(আজ যমুনা পারে কে যাবি গো)
(আয় গো—বলি ও গোয়ালিনী গো)
(আমার দাঁড়াবার ত সময় নাই)
আসিয়া নিকটে লাগাল না,
দেখিয়া কিশোরী বাড়াল পা,
('আয় গো পারে যাবে ব'লে) (আজ যমুনা পারে যাবে বলে)
যেই নৌকায় পা দিলে নাবিক তখন ক্রোধ ক'রে
কি বলছেন রে—

কীর্ত্তন।

আমার সুন্দর না, এতে কে আসি দেয় পা,
অম্‌নি হাসিয়া বলয়ে ষোল পোণ হে।
(এর কমে পার করি না) (একে, ষোল পোণ কড়ি)
কমে পার করি না, শুন ওহে গোয়ালিনী।
তোমার একে ত নিতম্ব উঁচ,
আবার তাহে গুরুতর কুচ,
তাই বলি এক নায়ে ভার তিন জনার হে,
(তিনগুণ লব) (তোমার কাছে ধনি তিনগুণ লব)
(তুমি ত্রিগুণময়ী ব'লে)
আমি ত ভুবন নেয়ে
তাহে তুমি রাধে যুবতী মেয়ে,
চেয়ে দেখ হাস্য পরিহাসে গেল দিন হে।

ভৈরোঁ—মিশ্র।

মা তোর এ কোন্ দেশী বিচার।
খুঁজে বেড়াই পথে পথে দেখা দাও না একটিবার॥
মদ খেয়ে মা বেড়াস্ ধেয়ে, কে জানে মা কেমন মেয়ে
কোলের ছেলে দেখ্‌লিনি মা চেয়ে—
ঐ মদে মাতবো মাগো মা ব'লে ডাকবো না আঁ

ভৈরবী।

ওগো দয়াময়ি কোন্ গুণে তোর দয়াময়ী নাম রটেছে।
ডেকে ডেকে কেঁদে কেঁদে মাগো নয়নের জলে বুক ভেসেছে॥
অন্তর-যামিনী অন্তরেতে রাখি,
নয়নের বারি মুছাতে না পারি,
তবে কেন শ্যামা, এ দুঃখ দিলি মা,
দুঃখহরা নাম কে রেখেছে?

খাম্বাজ।

(ওগো) পীরিতি ক'রেছি বিসর্জ্জন,
(ওগো) প্রেমসুখ কুঞ্জবনে নাহি প্রয়োজন॥
(তুমি ভাল থাক সুখে থাক,
সে সব কথা ভুলো নাক,
মনে মনে বুঝে দেখ, আমি ক'রেছি কত যতন॥

ভৈরবী।

প্রাণ আমার কাহারে জানাব মনোবেদনা,
এত সাধের ভালবাসা একেবারে ভুল না।
প্রথম মিলনাবধি, হেন কত অপরাধী,
নিতান্ত জেনেছি রে প্রাণ তুমি আমার হবে না॥

ভৈরোঁ—মিশ্র।

আমি আমি করি বুঝিতে না পারি
কে আমি আমাতে আছে কি রতন॥
কার সাধ্য বলে, বেড়াই চ'লে বুলে,
কার অভাবে হবে এ দেহ পতন॥
(এই) দেহ মাঝে আছে প্রাণের সঞ্চার,
তারে আমি বলি আমি যে আমার,
(এই) প্রাণ চ'লে গেলে কেবা হবে কার,
কেবা কার কোথায় রবে ধন জন॥

ভৈরবী।

(আমায়) থেকে থেকে কে যেন ডাকে॥
আবেশে চমকি যাই, আর নাহি দেখা পাই,
মনেরি ব্যথা মনে গাঁথা থাকে।
যতনে যে ছবি আঁকি, চুরি ক'রে চেয়ে থাকি,
সোহাগে কতই ডাকি, আঁখিতে মিশায়ে আঁখি,
দেখা দিয়ে দিতে ফাঁকি কে বল শেখালে তাকে॥

সিন্ধু।

এখনও কি ব্রহ্মময়ি হয়নি মা তোর মনের মত।
(ও গো) অকৃতী সন্তানে মাগো যন্ত্রণা দিবি কত॥
ভুলায়ে ভবে আনিলি,
বিষয়-বিষ খাওয়ালি,
বিষের জ্বালায় সদাই জ্বলি, মা ব'লে আর ডাকবো কত॥

ইমন-কল্যাণ।

চিরদিন কি এমনি যাবে কালী বল না।
কাল-নিবারিণী কালী কালের ভয় ত রবে না।
শুন রে অবোধ মন,
কালী নাম কর স্মরণ,
হবে জীবের জীববারণ শমন-ভয় তো রবে না॥

আসোয়ারী।

আমায় ভালবাস না বাস।
আমি তো কখন তোমার ছাড়িব না আশ॥
যথায় তথায় থাকি,
তোমা ছাড়া হইনে সুখী,
মারিলে মারিতে পার, রাখিলে তোমারই যশ

সোহিনী।

ঐ যে বাজিল বাঁশী যমুনা পুলিনে
যমুনা-পুলিনে লো সই কুসুম-কাননে॥
কি ক্ষণে যমুনায় এলাম,
কৃষ্ণরূপ কি হেরিলাম,
প্রাণ সব হারালাম কালার দরশনে॥

শ্রীমতী মানদাসুন্দরী দাসী

কেদারা।

কতবার আসিয়া কত ভালবাসিয়া,
গিয়াছি ফিরিয়া কত কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
কত নিশি জেগেছি, কতই বা কেঁদেছি,
তবু সাড়া পাই না সাধিয়া সাধিয়া॥
হে নাথ কোথায় তুমি দেখা দাও দেখা দাও,
আমি যে তোমারি—কোলে তুলে নাও তুলে নাও,
সহে না যাতনা আর, আসা যাওয়া বারবার,
নিয়ে আসে নিয়ে যায় বাঁধিয়া বাঁধিয়া॥

মূলতান।

আর কারো কাছে যাব না, আমি তোমার কাছে রব হে।
আর কারো সনে কব না কথা, তোমারি সনে কব হে॥
ঐ অভয়পদ হৃদয়ে ধরি ভুলিব সব দুঃখ হে।
তোমারি দেওয়া বেদনা-ভার হৃদয়ে তুলি লব হে॥

ভীমপলশ্রী।

(আমায়) ছ'জনায় মিলে পথ দেখায় ব'লে,
পদে পদে পথ ভুলি হে।
নানা কথার ছলে, নানা মুনি বলে,
সংশয়ে তাই ভুলি হে॥

তোমার কাছে যাব এই ছিল সাধ,
তোমার বাণী শুনে ঘুচাইব প্রমাদ,
কাণের কাছে কাছে সবাই করিছে বিবাদ,
শত লোক শত বুলি হে॥
(আমায়) একবার তোমার প্রেমে বেঁধে,
একবার তোমায় দেখাও অবিচ্ছেদে।
এই ছটার মাঝে প'ড়ে, মরি কেঁদে কেঁদে,
চরণেতে লও তুলি হে॥

সাহানা।

দুই হৃদয়-নদী একত্র মিলিল যদি,
বল দেব কার পানে আগ্রহে ছুটিয়া যায়,
সম্মুখে রয়েছ তার তুমি প্রেম-পারাবার
তোমারি অনন্ত হৃদে, দুটিতে মিলিতে চায়॥
ঐ এক আশা ধরি দুইজনে মিলিয়াছে,
ঐ এক লক্ষ্য ধরি দুইজনে চলিয়াছে,
পথে বাধা শত পাষাণ পর্ব্বত কত,
দুই বলে এক হ'য়ে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চায়॥
(বল দেব কার পানে আগ্রহে ছুটিয়া যায়)

বাগেশ্রী।

প্রাণপণে প্রাণ সঁপলাম যারে, সেই হন্তারক প্রাণে।
কাঁদিব আর কার কাছে, কে আর আমার আছে,
যারে পূজি হৃদি মাঝে, সেই বজ্র হৃদে হানে॥

শ্রীমতী মানদাসুন্দরী দাসী।

ইমন।

এ প্রেম ছলনা।
অবলা মজাতে কেন বল-না॥
আঁখি হেরে ভালবাসি,
সোহাগে পরিয়ে ফাঁসি, পাই যাতনা॥

ভৈরোঁ—মিশ্র।

মা ভবভয়-কলুষ-বিনাশিনী মা ভয়নাশিনী
জগদম্বে অম্বে করুণাময়ী তারিণী॥
বহুগুণবতী সতী পশুপতি-মোহিনী
চরাচর-সুর-নর-জন-প্রতিপালিনী,
দনুজদলনী দশপাণি দয়াময়ী
দশরথসুত-হিতকারিণী॥
কৈলাসবাসিনী কমলে কাত্যায়নী
করালবদনী শিবে শমন-দমন-কারিণী
ভগবতী ভবানী ভয়ঙ্করী শঙ্করী
ভুবনেশ্বরী মা মহেশ-মোহিনী
নগ-নন্দিনী উমে অভয়ে ক্ষেমঙ্করী
অকিঞ্চনের মোক্ষদায়িনী॥

ভৈরবী।

কে বলে তারিণী তোমায় কালবরণী (শ্যামা)।
নিরূপম-রূপা শ্যামা ভুবনমোহিনী॥

তা নইলে কি ত্রিলোচন, করেন পরম যতন
সতত সেবিছে মা তোর ঐ চরণ দু'খানি ॥

বেহাগ ।

ঐ যে বাজিল বাঁশরী বিপিনে ।
মজালে অবলাকুল সুমধুর তানে ॥
সতী ছাড়ে পতিব্রতা, শিশু ছাড়ে পিতামাতা
শুনিলে বংশীর ধ্বনি একবার শ্রবণে ॥

সাহানা—মিশ্র ।

তোমারি প্রেমের কথা (ওগো)
হৃদয়ে র'য়েছে গাঁথা ।
নিশিদিন জাগে মনে সেই সব কথা ॥
কত কথা পড়ে মনে, কত আশা ছিল মনে
সে আশা-জল শুকায়েছে
সে ভুলেছে কি র'য়েছে
এখন প্রাণ র'য়েছে সহিতে প্রাণে ব্যথা ॥

পূরবী ।

সাধে কি করুণাময়ি করি তোমার উপাসনা ।
কাল[illegible] না থাকিলে কেহ তোমায় সাধিত না ॥
শুন গো মা আদ্যাশক্তি, করিতে জীবের মুক্তি,
কার হেন আছে শক্তি, তুমি বিনা ত্রিনয়না ॥

শ্রীমতী মানদাসুন্দরী দাসী

ভৈরবী।

মনের সাধে শিবের হৃদে দাঁড়িয়েছ মা পদ দিয়ে।
ছল ক'রে জিব বাড়িয়ে আছ মা যেন কত ন্যাকা মেয়ে॥
বল্ দেখি মা ওমা তারা, তোর দেশের কি এমনি ধারা,
ওগো তোর মা কি তোর বাবার বুকে দাড়া'ত মা পদ দিয়ে।

খাম্বাজ।

তুমি অরূপ স্বরূপ স্বগুণ নির্গুণ,
দয়াল ভয়াল হরি হে।
আমি কিবা বুঝি, আমি কিবা জানি
আমি কেন ভেবে মরি হে॥
আমি কিরূপে এসেছি কেমনে বা যাব
তা ভাবিয়ে কেন জীবন কাটাব,
তুমি আনিয়াছ তোমারেই পাব
তাই শুধু মনে করি হে॥

তাই ব'লে ডাকি, প্রাণ যাহা চায়,
ডাকিতে ডাকিতে হৃদয় জুড়ায়,
যখন যেরূপে প্রাণ ভ'রে যায়,
তাই হেরি প্রাণ ভরি হে॥

বেহাগ।

জানি না কি ব'লে ডাকি মা তোরে।
কখন শঙ্কর বামে, কভু হরহৃদি' পরে॥
কখন বিশ্বরূপিণী কভু বামা উলঙ্গিনী,
কভু শ্যাম-সোহাগিনী কভু রাধার পায়ে ধরে।
যে মা বলে শুনিব মা, মা নামের নাই তুলনা,
তাই ডাকি ব'লে শ্যামা তোমার অভয় চরণ পাবার তরে॥

ভীমপলশ্রী।

যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে॥
তুমি ত্রিভুবন নাথ, আমি ভিখারী অনাথ,
দয়া করি এ দাসেরে করুণা বিতর হে॥

ভৈরবী।

এস রে নয়নে তোমায় লুকায়ে রাখি।
আর কারে না দেখাব, আমি ত নয়ন ভ'রে দেখি।
তুমি নয়ন-রঞ্জন, তুমি হৃদয়েরই ধন;
তুমি মম হৃদয়ের পোষা পাখী—
এস নয়নে লুকায়ে রাখি॥

ঝিঁঝিট—খাম্বাজ।

আমি তোমার জন্যে কাঁদি—
তোমার প্রাণ কি কাঁদে না রে।
কাঁদালে কাঁদিতে হবে,
প্রাণ তোমারে বেসে ভাল,
আমার কি দশা হ'ল।
(আমার) কাঁদিতে জনম গেল,
আমি আর কাঁদিতে পারি না॥

ঝিঁঝিট।

আর জলে যাওয়া হ'ল না (আমার)
কদম্বতলাতে কালা, ক'রেছে থানা॥
যে বেড়াত বনে বনে, সে কি নারীর মর্ম্ম জানে,
(আমার) শঠের সনে প্রেম ক'রে সুখ হ'ল না॥

ঝিঁঝিট।

আর বাঁশী বাজা'ও না শ্যাম।
একবার বাঁশী বেজে রাধার, গেছে কুল মান॥
যে ঘরেতে ঘর করি, হরি বল্‌তে প্রাণে মরি।
আমার শাশুড়ি ননদি বৈরী, পতি হ'ল বাম॥

ভীমপলশ্রী।

বাঁশরী বাজিল যমুনায়। (ওগো শ্যামের)
তোরা কে কে যাবি আয়।
বাঁশী বাজে বিপিনে, চিত ধৈরজ না মানে ;
(বাঁশী) রাধা রাধা রাধা ব'লে দুকুল মজায়॥

বেহাগ—মিশ্র।

অন্তরে জাগিছে অন্তর যামী
তবু সদা দূরে ভ্রমিতেছি আমি।
সংসার-সুখ ক'রেছি বারণ,
তবু তুমি মম জীবন-স্বামী (হে)॥
না হেরিয়া পথ ভ্রমিতেছি পথে
আপন গরবে অসীম জগতে,
তব স্নেহ-নেত্র জাগে ধ্রুবতারা
তব শুভ আশীষ আসিছে নামি॥

বসন্ত—মিশ্র।

শশধর তিলক ভালে   গঙ্গা জটা বিমলে
শিরকর ত্রিশূল রুদ্রাক্ষ রাজে।
বৃষবাহন   আসন মৃগছাল।
কালকুট কণ্ঠে হের তিমির রাজে॥
অঙ্গে ছাই   গলে রুদ্রাক্ষমালা
ভৈরব ত্রিনয়ন হর যোগী সাজে।

মুখে রামনাম শ্রবণে অতি কোমল

গাওয়ত তান-মান-সপ্তসুর রাগে ॥

ভূপালী।

সখি রে মরমে পরশে তারি গান।
অধীর আকুল করে প্রাণ ॥
জোছনা উজলি উঠে মলয়া মূরতি পড়ে
কুঞ্জে কুঞ্জে ফুল ফুটে, উঠে থরে থরে
বিশ্ববিমোহন গান।
আঁখি জলে হাসিমাখা আহা কি করুণা বেদনা
নিজে হেসে কেঁদে বলে তার কেঁদ না
হৃদয় দিয়েছি প্রতিদান ॥

পরজ।

সই রে তারি রূপ মনে পড়ে,
তারি রূপ মনে হ'লে মনে মনে আমি
ভাসি সদা নয়নের জলে।
সদা সর্ব্বক্ষণ দহে মোর মন,
সে কেন আমারে দুখ দিলে ॥

ভীমপলশ্রী।

দেহি শ্রীচরণ দুড়াক এ জীবন
আর এ যন্ত্রণা সহে না।

বারে বারে হরি সহিতে না পারি
জননী জঠর-যন্ত্রণা ॥
এই অধমের প্রতি ওহে যদুপতি,
কর হে কিঞ্চিত করুণা ॥

মিশ্র-ভৈরবী—একতালা।

সেথা আমি কি গাহিব গান।
যেথা গম্ভীর ওঙ্কারে, সাম ঝঙ্কারে,
কাঁপিত দূর বিমান ॥
যেথা সুর-সপ্তকে বাঁধিয়া বীণা,
বাণী-শুভ্র-কমলাসীনা,
রোধ তটিনী জল-প্রবাহ তুলিত মোহন তান ॥
আলোড়ি চন্দ্রালোক শারদ, কবি হরিগুণ গান নারদ।
মন্ত্রমুগ্ধ করিত ভুবন, টলাইতে ভগবান্ ॥
যোগীশ্বর পুণ্য পরশে, মল্লারাগ উদিল হরষে
মুগ্ধ কমলাকান্ত চরণে, জাহ্নবী জনম পান
আর কি ভারতে আছে সে যন্ত্র,
আর কি আছে সে মোহন মন্ত্র,
আর কি আছে সে মধুর কণ্ঠ,
আর কি আছে সে প্রাণ।

শ্রীমতী মানদাসুন্দরী দাসী।
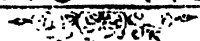
কানাড়া—মিশ্র।

কালরূপে গেল সকল।
হেরিয়ে মনপ্রাণ বঙ্কিম নয়নে,
বাঁশীর গানে মন প্রাণ আকুল॥
চরণে চরণ দিয়ে এলায়ে পড়েছে বামে;
প্রতি অঙ্গ মোহিত ক'রেছে কামে,
ইচ্ছা হয় ও ললিত ত্রিভঙ্গঠামে
বাঁধা থাকি চিরকাল॥

মালকোষ।

প্রেম ভালবাসি ব'লে তাইতে লোকে কত বলে।
এখনি এমন হ'ল আরো কি আছে কপালে॥
নবীন প্রেমে ব্রতী হ'য়েছি সখি সম্প্রতি,
প্রেম করার এই রীতি গঞ্জনা প্রথম কালে॥

ঝিঁঝিট।

(সখি) তারে ভুলিব কেমনে মন সঁপিয়াছি যারে আপন জ্ঞানে।
আর কি সেরূপ ভুলি প্রেমতুলি করে তুলি,
হৃদয়ে এঁকেছি যারে অতি যতনে॥
সবে বলে আমারে সে ভুলেছে ভুল তারে,
(ওগো) ভুলে তারে কেমন ক'রে একা রহি ভবনে॥

ভৈরবী।

(আমায়) বল সখি মনোবেদনা কব কারে।
আমার অন্তরের যত দুখ রহিল অন্তরে॥
যে ভালবেসেছ হায় কথাতে কি কহা যায়,
দেখাবার হ'লে দেখাই হৃদয় বিদ'রে॥

—

রামকেলি।

(সদা) কালী কালী কালী বল মন।
কালী বিনা কে করিবে কালভয় নিবারণ॥
মন রে মনের কালী কালীনামে ঘুচাও কালী,
আসতে কালী যেতে কালী কালান্তে কালের সদন।

—

পিলু—মিশ্র।

কালী করুণাময়ী শিবানী অভয়া।
শব হ'য়ে পড়ে শিব পদে, তবু কি হ'ল না দয়া॥
কালী ভেবে হ'লাম কালী,
চোখে কালী মুখে কালী,
ও কালী যোগেশ-জায়া॥

—

শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ গুপ্ত।

কানেড়া।

* আমার পরাণ যাহা যায়, তুমি তাই তুমি তাই গো।
তোমা ছাড়া আর এ জগতে মোর কেহ নাই কিছু নাই গো

তুমি সুখ যদি নাহি পাও, যাও সুখের সন্ধানে যাও,
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে, আর কিছু নাহি চাই গো ॥
আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন, তোমাতে করিব বাস,
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ মাস,
যদি আর কারে ভালবাস, যদি ফিরে আর নাহি এস,
তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও, আমি যত দুঃখ পাই গো ॥

——

ইমন্-পূরবী—একতালা।

রূপসী পল্লীবাসিনী
শূন্য ঘাটে কেন একাকিনী সুহাসিনী ॥
হেরিছ রঙ্গে, কত বিভঙ্গে,
পায়ে পড়ে তরঙ্গিণী!
উড়ে অঞ্চল এলো কেশরাশি, চঞ্চল জল উঠে কল হাসি,
উলসি বিলসি নাচিছে কলসী,
তব সোহাগে সোহাগিনী।
শ্রান্ত ধেনু গেল ঘরে ফিরে, বেলা গেল ডেকে চলে পাখী নীড়ে
তীরে নীরে ধীরে ধীরে
বিছালো শয়ন নিশাথিনী;
বাজিছে শঙ্খ ওই ক্ষণে, জ্বলে দীপমালা গগনে সঘনে,
আঁধার আলয়ে যাও দীপ লয়ে
নূপুরে বাজায়ে রিণি-ঝিনি ॥

মূলতান—আড়াঠেকা।

এ হেন পাষাণ যদি, কেন ভাল বেসেছিলে।
আশা দিয়ে ভুলাইলে কেন বা ভুলে রইলে॥
তোমার বিরহ সহি, আমি দিবস-রজনী দহি
যাতনা দিতে কি প্রেমাগুন জ্বালাইলে॥
প্রেমের স্বপন সেই মনে পড়ে বারবার,
আবেশে আবেগময় সতৃষ্ণ আঁখির ভার,
প্রেমের আবেগ-গীতি আদর নূতন নিতি
কেমনে ভুলিলে সখা সকলি যে ফুরাইলে॥

দেশ—একতালা।

আমার সত্য মিথ্যা সকলি ভুলায়ে দাও—
আমায় আনন্দে ভাসাও।
না চাহি তর্ক না চাহি যুক্তি,
না জানি বন্ধ না জানি মুক্তি,
তোমার বিশ্বব্যাপিনী ইচ্ছা আমার অন্তরে জাগাও
সকল বিশ্ব ডুবিয়া যাক্ শান্তি-পাথারে,
সব সুখ দুঃখ থামিয়া যাক্ হৃদয়-মাঝারে,
সকল চেষ্টা, সকল শব্দ, সকল বাক্য হউক স্তব্ধ
তোমার বিশ্ববিজয়িনী বাণী আমার অন্তরে জাগাও॥

থাম্বাজ—একতালা।

কাঙ্গাল বলিয়া করিও না হেলা,
আমি পথের ভিখারী নহি গো।
শুধু তোমারি দুয়ারে অন্ধের মত অঞ্চল পাতি রহি গো।
শুধু তব ধন করি আশ,
আমি পরিয়াছি দীন-বাস,
শুধু তোমারি লাগিয়া করিয়া আশ
মরমের কথা কহি গো।
মম সঞ্চিত পাপ-পুণ্য, আমি সকলি ক'রেছি শূন্য,
তুমি পূর্ণ করিয়া ভরি দিবে, তাই রিক্ত হৃদয় বহি গো॥

মূলতান—আড়াঠেকা।

আর তো যাব না লো সই, যমুনার জলে।
ভরিয়ে এনেছি কুম্ভ নয়ন-সলিলে॥
হেরিলাম যে রূপ তার, আমার গৃহে থাকা হল ভার,
নাম নাহি জানি তার সে থাকে গোকুলে॥

মল্লার—কাওয়ালী।

বন্দে মাতরম্।

সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং শস্য-শ্যামলাং মাতরম্॥
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীম্,
ফুল্ল-কুসুমিত দ্রুমদল-শোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং, সুখদাং বরদাং মাতরম্॥

সপ্তকোটিকণ্ঠ কলকল-নিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকবরালে,
কে বলে মা তুমি অবলে!
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্॥
তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম, তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী,
কমলা কমলদল-বিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং সুজলাং সুফলাং মাতরম্।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্ ধরণীং ভরণীং মাতরম্॥

ভৈরবী—একতালা।

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে,
সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালবেসে।
জানিনে তোর ধন রতন, আছে কি না রাণীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে॥
কোন্ বনেতে জানিনে ফুল, গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে উঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে॥
আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
সেই আলোতে নয়ন রেখে আমি মুদিব নয়ন শেষে॥

শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ গুপ্ত।

বেহাগ—ঢিমে তেতালা।

এখনো প্রাণে ছবি কেন তারি।
থেকে থেকে জেগে ওঠে বুঝিতে নারি॥
সে শরতের মেঘ যেমন, হৃদয়েরি ভাব তেমন,
এখনো তাহারে আমি ভুলিতে নারি॥

——

ইমন কল্যাণ।

তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা,
তুমি আমার নিভৃত সাধনা,
মম-বিজন-গগন-বিহারী।
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে ক'রেছি রচনা।
তুমি আমারি, তুমি আমারি,
মম-বিজন-জীবন-বিহারী॥
মম হৃদয় রক্ত রাগে
তব চরণ দিয়েছি রাঙ্গিয়া
মম সন্ধ্যা-গগন-বিহারী।
তব অধর এঁকেছি সুধা বিষে মিশে,
মম সুখ দুখ ভাঙ্গিয়া—
তুমি আমারি তুমি আমারি
মম বিজন-জীবন-বিহারী।
মম মোহের স্বপন লেখা
তব নয়নে দিয়েছি পরায়ে
মম মুগ্ধ-নয়ন-বিহারী॥

শ্রীমতী ননীবালা দাসী।

বেহাগ-খাম্বাজ।

দিও না দিও না দিও না ব্যথা।
যেও না যেও না রাখ-না কথা॥
হৃদয়ে হৃদয়ে মিশায়ে থাকি,
জাগিয়ে জাগায়ে স্বপন দেখি,
নড়ে না চড়ে না নয়ন-পাতা॥
এখনও মধুর মৃদুর হাসি,
বোল না বোল না বোল না আসি,
কাঁদিয়ে কাঁদায়ে যাবে গো কোথা॥

মিশ্র—খাম্বাজ।

কে তুমি আড়াল থেকে মুখের পানে চেয়ে থাক।
কেন তুমি অমন ক'রে ভাল মন্দের খবর রাখ॥
ডাকিলে আস না কাছে বেড়াও তুমি পাছে পাছে
কেন তুমি এমন ক'রে দিবানিশি হাসি দেখ॥

হাম্বীর—কাওয়ালী

তারে ভোলা হ'ল এ কি দায়।
আমার প্রাণ যায়।
কিক্ষণে হইল দেখা, বুঝি প্রাণ যায়।
বিমল জোছনা মাখা, চন্দ্রিমা তুলিতে আঁকা,
হেরিলে তার মুখশশী প্রাণ জুড়ায়॥

বুঝিতে পারি না তারা এ কেমন মায়ের ধারা।
যারা ডেকে ডেকে হয় মা সারা তারা তোমার পায় না সাড়া॥
পথের মাঝে ফেলে দিয়ে, চলে গেল পাষাণী হ'য়ে,
এ কেমন মেয়ের মেয়ে, ভাসালি মা তারা॥

মন গরিবের কি দোষ আছে।
তারে কেন নিন্দা কর মিছে॥
বাজীকরের মেয়ে শ্যামা, যেমনি নাচায় তেমনি নাচে।
শুনেছি সে দয়াময়ী লোকে বলে বেদে আছে,
আপনার ভাবে আপনি চলে, পরের বেদন কি তার কাছে॥
(আপনি যেমন মেয়ে তেমনি তো মা)

হাম্বীর।

ব'লব তারে যদি দেখা পাই।
এ কেমন তার ভালবাসা ক'দিন হ'ল দেখা নাই
সরল প্রাণে দিয়ে ব্যথা ভুলেছে স্নেহ-মমতা,
এই কি রে তার ভালবাসা, মরমেতে মরি সখি,
ইচ্ছা হয় গরল খাই॥

জঙ্গলা

চুড়ী নিবি গো?
এই নতুন সাধের কাচের চুড়ি যায় জোড়া করা।
আবার যেমনি পাবি তেমনি নিবি প'রে যা তোরা॥

লাল, নীল, কালা, সবুজ আছে রং বিরং,
দেখলে চোখে হারা হবি করবি না লো ঢং,
এ চুড়ী হাতে দিলে, যুবতীর যৌবন খোলে,
তোদের দেখে নাগর ভুলে আপনি না দিবে ধরা॥

শ্রীযুক্ত বলাইদাস শীল।

বাহার।

এক মনে তোর একতারাতে
একটি যে তার সেইটি বাজা।
ফুল-বনে তোর একটি কুসুম,
তাই নিয়ে তোর ডালি সাজা॥
যেখানে তোর সীমা রে ভাই,
আনন্দে তুই নিস্ শেষে।
যে কড়ি তোর প্রভুর সেবা
সেই কড়ি তুই নিস্‌রে হেসে॥
লোকের কথা নিস্‌নে কানে
ফিরিস্‌নে আর হাজা প্রাণে,
যেন রে তোর হৃদয় জেনে
হৃদয়ে তোর আছেন রাজা॥

শ্রীযুক্ত বলাইদাস শীল।

আলাইয়া।

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাক পথহারা।
যথা আমি যাই নাক, তুমি প্রকাশিত থাক
আকুল নয়ন-জলে ঢাল গো কিরণ-ধারা।
তব মুখ সদা মনে, জাগিতেছে সঙ্গোপনে,
তিলেক অন্তর হ'লে না হেরি কুল-কিনারা
কখন বিপথে যদি, ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি সরমেতে হই সারা॥

ভজন—ঝাঁপতাল।

অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি প্রণমি চরণে তব,
প্রেম-ভক্তি-ভরে শরণ লাগি।
দুর্ম্মতি দূর করি শুভ-মতি দাও হে,
এই বরদান ভগবান্ মাগি॥
ঘোর নিষ্ঠুর রিপু অন্তরে বাহিরে,
ভীত অতি আমি এ অন্ধকারে।
দীন বৎসল তুমি তার নিজ সেবকে,
তব অভয় মূরতি ভয় নিবারে॥
বিষয় মহার্ণবে গমন হ'য়ে ডাকি হে,
দীনহীনে প্রভু রাখ রাখ।
তব কৃপা যে লভে, কি ভয় তব সঙ্কটে,
কাটি যাবে বিপদ লাখো লাখো।

ঝিঁঝিট—ঠুংরি।

কর তাঁর নাম-গান যত দিন দেহে রহে প্রাণ হে।
যাঁর মহিমা জলন্ত জ্যোতি, (আহা) জগত করে হে আলো,
স্রোতে বহে প্রেম-পীযূষ-বারি সকল জীব সুখকরি হে॥
করুণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত, বাক্যে বলিতে কি পারি,
যার প্রসাদে এক মুহূর্ত্তে সকল শোকে অপসারি হে॥
উচ্চে নীচে দেশ দেশান্তে (আহা) জলগর্ভে কি আকাশে,
অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে॥
চেতন নিকেতন পরশ রতন সেই নয়ন অনিমেষ (আহা)
নিরঞ্জন সেই যার দরশনে নাহি রহে দুঃখ-লেশ হে॥

ইমন—কল্যাণ।

তোমারি রাগিণী জীবন-কুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো।
তোমারি আসন হৃদয়-পদ্মে, রাজে যেন সদা রাজে গো॥
তব নন্দন গন্ধনন্দিত গিরি সুন্দর ভবনে,
তব পদ-রেণু মাখি ল'য়ে তনু, রাজে যেন সদা রাজে গো॥
সব বিদ্বেষ দূরে যায় যেন তব মঙ্গল মন্ত্রে
বিকাশে মাধুরী হৃদয়ে বাহিরে সঙ্গীত ছন্দে,
তব নির্ম্মল নীরব হাস্য হেরি অম্বর ব্যাপিয়া,
তব [illegible]রবে সকল গর্ব্ব রাজে যেন সদা রাজে গো॥

ঝিঁঝিট।

অচল ঘন গহন গুণ গাও তাঁহারি,
গাও আনন্দে সবে রবি চন্দ্র-তারা,
সকল তরুরাজি সাজি ফুলফলে গাও রে,
বিহগকুল, গাও মধুতর তানে।
গাও জীব জন্তু আজি যে আছ যেখানে
জগৎ পুরবাসি, সবে গাও অনুরাগে ;
মম হৃদয় গাও আজি মিলিয়ে সব সাথে
ডাক নাথ, ডাক নাথ বলি প্রাণ আমারি ॥

ছায়ানট—ঝাঁপতাল।

বিপদ-ভয় বারণ, যে করে ওরে মন,
তারে কেন ডাক না।
মিছে ভ্রমে ভুলে সদা র'য়েছ ভব ঘোরে মজি
একি বিধির বিড়ম্বনা।
এ ধন জন রবে হেন, তারে যেন ভুল না,
ছাড়ি অসার, ভজহ সার, যাবে ভব যাতনা ॥
এখনও হিত-বচন শোন, যতনে করি ধারণা ;
বদন ভরি নাম হরি, সতত কর ঘোষণা ;
যদি এ ভবে পার হবে, ছাড় বিষয় কামনা
সঁপিয়ে তনু হৃদয় মন তারে কর সাধনা ॥

কমিক।

প্রাণ রাখিতে সদাই যে প্রাণান্ত।
জন্মিতে কে চাইত যদি আগে সেটা জান্‌ত॥
ভোরে উঠেই ঘুমটা নষ্ট, তার পরেতে যে সব কষ্ট,
বর্ণিতে লজ্জিত আমি সে সব বৃত্তান্ত॥
নানা বিপদ্ নিত্য নিত্য, ক্ষুধায় জ্ব'লে যায় পিত্ত,
খেতে বস্‌লে চর্ব্বণ করতে করতে পরিশ্রান্ত।
যদি বা খাই যথাসাধ্য, খেলেই যায় ফুরায়ে খাদ্য,
পান্ত আন্‌তে লবণ ফুরায়, লবণ আন্‌তে পান্ত॥
দিনে গা গড়াবা মাত্র, ওঠে মাছি সর্ব্ব গাত্র,
রাত্রে মশার ব্যবহার অভদ্র নিতান্ত॥
তদুপরি ভার্য্যার অদ্দ, রজনীতে গহনার ফর্দ্দ,
নাসিকা ডাকা পর্য্যন্ত নাহি হয় ক্ষান্ত॥
কিনিলেই কোন দ্রব্য, দাম চাহে যত অসভ্য,
রাস্তা জুড়ে ব'সে থাকে পাওনাদার দুর্দ্দান্ত।
বিয়ে কর্‌লেই পুত্র-কন্যা, আসে যেন প্রবল বন্যা,
পড়াতে আর বিয়ে দিতে হই সর্ব্বস্বান্ত॥

Comic.

ভৈরবী।

তারেই বলে প্রেম।
যখন থাকে না future এর চিন্তা থাকে নাকো shame.
যখন বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ,

যখন past all surgery আর যখন past all hope,
এই তারেই ভিন্ন জীবন ঠেকে যখন ভারি tame.
তারেই বলে প্রেম।
দুপুর রাত্রি কিংবা দিন
ঝড় কি বৃষ্টি রদ্দুর হ'ক when it doesn't care a pin,
হ'ক সে কাফ্‌রী কিংবা ম্যাম্‌,
মুচি, মুদী, মুদ্দফরাস when it doesn't care a 'damp'
Blind কি bald, কি deaf কি dumb,
কি haunch-back কিংবা lame,
তারেই বলে প্রেম।
রাস্তায় সর্প কিংবা ব্যাং
পাহাড় বন কি বাঘ কি ভল্লুক when it doesn't care a hang;
কাজটি অন্যায় হ'ক কিংবা ঠিক
ঠাট্টা হ'ক কি নিন্দা হ'ক
when it doesn't care a kick ; মরি কিংবা বাঁচি
when it is very much the same.
তারেই বলে প্রেম॥

ঝিঁঝিট—খাম্বাজ।

বুড়োবুড়ী দু'জনাতে মনের মিলে সুখে থাক্‌ত॥
বুড়ী ছিল পরম বৈষ্ণব, বুড়ো ছিল ভারি শাক্ত॥
হ'ত যখন ঝগড়াঝাটি, হ'ত প্রায়ই লাঠালাঠি,
ব্যাপার দেখে ছুটোছুটি, পাড়ার লোকে পুলিশ ডাক্‌ত॥

একদিন বুড়ো 'দুত্তোর' ব'লে,
হঠাৎ কোথায় গেল চলে,
বুড়ী তখন বুড়োর জন্যে কর্‌লে আঁখি লবণাক্ত॥
শেষে বছরখানেক পরে,
বুড়ো ফিরে এলো ঘরে,
বুড়ী তখন রেঁধে বেড়ে তারে ভারি খুসী রাখ্‌ত॥
ঝগড়াঝাটি গেল থেমে,
মনের মিলে গভীর প্রেমে,
বুড়ী দিত দাঁতে মিশি, বুড়ো গায়ে সাবান মাখ্‌ত।

কমিক।

তোমায় ভালবাসি ব'লে তুমি বুঝি মনে ভাব।
যে তোমার চন্দ্রমুখখানি না দেখিলে মরে যাব॥
ঘুঘু চড়্‌বে আমার বাড়ী, উনুনে উঠ্‌বে না হাঁড়ি,
বৈদ্যোতে পাবে না নাড়ী,
এমনি অন্তিম দশায় খাবি খাব॥
এখনি ইস্তফা—তবে যা হবার তা হয়ে গেল,
তুমি যদি আমায় ভাল না বাস ত আমার তবে ব'য়ে গেল।
ডাক্‌লে তোমায় পাইনে সাড়া,
নেই কি কেউ বুঝি তোমা ছাড়া,
এই দে .শ জোড়াতে দিলে চাড়া তোমার মত অনেক পাব

কমিক।

তোমারি বিরহে সই রে দিবা-নিশি কতই যে সই।
এখন ক্ষুধা পেলে খাই শুধু আর ঘুম পেলে ঘুমুই।
কি বল্‌বো আর পরিত্যাগ এখন একেবারে চিড়ে দই—
রোচে না'ক মুখে কিছু আর একটু পাঁঠার ঝোল আর লুচি বৈ॥
এখন সকাল বেলা উঠে ভাই, হতাশভাবে সন্দেশ খাই,
কভু দু'খান সরপুরিয়া—আর দুঃখের কথা কারে কই,
দুঃখের বারিধি আমার কোন মতেই পাইনে থৈ॥
আবার বিরহে বুঝি (আমার) ক্ষুধা জেগে উঠে ঐ ?
(এখন) বিকেলটাও যদি হায়, সরবৎ খেয়ে কেটে যায়,
সন্ধ্যায় একটু হুইস্কি ভিন্ন প্রাণটা আর বাঁচে কৈ।
কে যেন সদাই এ প্রাণের পাকা ধানে দিচ্চে মৈ—
(তাই) রাতে দু'চার ইয়ার ডেকে (এ দারুণ) বিরহের বোঝা বই॥
এখন ভাবি ও বিধু-বয়ানে, ঘুম আসে না নয়নে,
কেবল রাত্রি ও মধ্যাহ্নে ভিন্ন চব্বিশ ঘণ্টাই জেগে রই।
বিরহেতে দিন দিন ওজনেতে বেশী হই ;—
এত দিনে বুঝলেম প্রিয়ে আমি তোমা বই আর কারো নই॥

কমিক।

বাজিছে তেনা তেনা তেনা তেলাক্ লাতুর ধিনি কেষ্ট—
যদি বলিস্ বৈষ্ণবী তুই কিছু না জানিস্,
না হয় চৈতন্য ছিঁড়ে ফেলে দাঁতে মিসি দিস্,

কিছু দিন খ্যাকরা তুলে, খ্যাকরা কোরে ছোকরার দলে হইগে মেলা
ফেলে দিই তিলক্ মালা, কপ্‌নি ঝোলা ধিনি কেষ্ট॥
কুঁকুড়োগুলো দেখ্‌তে ভাল, মাথায় রাঙা ফুল,
ওলো আন্‌বো তায় চুরি ক'রে, যায় যাবে জাত-কুল।
হায় বৈষ্ণবী রেঁধো না, খাঁচায় রেখে বোলো বিলিতি টিয়া পাখী,
প'ড়বে দাদা নানি চাচা ফুফু ধিনি কেষ্ট।
আর একটি কথা তোরে শোন বৈষ্ণবী বলি।
তোরে অতি ভালবাসি যেন চোখের বালি,
বৈষ্ণবী তুমি তুলো, আমি বাতাস, তুমি বাঁশ মুই ঘুণ
বৈষ্ণবী তুমি কাটা ঘা, আমি তাতে নুন—ধিনি কেষ্ট॥
ঢোঁড়া সাপ ব্যাঙ ধ'রেছে তাড়াতে গেলাম তারে,
সাপকে মার্‌তে ঢ্যালা, বাছা গেল ম'রে
(হায়) কি বলি, বিচার কলির গৌরাঙ্গের বিচার ভাল,
ঢোঁড়া সাপ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল, ধিনি কেষ্ট॥

কমিক।

আহা বিঘোরে বেহারে চড়িনু এক্কা
লাগে ধুপ-ধাপ, বিষম ধাক্কা।
রোদে চাঁদি ফাটে, ধূলা ঢোকে পেটে,
সাজ গোজ তার এমনি পাক্কা।
তাহে আঁকা বাঁকা গলি বেগে যদি চলি,
কায়া মায়া অমনি ছাড়য়ে ঝাক্কা॥

নরদামায় পড়ি, ভাবি গড়াগড়ি
আঁখি মুদি হেরি মেদিনা-মক্কা।
তাহে দুল্‌কী গমনে, ঝন্‌ঝনে ঝনে
বাজে করতাল ঘুঙুর টেকা।
কান ঝালা-পালা, প্রাণ পালা পালা
চোৎ মাসে যেমন গাজনে ঢক্কা।
তাহে বাঁকা দুটি বাঁশ, শোভে দুই পাশ,
মাঝখানে তার সকলি ফাক্কা
লতা-পাতা দিয়ে, আসন গড়িয়ে
ছেঁড়ে যদি তবে অমনি অক্কা!
তাতে লাল কাল সাদা, আসমানি জরদা,
যোত জোড়া এমনি ছাঁকা।
(আহা) তাহে অশ্বিনী-নন্দন, বাঁধা তাতে রন,
প্রাণ করে তার পাঞ্জা ছক্কা॥

শ্রীমতী চারুবালা দাসী।

কানেড়া—মিশ্র।

এমন যামিনী মধুর চাঁদিনী, সে যদি গো শুধু আসিত।
পরাণে এমন আকুল পিয়াসা, সে যদি গো ভালবাসিত॥
মিথ্যা বিধি তুমি মিথ্যা তব সৃষ্টি, কেন এ সৌন্দর্য্যে নাহি তব দৃষ্টি,
হলাহলে ভরা প্রেম-সুধা-বিষ্টি, তবে কেন প্রাণ তৃষিত।
এ সুখ-বসন্তে এত শোভারাশি, এ নব যৌবনে এত রূপরাশি,
সকলি উঠিত পুলকে বিকাশি, সে যদি গো শুধু চাহিত॥

মিশ্র—ভৈরবী।

এসে বঁধুয়ার পাশে, গলা ধ'রে হেসে হেসে,
আধ আধ প্রেমভাষে, ব'লে গেল সে।
তখন সে কথা শুনে, বিশ্বাস হইল মনে,
প্রেমে বাঁধি নিরবধি থাকিব দু'জনে।
কত দিন এল' গেল, কত রাতি পোহাইল,
বঁধুয়ারি কথা হ'ল কৈ এল' সে॥
যাবত জীবন রবে, জীবন তোমার হবে,
আর যে কতই কথা ব'লে গেল সে॥

সিন্ধু—খাম্বাজ।

মিলনে যে কত সুখ সে জানিবে কেমনে।
যে জন না জ্বলিয়াছে বিচ্ছেদেরি দহনে॥
সুশীতল বারি বল কে চাহিত যতনে
সুবিমল আশা ফল কে চাহিত স্বপনে॥
অমানিশা না থাকিলে শশধর শোভনে
পূর্ণিমার রাত্র বল কে চাহিত যতনে॥

বেহাগ।

বড় ভালবাসা লেগেছে প্রাণে কেমনে তাহারে ভুলিব হায়।
ভুলিব ভাবি‍্যে কেঁদে উঠে প্রাণ, তারে ভোলা আমার হল যে দায়॥
মনেরে বোঝালে বোঝে নাকো মন, প্রাণেরে বোঝালে কেঁদে উঠে প্রাণ,
নয়ন করে বারি বরিষণ, থেকে থেকে আমার হ'ল যে দায়॥

কীর্ত্তন।

(আমি) গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পরিব
শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
আমায় দে দে যোগী সাজায়ে দে গো
বেশ ভূষণে কি কাজ আছে
আমি যোগিনীর বেশে (বলি ও গো) আমার মরম সখি
যাব দেশে দেশে যথা নিদারুণ হরি॥

কীর্ত্তন।

শঙ্খ করহ চূর বেশ করহ দূর (গো) তোড়হি গজমতি-হার।
(ফেলে দে, দে, দে, হার ফেলে দে,)
(দে গো) যমুনার জলে গজমতি হার ফেলে দে,
(দেগো) শ্রীযমুনার কাল জলে হার ফেলে দেগো
আমার গলার গজমতি হার আমার হৃদে দংশন করে।
সখি হার ভুজঙ্গ হয়ে হৃদে দংশন করে।
তুড়বা গজমতি-হার গো,
সিঁতাকো সিন্দূর মুছায়ে করহ দূর,
আমার প্রিয়া বিনা সব আঁধুয়া দেখি কৃষ্ণ সখা এমন হ'ল,
গোকুলচাঁদের উদয় হ'ল না সখি॥

কীর্ত্তন।

সুবলে রাখিয়ে ঘরে চলিল রাধিকা।
সবে মাত্র পয়োধর নাহি গেল ঢাকা॥

(যাওয়া হ'ল না) (বলি আমার যাওয়া হ'ল না সুবল)
(যুগল পয়োধর আমার বাদী হ'ল)
(ও ভাই প্রাণের সুবল যুগল পয়োধর আমার বাদী হ'ল)
(কৃষ্ণ দরশনে আমার যাওয়া হ'ল না সুবল)
সুবল কহ কি করি উপায়, এ যুগল পয়োধর কেমনে লুকাই।
(সুবল দে দে উপায় বলে দে)
(যুগল পয়োধর আমার বাদী হ'ল দে দে দে উপায় ব'লে দে)
এ যুগল পয়োধর কেমনে লুকাই ॥

কীর্ত্তন।

পরিবার নীল শাড়ী দিল আজড়িয়া
কটিতে বাঁধিল ধটি যতন করিয়া।
(ধটি বেঁধে যে দিয়েছে) (যতন ক'রে ধটি বেঁধে যে দিয়েছে)
করের কঙ্কণ দিল সুবলের হাতে,
নিজ করে কবরী বাঁধিয়া দিল মাথে।
(বেণী বেঁধে যে দিয়েছে) (কত যতন ক'রে বেণী বেঁধে যে দিয়েছে)
মুকুরে নিরখি মুখ সিন্দূর মুছাই বাঁধিল বিনোদ চূড়া এলায়ে কবরী।
(চূড়া বেঁধে যে দিয়েছে) (যতন ক'রে চূড়া বেঁধে যে দিয়েছে)
(দরশনে যাবে ব'লে চূড়া বেঁধে যে দিয়েছে)
সুবলে রাখিয়ে ঘরে করিল পয়ান,
গোবিন্দদাস বলে হ'ল এক দায় ॥
(কৃষ্ণ দরশনে অমনি চলিল ধনী ॥)

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

রামপ্রসাদী।

কেন গঙ্গাবাসী হব।
ঘরে ব'সে মায়ের নাম গাইব॥
আপন রাজ্য ছেড়ে কেন পরের রাজ্যে বাস করিব,
কালীর চরণ তলে লব শরণ, গয়া গঙ্গা দেখ্‌তে পাব॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে কালীর পদে শরণ লব,
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে, বিমাতাকে মা বলিব॥

বরাড়ী।

বিকল হ'তেছে মাগো ক্রমে এই দেহ তারা।
জ্ঞান বুদ্ধি গেছে চ'লে হইতেছি শক্তিহারা॥
যৌবন আবেগ বশে, ভ্রমিছি মন উল্লাসে,
কিসে তরী ভবনদী ব'লে দে মা ভবদারা॥

সাহানা (আগমনী)।

তুমি ত মা ছিলে ভুলে আমি পাগল নিয়ে সারা হই।
হাসে কাঁদে সদাই ভোলা—জানে না মা আমা বই।
ভাং খেয়ে মা সদাই আছে, থাক্‌তে হয় মা কাছে কাছে,
ভাল মন্দ হয় গো পাছে সদাই মনে ভাবি তাই।
দিতে হয় মা মুখে তুলে, নয়তো খেতে যায় মা ভুলে,
ক্ষেপার কথা ভাব্‌তে গেলে আমাতে আর আমি নই॥
ভুলিয়ে যখন এলাম চ'লে, (ও মা) ভেসে গেল নয়ন-জলে;
একলা পাছে যায় গো চ'লে, আপন-হারা এমন কই॥

খাম্বাজ—যৎ।

ঈশানী পাষাণীর বেটি তুই চিরকাল।
ও তোর রঙ্গ দেখে পদতলে প'ড়ে আছে মহাকাল॥
একে উন্মত্ত রণে, ঘুরিস্ মা শ্মশানে মশানে,
ভুলাইলি জগৎ জনে দিয়ে একটা মায়া-জাল।
কে জানে তোর তত্ত্ব শিবে—মা, মায়ায় করিস জীবে,
দয়া ক'রে ঘুচাও শিবে এ দাসের কর্ম্মফল॥

রামপ্রসাদী।

কালী গো কেন ন্যাংটা ফের।
কিছু লজ্জা কি গো নাই তোমার॥
বসন ভূষণ নাই মা তোমার, রাজার মেয়ে গুমোর কর।
ওগো এই কি তোর কুলের ধর্ম্ম, পতির বুকে চরণ ধর॥
আপনি ন্যাংটা পতি ন্যাংটা শ্মশানে মশানে চর।
আমরা সবে মরি লাজে, এবার মেয়ে বসন পর॥

সিন্ধু—কাফি।

আমি ভালবেসে ভাল করি নাই!
কাঁদা-কাঁদি সাধা-সাধি এ বড় বালাই॥
ভেবেছিলে সঁপে' দিলে প্রাণ,
ব'য়ে যাবে শুধু সুখের তুফান,
না হ'তে ফেটে যাব যা ছিল সদাই॥

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ভৈরবী—যৎ।

(আমার টানাটানি প'ড়েছে।
উপার্জ্জনের নামটী নাই মা,
দেনায় মাথা ডুবেছে (বিকিয়েছে) ।
বাজারেতে ধার মেলে না, এবার চুরি কর্‌ব শ্যামা
চুরি ক'র্‌ব তোর পা দু'খানি—তারা,
তাও কি শিব নিয়েছে ?

হাম্বীর—যৎ।

এত ক'রে ডাকি শ্যামা শুনেও তা শুনিস্ না
দিবা নিশি কাঁদি আমি দেখেও তা দেখিস্ না ॥
অকূলে পড়িয়ে তারা ভাবিয়া হ'তেছি সারা,
কিসে পাব পরিত্রাণ ব'লে দে মা ত্রিনয়না ॥
মায়া মোহ আদি ক'রে, সকলি র'য়েছে শিরে,
এ সকল ছিন্ন ক'রে দানে কর মা করুণা ॥

সিন্ধু—খাম্বাজ।

(মা) অন্তে যেন ও চরণ পাই।
কৃপণতা কর যদি শিবের দোহাই ॥
শিব যদি হ'ন সত্যবাদী, তবে কি মা তোমায় সাধি
পাষাণ-নন্দিনী ব'লে তাইতে (মা) ডরাই ॥

খাম্বাজ।

বুঝেছি মা তোর ইচ্ছা!

মায়ার কৌশলে দুঃখার্ণবে ফেলে আমায় দুর্গানাম ভুলাবি ছলে।
যতেক কষ্ট আমায় দে না, দুর্গানাম ত ভুলিব না
মায়ে কি ছেলে মারে না, তবু ছেলে কেঁদে মা মা বলে।
চাইনে মা বিষয়-সম্পদ, বিষয় অতি বিপদ।
হৃদয় চায় তাই অভয় পদ নিরাপদে রবে ব'লে॥

রামপ্রসাদী।

মাগো আমার এই ভাবনা।

(আমি) কোথায় ছিলাম কোথায় এলাম কোথায় যাব নাই ঠিকানা।
দেহের মধ্যে ছ'জন রিপু তারা দেয় মা কু-মন্ত্রণা।
(আমার) মনকে বলি ভজ কালী তারা কেউ কথা শোনে না

ভৈরবী।

মা ব'লে ডাকিস্ না রে মন মাকে কোথা পাবে ভাই।
থাক্‌লে এসে দিত দেখা সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই।
গিয়ে বিমাতার তীরে কুশপুত্তল দাহন ক'রে
অশৌচান্তে পিণ্ড দিয়ে কালাশৌচে কাশী যাই॥

(কালেংড়া—আগমনী)।

রূদ সপ্তমী উষা গগনেতে প্রকাশিল
দশদিক্ আলো ক'রে আমার দশভুজা মা আসিল,

কখন আসিবে মেয়ে ছিলাম তার পথ চেয়ে
এবে যাই আমি ধেয়ে হৃদি-কমল বিকশিল।
সিংহ-পৃষ্ঠে ভবরাণী গুহ গজানন বাণী
সঙ্গে লয়ে নারায়ণী জয়া বিজয়া আসিল!
পুলকে পূরিল হিয়া শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া
চল সখি উলু দিয়ে বরণ ক'রে মাকে আনি লো॥

ইমন্—কল্যাণ।

হরি হে কেমনে চিনিব তোমায়।
ওহে বন্ধুরায় ভুলে রইলে মথুরায়।
ওহে হরি বনমালী, বনমালা কই কই
যে চূড়াতে রাধার নাম সে চূড়াটি কই কই
কই হে তোমার মোহনচূড়া,
কই হে তোমার পীতধড়া,
গোপীগণের বস্ত্রহরা তাও কি মনে নাই॥

মাঝির গান।

ঈশান কোণে ম্যাঘ উঠেছে কর্তিছে গোঁ গোঁ।
ওরে ডিঙ্গা বেঁধে থো
হ্যাদে গ্যাখ্ চাক চিকুনি, গ্যাখাবি হানে জলের ঘানি
ঝোড়ো দাদা উম্ম ক'রে আস্তিছে সোঁ সোঁ।
শেষে সামাল দিতে নারবি ডিঙ্গা
ডাকবে বুড়ো কোঁকোর কোঁ, ডিঙ্গা বেঁধে থো॥

ভৈরবী—সাহারোয়া।

তোরা মিশি নিবি মিশি নিবি ও বৌয়েরা।
আমার নূতন গোলাপী মিশি রংয়েতে ভরা॥
ধান চাল বিনে, এ মিশি বেচিনে
বারণ ক'রেছে আমার কর্ত্তারা।
এ মিশি দাতে দিলে, যৌবন জ্বালা যায় গো ভুলে,
বিদেশে যার প্রাণপতি আসে লো ত্বরা॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

মোট ব'য়ে মোর কাটলো দিন (কালী)
(ওমা) দিচ্ছ মাথায় ততই বোঝা (মা)
যতই হচ্ছি শক্তিহীন।
তুই তো পাষাণীর মেয়ে (তারা মা)
দেখিস্ নাকো একবার চেয়ে—
ওমা পারি না আর খাটুনি ব'য়ে
ক্রমে হ'ল আয়ুহীন।
রোগে দায়ে বিঘ্ন, হ'লে মরবে না আর
চরণ তলে হব লীন॥

খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

আ মরি কি লাজের কথা মিন্সের উপর মাগী।
পদ তলে পড়ে আছে অদ্ভুত যোগী॥
নয়নে দেখে না চেয়ে, শিব আছেন শব হ'য়ে,
একি সর্ব্বনাশী মেয়ে লজ্জা সরম ত্যাগী॥

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

যেমন শ্যাম তেমনি শ্যামা যেমন কালা তেম্নি কালী।
ভুবনমোহন যুগল মিলন অতুলন রূপ নৃত্যকালী॥
পতির হাতে মোহন বাঁশী স্ত্রীর মুখে মধুর হাসি,
মুণ্ডমালা করালীতে, মোহন কালা বনমালী।
ভয় যেমন অভয় তেমন, মায়ের কোলেই জীবন মরণ,
মধুর ভীষণ মিলন যে ভাই, শ্যামে শ্যামা কালায় কালী॥

বিভাষ মিশ্র (আগমনী)।

বিলম্বে কি কাজ যাও গিরিরাজ
এনে দাও আমার পরাণ-পুতলী।
সম্বৎসর গত মুখে কব কত
মরমে গুমরি যে জ্বালায় জ্বলি॥
উমা যে আমার সরলা ললনা
ভাল মন্দ বাছা কিছুই ত জানে না,
ভিখারীর ঘরে দারিদ্র্য-যাতনা
সবে সে কেমনে বুঝ গো সকলি।
সবে মাত্র কন্যা উমা যে আমার, বুক চেরা ধন
সংসারের সার,
তাই তোমায় যেতে বলি বারবার কোলে
এনে দাও সোণার কমল কলি॥

শ্যাম (বিজয়া)

কেমনে যাবি মা চলে অভাগি মায়েরে ফেলে,
কে আর আমারে (উমা) ডাকিবে গো মা মা বলে ॥
যে জ্বালায় জ্বলে অন্তর, নয় মা সে যে দেখাবার,
হেরিয়ে বদন তোর র'য়েছি সব ভুলিয়ে—
পঞ্চ ঋতুর অন্ত করি শরতে এলি মা গৌরি
তিনটি দিন থেকে গৌরি যাবি মা আমায় কাঁদায়ে।
মা হ'য়ে কত সহিব, কেমনে বিদায় দিব,
প্রাণে কি বেচে থাকিব তোমায় গো মা না হেরিয়ে ॥

বেহাগ-খাম্বাজ। (আগমনী)

দেখ লো সজনী আসে ধীরি ধীরি ত্রিতাপনাশিনী জননী ওই।
রূপের ঝলকে চপলা চমকে নখরে চন্দ্রমা উদিত ওই ॥
আয়লো সহচরী সবে যাই ত্বরা করি, আনি ঘরে মার চরণ ধরি,
আমরা অবলা ললনা, জানি না ভজন সাধনা,
চল লো সজনী জগত জননীর চরণে স্মরণ লই ॥

ভৈরবী (বিজয়া)

ওমা ত্রিনয়না যেও না যেও না ভক্তের প্রাণে ব্যথা দিও না দিও না
তুমি ত্যজিলে এ পুরী শূন্যময় হেরি কেমনে গৃহে থাকিব বল না।
আমি দীনহীন বাচ্‌বো যতদিন, এম্‌নি ক'রে পূজা কর্‌বো ততদিন,
দাসেরি আলয়ে এস দীনের দীন-দয়াময়ী নামে কলঙ্ক রেখো না ॥

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

(আগমনী—ভীমপলশ্রী)

আর জাগাস্‌নে মা জয়া অবোধ অভয়া,
কত ক'রে উমা এই ঘুমাল।
ঘুম ভাঙ্গিলে একবার ঘুম পাড়ান ভার,
চঞ্চল স্বভাব চিরকাল॥
কা'ল উমা আবার এসে সন্ধ্যাকালে,
কি জানি কি ছলে ছিলেন বিল্বমূলে,
বিল্বমূলে স্থিতি করিয়ে পার্ব্বতী,
যামিনী জাগিয়ে পোহাল॥
শঙ্করীর সনে যদি কর্‌বি খেলা,
তবে যা গো এখন জাগুক মঙ্গলা,
দ্বিজ রমাপতি বলে উমায় না জাগালে
ত্রিজগতে কে জাগাবে বল॥

(বিজয়া—কালেংড়া)

গমন সময়ে উমা আয় মা একবার কোলে করি।
আবার কবে দেখা হবে কি জানি বাঁচি কি মরি॥
বাসনা সদাই মনে রাখিয়ে নিজ ভবনে,
মায়ে ঝিয়ে দুই জনে থাক্‌বো গো সুখে শঙ্করী।
কপাল তেমন নয়, করি জামাতার ভয়,
কি জানি কিসে কি হয় কি ভাবিবেন ত্রিপুরারি॥

পূরবী।

তুমি কার কে তোমার কারে ভাবরে আপন।
মহামায়া নিদ্রা-বশে দেখিছ স্বপন॥
নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, রজনী বঞ্চয়ে সুখে,
প্রভাত হইলে তারা করে দশদিকেতে গমন॥
তেমনি জানিবে সব, আমাত্য বন্ধুবান্ধব,
সময়ে পালাবে তারা কে করে বারণ॥

আসোয়ারী।

সংসারেতে এসে বিদেশীর বেশে পান্থশালায় পড়ে যায় যে জীবন।
মোহে মুগ্ধ হয়ে চাকচিক্যে ভুলিয়ে কিনিলাম কাঁচ ফেলিয়া কাঞ্চন।
বহু পরিশ্রম করি নিরন্তর, নানাবিধ দ্রব্যে সাজাইয়ে ঘর,
সেই ঘর ফেলে যেতে হবে কিছুই কিছু নয় বুঝিলাম এখন॥
সংসারের সার দুর্গা নাম ধন, সঞ্চয় করিতে কর রে যতন,
যে ধনেতে ধনী যোগী ঋষি মুনি সেই ধন, সঙ্গে করিব গমন॥

সিন্ধু—খাম্বাজ।

সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি।
পঙ্কে বদ্ধ করাও করী, পঙ্গুকে লঙ্ঘাও গিরি,
কারে দাও রাজত্ব পদ মা কারেও কর অধোগামী।
যে বোল বলাও তুমি, সেই বোল বলি আমি,
তুমি তন্ত্র তুমি মন্ত্র তন্ত্রসারের সার তুমি॥

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

হাম্বীর।

এই সময় ভজরে মন তারা।

গেলে এ সময় হবে অসময়,

শেষে স্থলে মূলে ভুলে হবি দিশেহারা॥

সময়ে সকলি হয় অসময়ে অনর্থময়,

রিপু ছয় মাঝে আছ ঘেরা।

কাল ফিরিছে অনুদিন তনু করিছে ক্ষীণ,

রাত্রি গেলে দিন, হবি পরাধীন,

কমলাকান্তের কাছে এখন উপায় আছে,

রঞ্জি রসনায় কালী বল-না,

আছে শিব উক্তি, হবে মুক্তি ভজলে ভবদারা॥

রামপ্রসাদী।

মা আমার বড় ভয় হ'য়েছে।

তথায় জমা ওয়াশীল দাখিল আছে॥

রিপুবশে চল্‌লাম আগে, ভাবলাম না কি হবে পাছে।

চিত্রগুপ্ত বড়ই শক্ত, যা ক'রেছি তাই লিখেছে॥

জন্ম জন্মান্তরের যত বকেয়া বাকী জের টেনেছে।

যার যেমনি কর্ম্ম তেমনি ফল মা কর্ম্মফলের ফল ফলেছে॥

ললিত—(বিজয়া)

চলিলে আনন্দময়ী আজি নিরানন্দ ক'রে

ভুলিয়ে থেক না মাগো এ'স আবার দয়া ক'রে।

এই নিরানন্দ শিবে পুন আসিয়ে নাসিবে,
যেন মাগো এই ভাবে পূজিতে পারি তোমারে।
হিম, শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বরষার অন্ত,
পঞ্চঋতুর পঞ্চত্বে প্রমত্ত হইলে
শরৎ শুক্ল পক্ষ এলে, শুভ ষষ্ঠী সায়ংকালে,
এ'স মা সর্ব্বমঙ্গলে শ্রীপদে জানাই কাতরে॥

সিন্ধ—খাম্বাজ।

তবে তারা তোমার ভরসা বল কে করে।
যদি আপনার কর্ম্মফল ফলিবে আমারে॥
যে পথে চালাও তুমি, সেই পথে চলি আমি,
তবে সুখ দুঃখের ভাগী কেন করিলে আমারে।
কমলাকান্তের এই নিবেদন ব্রহ্মময়ী
শমন সঙ্কট যদি না থাকিত নরে॥

দোষ করিলে রোষ করে না ন্যাংটা মাগী কালী।
মায়ে যেমন করে যতন জান তো সকলি॥
পাগলির মন যখন যেমন তখনি যায় ভুলি।
দোষ করিলে রোষ করে না তাকেই তো মা বলি॥
ডাকিনী যোগিনী কত ভূতের হুলাহুলি
দেবের প্রধান বিষ্ণু ঈশান তারাও কৃতাঞ্জলি॥

অনন্ত মহিমা গো মা তব অন্ত কেমনে পায়!
তব অনুপায়ের উপায় কালী যারে রাখ পায় সেই পায়

ভক্তি ভাবে তব পায়, যে যা চায় তাই পায়
বামনে ইচ্ছিলেও সেও চন্দ্রমা ধরিতে পায়।
পায়ের আশ্রয় নিলে, ইন্দ্রপদ যে তুচ্ছ তায়॥
তাহে সুর নর মুনি সবে, চরণে পূজিতে চায়
পাইলে তোমার পায়, ভব ভয় দূরে যায়
পায়ের কৃপায় পায় পারের সে সদুপায়
পায়ের স্মরণ তিলে কৃতান্ত ভয় পায়
তব পায়ে ধরি দীন রামে রেখো গো মা রাঙ্গা পায়

কাফি-সিন্ধু—যৎ।

শ্যামের নাগাল পেলেম না লো সই
আমি কি সুখে আর ঘরে রই (আর)।
শ্যাম যখন বাজায় গো বাঁশী,
আমি যমুনা থেকে জল ল'য়ে আসি
আমার কাঁকের কলসী রইল কাঁকে,
শ্যামের বদন পানে চেয়ে রই॥

শ্রীমতী মালতীমালা দাসী।

সাহানা-মিশ্র।

মনের আশা রইল মনে দেখা হ'ল না।
আস্'ব ব'লে ব'লেছিলে তবু এলে না॥
সাধে সাধে বাধা, সার হ'ল কাঁদা,
দেখার আশা ভেঙ্গে গে'ল হুতাশ গে'ল না॥

কালেংড়া মিশ্র।

হৃদ্‌হৃদি সরোজ পরে এ'ল কার বামা,
তিমিরনাশিনী বামা কালরূপে আলো করে॥
মুখ অতি সুবিস্তার, তাহাতে রক্তেরি ধার,
রুধির মাংসেরি লোভে চারিদিকে পিশাচ ঘিরে॥

ভৈরবী।

কালী নাম জপ রে মন সদাই তুমি এই ভাবে।
তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফির্‌ছে শমন কখন বাঁধি ল'য়ে যাবে
কালী নাম কর স্মরণ, ভাব মায়ের ঐ শ্রীচরণ,
থাক্‌বে না শমনের ভয় মন, ঐ চরণ ভাবিলে পরে॥

ভৈরবী।

তোমায় দিব না শ্যাম যাইতে।
জুড়াতে এসনা রে প্রাণ এস জ্বালাইতে॥
আসিয়া মম মন্দির, সদা যাই যাই কর,
আমার কি হয় না সাধ তোমারে দেখিতে।
অস্ত গেলে দিনমণি, নলিনী মুদে অমনি,
(ওগো) কুমুদের কি হয় না সাধ ভানুরে দেখিতে॥

খাম্বাজ—মিশ্র।

ন ভাবি, ভাবি তাই, ভাবি আর ভাবিব কত।
(ওগো) ভেবেছি ভাবিতে আছি এ ভাবা জনমের মত॥

ভাবি যদি প্রাণ যায়, (আমি) প্রাণ পাই ভাবনায়,
(ওগো) কারে ভাবি কে ভাবায়, মিছে ভাবা অবিরত ॥

আসোয়ারি।

প্রাণ চাহে যারে মন তারে চাহে না।
অদর্শনে যত দুঃখ দর্শনে থাকে না ॥
হেরব ব'লে মনে করি, সেরূপ আর নাহি হেরি,
(ওগো) হেরিলে সকলি ভুলি কিছু মনে থাকে না ॥

ভৈরবী।

অসুখে দিন যায় মা তারা জগদম্বে তোমায় বলি।
আর কত কাল ডাক্‌বো গো মা ভেবে ভেবে হ'লেম কালী
আমি এমন পাতকী ছিলাম, জননীরে না চিনিলাম,
কেবল মাত্র এলাম গেলাম সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কলি ॥

খাম্বাজ—মিশ্র।

কালা তুমি ছল ক'রে অবলা মজাও।
বাঁশীর তানে এনে বনে, এখন বল ফিরে যাও ॥
জয় রাধে শ্রীরাধে স্মরি, কি বাঁশী বাজালে হরি।
এখন কেন বংশীধারী, সরল প্রাণে ব্যথা দাও ॥

যতন তোমায় করি কত তুমি ত কর না তত।
মন দিলাম প্রাণ দিলাম তবু হ'লেম না তোমার মনের মত
দেখ্‌তে সাধ হয় মনে চাহ তুমি পাঁচ জনে
কিনেছে কি বা গুণে সে হৃদি-রতন
তুষিতে তোমারে আমি করিতেছি প্রাণপণ॥

ভবে এসে বেড়াই ভেসে অকূলে কূল দে মা তারা।
আমারে ছয়টা রিপু দিবা-রাত্রি ক'রে দেয় গো দিশেহারা॥
প্রাণ যাবে মা ভেবে ভেবে, শেষের দিনে কি যে হবে,
প্রাণান্ত কাল উদয় হবে যন্ত্রণায় হইবে সারা।
কত জন্ম জন্ম ধ'রে বেড়াচ্ছি মা ঘুরে ফিরে,
তুমি না করিলে দয়া কে তারিবে ভবদারা॥

অঘোরনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভজন।

গোবিন্দ-মুখারবিন্দ এ নিরখি মন বিচারে,
চন্দ্র কোটি ভানু কোটি কোটি মদন হারে!
সুন্দর কপালে দোলে, পঙ্ক-যুগল নয়না,
অধরবিম্ব মধুর হাস, কুন্দকলিকদসোনা,
মণি-কুণ্ডল মুখরাকৃতি, ওলি গোবিন্দ পূজা,
কেশরত তিলকগই শোনে মরি মনজা
নবজলধর পিতাম্বর, গলে বনমালা তোঁহে,
নীলানচতুর প্রভু, জগজন মন মোহে॥

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চক্রবর্ত্তী

ভজন।

আনন্দ-বন গিরিজাপতনগরী,
মন কাহে নহি বাস লাগাওত রে মন।
কাশী সমান নহি দ্বিতীয় পুরী, ব্রহ্ম আদি গুণ গাওত রে মন॥
হে মন, কাঙ্গি কাহে নেহি যে মহাদেব মন গাও রে—
মুক্তি-প্রবাহ বহে যাঁহা গঙ্গা, সুরনর মুনি হর গাওত রে।
সখি জগদম্বা আদি মন জিউ, ভবকি মুক্তি করাওত রে,
অন্ত সময় শিউ শম্ভু সদা জিউ, পরাখ মন্ত্র শোনাওত রে॥
বাঘ ছালে রাজা রাণী ভবানী, ডমরু সিংঙা বাজাওত রে
তুলসীদাস ভজ গাওরে মহাদেব কালী পরম পদ পাওতে রে মন॥

ভৈরবী।

বিফল জনম বিফল জীবন জীবন-নাথে না হেরে।
খুঁজি সব ঠাঁই কোথাও না পাই কে হরিল মনচোরে॥
সুখে ডালে বসি ডাকিছ পাখীরে, ডাকিছ কি সেই পরম পিতারে,
কি বলে ডাকিস্ ব'লে দে আমারে, ডেকে দেখি যদি পাইরে—
গুঞ্জরি ভ্রমরা করি গুন্ গুন্, গাইছ কি সেই গুণাকর-গুণ,
শিখাও আমারে আমি রে নিগুর্ণ, কি ছলে ভুলালে তাঁরে॥
কৈলাস সুমেরু ওহে বিন্ধ্যাচল, দিবানিশি ধ'রে কি হেরিছ বল
ক'রেছ কি হেরে জীবন সফল, বিশ্বম্ভর বিশ্বেশ্বরে॥
সুনীল গগন নীলাম্বর আবরণে, লুকায়ে রেখেছ বুঝি প্রাণধনে
খোল আবরণ বারেক নয়নে, হেরে মন প্রাণ জুড়াই

টপ্পা ।

নজ্‌রা দিল্‌ বাহার বেনিয়া (লেলে রে)
কুল.পিলায়ে চল্‌ জাতি সব সখিয়া চল্‌ জাতি ।
রোয়ে মিয়া জায়েক রঙ্গাভয়ে
মস্তা বল্‌বুল্‌ তেরি তুম্‌ জানাবে আজানি সে মিয়া জানাবে ।

শ্রীমতী পান্নাময়ী দাসী ।

কীর্ত্তন ।

(বলি) ও কুব্জার বন্ধু হরি ! আজ হ'তে
রাধানাথ আর ব'লবো না হে ।
ওকে ডাকে দীনের রাজা, ছি ছি কেমন ক'রে,
কোন্‌ পরাণে পাশরিলে রাই মুখ ইন্দু
তেমন সোণার মুখটি মনে পড়েনা যে,
মোর নাগরালী (রাধে), বালাই কিশোরী প্রেম বিনা কুতূহলে
প্রেম শুধিব শুধিব শুধিব, কহিলাম বন্দী হইলাম ঋণে .
(তা'ত হ'ল না ধনী)
তোমার প্রেমের ঋণ শোধা কালো থাকতে হ'ল না ধনী ॥

কীর্ত্তন ।

রাই ধৈর্য্যং, রহু ধৈর্য্যং—২, প্রেমময়ী
গরবিনী রাধে, রাধে গরবিনী ।

শ্রীমতী পান্নাময়ী দাসী

তুই অমন করে কাঁদলে যাওয়া হবে না (রাই)
তুই অমন ক'রে প্রেমময়ী প্রেমময়ী !
দুটি চরণ-ধূলা (পথে) যাবার, বেলায়, চরণ-ধূলা দে মোর মাথে
ওগো রাই তুই ভাবিস না রাই,
এনে দোব তোর ব্রজনাথে,
মম গচ্ছং মথুরায়—(এই যে) আমি চলিলাম গো
ওগো দে দে চরণ-ধূলা দে, আমি চলিলাম গো
ঢোঁড়ব পুরী—তারে কোন্ ধনী বা রেখেছে গো।
আমি যাব কি তারে বেঁধে আনবো,
ঢোঁড়িব পুরী, তারে রাজা ব'লে ভয় করবো না গো।
ঢোঁড়িব পুরী, প্রতি প্রতীক্ষা, যাহা দরশন পাওয়ে
ব্রজনাথের আমাদের এই ব্রজনাথের—আমাদের সেই গোপীনাথের,
ওগো আমাদের ২—ও সেই রাধানাথের যব্ দরশন পাওয়ে ॥

কীর্ত্তন।

মধুপুর নাগরী, মধুপুর নাগরী—
হাসি কহত ফিরি—গোকুলে গোপ কোঁয়ারী
হায় গো, গোকুলে গোপ কোঁয়ারী ॥
কেমন ক'রে বা যাবি গো, কাঙ্গালিনীর বেশে,
কেমন ক'রে বা যাবি গো, এমন কাঙ্গালিনীর বেশে ২।
সপ্তম দ্বারে, পারে রাজা বৈঠত ২। তাঁহা কাঁহা যাবি নারী
সাহস দেখে লাজে মরি—বল কেমন ক'রে যাবি গো
হা হা নাগর গোপী-জীবন-ধন—কাঁহা নাগর—সেথা দিয়ে প্রাণ রাখ

কোথায় আছ হে—গোপীজনবল্লভ,
হে মথুরানাথ—একবার দেখা দিয়ে দাসীর (প্রাণ) মান
রাখ হরি হা হা নাগর।
কোথায় আছ হে হৃদয় নাথ হৃদয়-বল্লভ দেখা দাও।
দেখা দিয়ে দাসীর মান রাখ হরি,
হা হা নাগর, গোপীজীবন ধন,
তুতি ডাকত উভরায় হে।—

কীর্ত্তন।

শমন উরো রমণ মোহে ভুল্লোরে প্রিয় সখি।
(সঙ্গিনী—মরম সখি)
আমায় শমনে কেন নিলে না মা॥
(আমায়) শ্যাম শমন ভুলেছে গো
শমন কেন নিলে না মা)
কি করি উপায় বল না রে সখি,
তোরা উপায় ব'লে দে মা॥
ওগো, তোরা আমার মরম সখি,
আমি কি সাধনে কৃষ্ণ পাব।
(তোরা উপায় ব'লে দে গো)
ইহ দিবস যামিনী কৈছে নীরে বাহব।
(আমি) দিবানিশি ব'সে কাঁদি'
এতহুঁ দুখে হতহুঁ জীও গেল না, রে সখি,
বল প্রাণ কি সুখে আছে॥
(আমার প্রাণ কৃষ্ণ হারাইয়ে)

কীর্ত্তন।

পরাণ প্রিয়া মোর জীবন প্রিয়া গো
কোথা বা গেলে—গুণের প্রিয়া কোথা বা গেল,
(আমায় অনাথিনী ক'রে—প্রিয়া কোথা বা গেল)
আনহি নিকসই কঠিন হিয়া গো ॥
(যায় না কেন,—প্রাণ আমার যায় না কেন),
কি সুখে বা দেহে আছে,—প্রাণ যায় না কেন,
প্রাণকৃষ্ণ হারাইয়ে,—কি সুখে বা দেহে আছে,
প্রাণ যায় না কেন,—
সব হাম বল প্রিয়া পরিহরি গেল গো
প্রিয়া দোষ-প্রিয়া গুণ বুঝই না ভেল গো ॥
নখর গোয়াইনু ক্ষিতি নখে লিখি গো,
নয়ন আঁধুয়া ভেল প্রিয়া পদ দেখি গো,—
আমি আঁধুয়া দেখি,—প্রিয়া বিনে সব আঁধুয়া দেখি,
আমি যে দিকে ফিরাই আঁখি,—সব আঁধুয়া দেখি,
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারী !
ধৈরয ধরহে চিতে মিলিবে মুরারি।

কীর্ত্তন।

প্রিয়া বিনে হিয়া মোর ফাটিয়া না যায় কেন।
প্রিয়া কোথায় বা গেল—আমায় অনাথিনী ক'রে,
(কোথা বা গেল)
নিলাজ পরাণ নাহি যায় গো—প্রাণ গেল না কেন

কি সুখে বা দেহে আছে প্রাণ গেল না কেন।
কি সুখে আছে গো প্রাণ, আমার প্রাণকৃষ্ণ হারাইয়ে,
(নিলাজ) পরাণ কেন সঙ্গে গেল না,—তবেই জানতাম অনুগত॥

কীর্ত্তন।

মরিব মরিব সখি, নিশ্চয় মরিব।
আমার কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে বা যাব,
কারে দিয়ে বা যাব।
না পোড়ায়ো রাধা অঙ্গ, না ভাসায়ো জলে;
দেখ যেন অঙ্গ পোড়ায়ো না গো,(কৃষ্ণ বিলাস ক'রে গেছে)
অঙ্গ জলে ভাসায়ো না গো—
মরিলে তুলিয়ে রেখো তমালের ডালে॥
পরশ হবে, কালো ত পরশ হবে, কৃষ্ণ কালো তমাল কালো,
কালো ত পরশ হবে;
কালো বড় ভালবাসি, শিশুকাল হ'তে চিরকাল,
কালো বড় ভালবাসি,
আমার কানু-অনুগত দেহ কালো ছাড়া ক'র না গো॥

কীর্ত্তন।

অতি শীতল মলয়ানিল।
মলয় বাতাস ভাল লাগে না মা (কৃষ্ণ-বিলাসিতে)
যদি মলয়া চন্দন (কৃষ্ণ-বিলাসিতে)

মলয় চন্দন মাখি গায়, (বলি হায় গো)
কৃষ্ণ বিলাসিতে আমার শ্রীচন্দন শুখায়ে যায় মা।
ছিল মন্দ মধুর বহনা হরি বৈমুখী
এবার মলাম মলাম (প্রাণে)
বুঝি বাঁচ্‌লাম না গো (সঙ্গিনী) কৃষ্ণ-বিলাসিতে
আমার ইহ মদনানল দহনে, প্রাণ বাঁচে না
(বলি হায় গো কৃষ্ণ-বিলাসিতে প্রাণ আর বাঁচে না গো)
কোকিল-কুল কুর্ব্বতি কল কোকিলের গান ভাল লাগে না মা
(আহা গো) বঁধুর মোহন বিনে ॥

কীর্ত্তন।

ধিকং রাজা ধিকং ধিকং রাজা শতং
একি (মাথায়) পাগ বেঁধেছে (রাই পদে লোটান)
মাথায় পাগ বেঁধেছ, একি বলবন্ত
ছিছি আমরা দেখে লাজে মলাম,
তোমার এখন বিষয় বেড়েছে যে—
সে দিন মনে নাই হে, সে দিন তোমার মনে নাই হে—
দিন পেয়ে দিন ভুলে গেছ,
বলবন্ত পদান্বিতে এবে বিষয় এত
তোমার একদিন নিধুবনে কোটালিতে
সকল আছে জানা, পাগ সেই দেখেছি,
(আমরা ত পাগ সেই দেখেছি,)

কোটালি কল্লা পাগ সেই দেখেছি,
(ওহে) মথুরাতে ও রাজা হ'য়ে রেখেছ যে ঘোষণা,
ভরং ভেঙ্গে যে যাব, সাজান ভরং ভেঙ্গে যে যাবে,
ভরং দেখি কে পিরীত করে, ভরং ভেঙ্গে যাবে।
একদিন গলে কৃত হ'য়ে নত রইতে চরণ ধরি,
তখন বল্‌তে কোথায় বা যাব (রাধা)
(কেউ ত আমায় ল'বে না আমি কোথায় যাব॥)

কীর্ত্তন।

নন্দ-কুল চন্দ্রমা শিখি চন্দ্রকালঙ্কৃতি।
আমি আর দেখ্‌তে পাই না, কেন, (কোথা গেল কেবা নিল)
মন্দ মুরলী বয় কোন সুরেন্দ্র নিল হৃতি !
বাঁশী কোথা বাজে, আর কে বা শোনে,
রাধা নামের সাধা বাঁশী কার নাম ধ'রে বাজে,
সে দেশে কি রাধা আছে ;
যার ধ্বনি নবাম্বুদ গরজন জিনি, আকর্ষে গোপী চাতকিনী
রাস রস তাণ্ডবী সখি জীব রক্ষৌষধি
ওরে কইরে আমার রাসবিহারী, নাচব বাহু ধরাধরি
শ্রীরাসমণ্ডল ক'রে,—
নিধির মর্ম্ম সুহৃদ্‌তম তব হন্তা হা ধিক্ বিধি
কেন দিয়ে নিধি হরে নিলি দত্তাপহারি হলি,—
বিধি তোর মন্দ করি নাই রে॥

শ্রীমতী পান্নাময়ী দাসী

কীর্ত্তন।

বহু দিন পরে বঁধুয়া আইল দেখা না হইতে পরাণ গেল
ছিল প্রাণ তাই দেখা হ'ল বঁধু নইলে দেখা হ'ত না
দুঃখিনীর দিন দুঃখেতে গেল মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল,
(যা হোক তুমি ত কুশলে ছিলে—তুমি ত কুশলে ছিলে)
বঁধু আমার ভাগ্য যা হোক
বিচ্ছেদ বেদনা সহিলাম যত, পাষাণ হ'লে ফেটে যেত।
সব দুঃখ মোর গেল হে দূরে হারাণ রতন পেলাম ঘরে
গগনে উদয় হউক চন্দ্র, মলয় পবন বহুক মন্দ।

কীর্ত্তন।

একবার ব্রজে চল ব্রজেশ্বর দিনেক দু'য়ের মত।
(ব্রজে যেতে যে হবে) (একবার ব্রজে যেতে যে হবে)
তোর মন মানেত :—
(কেউ ত ধ'রে রাখ্‌বে না হে)
তোর মন মানে ত থাক্‌বে সেথা, নইলে আস্‌বে দ্রুত॥
(ধ'রে রাখ্‌ব না হে) কেউ তো ধ'রে রাখ্‌বো না হে)
(কেউ ত কেউত কেউত ধ'রে রাখ্‌বো না হে)
(আমরা কেউত ধ'রে রাখ্‌বো না—তোমার কুব্জা
কিছু বল্‌বে না হে)
যদি বল চল্‌তে চরণ ধূলায় ধূসর হবে!
(বল্লে বল্‌তে পার) এখন বল্লে বল্‌তে পার—

এখন রাজা হ'য়েছ বল্‌তে পার ; (পাগ বেঁধেছে বল্‌তে পার)
(ওহে সে দিন তোমার মনে নাই—বল্‌তে পার)
না হয় ব্রজ গোপী—বঁধুহে—
না হয় ব্রজ-গোপীনয়ন জলে চরণ পাখালিবে॥
(বারি রেখেছে নাথ) (নয়ন বারি রেখেছে)
(তারা ঝারি পূরে বারি রেখেছে নাথ)

কীর্ত্তন।

ধিক্ ধিক্ তোরে, নিঠুর কালিয়ে,—
(ধিক্ রে পরাণ-বঁধু) (বঁধু তোকেও ধিক্ তোর প্রেমেও ধিক্)
(ও সে—ও প্রেম কে শেখালে—
তারেও ধিক্—তোর প্রেমেও ধিক্)
কে তোরে এ বুদ্ধি দিল।
তারে কেবা সেধেছিল—
(প্রেম কর প্রেম কর ব'লে কে বা সেধেছিল)
কেবা সেধেছিল পিরীতি করিতে মনে যদি এত ছিল॥
(কে বা সেধেছিল) (ওহে বঁধু কে বা সেধেছিল)
লাজের নাহিক লেশ—
ছি ছি লাজের নাহিক লেশ—
(ছি—বই আর কি বল্‌বো হে) (তোমায় ছি বই—)
এত দেশে এলে অনল জ্বালায়ে—পোড়াইতে আরও দেশ কে
([illegible]গুন লাগে না) (এ দেশে আগুন লাগে না)
(আজ হ'তে এ দেশে আগুন লাগে না)

অগাধ জলের মকর যেমন, না জানে তিত কি মিঠা,—
চিনি সরবত দূরেতে রাখিয়ে চিটেতে আদর এত ॥
(তোমার চিটে কি চিনি জ্ঞান নাই)

কীর্ত্তন।

বদসি যদি কিঞ্চিদপি, দন্তরুচি কৌমুদী,
(চাও নইলে প্রাণে মরি, আমার পানে চাও, বা না চাও
কথা কও, তা নইলে প্রাণে মরি ;)
(হে প্রিয়ে) হরতি দর তিমিরমতিঘোরম্।
(আমার) মনের তিমির নাশ কর
একবার, বদন চাঁদের উপায় কর।
স্ফুরদধর-সীধবে তব বদন চন্দ্রমা,
(হে প্রিয়ে) রোচয়তি লোচন-চকোরম,
আমার নয়ন চকোর ব্যাকুল হ'ল
(তোমার) চাঁদ বদন-সুধার আশে,ধনি আর চকোরের দোষ কি
কাল সারানিশি উপবাসী ;
প্রিয়ে চারুশীলে ! মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্
সপদি মদনানলো, দহতি মম মানসম
আমি জ্বলে জ্বলে, জ্বলে মলাম,
(শ্রীরাধে) দেহি মুখ-কমল-মধুপানম্
(কিবা) ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভূষণম্
(হে প্রিয়ে) ত্বমসি মম ভব-জলধি রত্নম্

কীর্ত্তন)

চির দিবস ভেল হরি রহল মথুরা পুরী—
(কেন এল না—এল না এল না—আর ত এল না সখি)
(প্রিয়ে কাল আস্‌বো ব'লে কেন এল না,—এল না আরত
এল না সখি)

অতএব হাম বুঝনু অনুমানে
(অনুমানে বোঝা গেল (সখি আর আস্‌বে না হে)
আর প্রিয়া এল না গো সঙ্গিনী ॥

কীর্ত্তন (মান)!

সে হেন রসিক নাগরের সনে (রাই ধনি, গরবিনী, প্রেমময়ী)
কেন বা করিলি কলহ।
তুই আগে না বুঝিলি (আগে পিছে ভাব্‌লি না রাই)
মানেতে মজিলি, অব কাঁহে মুঝে বলহ ॥
(বল বল এখন কারে বা বল)
(তোমার মানকে বল শ্যাম এনে দিতে)
(ধনি! নারিলি পিরীতি রাখিতে)
(কৃষ্ণ প্রেম রাখা কি কথার কথা)
একি প্রতিদিন, কলহ করিবি, নারিব মোরা সাধিতে ॥
(মাঝে থেকে মোদের প্রাণ গেল)
একবার তোরে সাধি আর তারে সেধে
এমন ক'রে পারব না গো।
ওগো তাদের কান্না নিতুই মান ॥

কীর্ত্তন।

মধু নাগরি যোষিতা সবহুঁ সুরত পণ্ডিতা

(তারা রূপে যেমন আর গুণে তেমন) কেউত রস পণ্ডিতা

রূপে যেমন গুণে তেমন)

বাঁধি মন সুরত-রতিদানে ॥

(তারা রতি দানে বেঁধেছে গো) সবহুঁ রস পণ্ডিতা ;

(তারা গুণ জানে—ওগো তারা) (আমাদের মনমোহনের

মন ভুলায়েছে গো)

(তারা গুণ জানে—গুণের সিন্ধু ; কোন গুণে ক'রেছে বন্দী)

মোরা গ্রাম্য গোপ বালিকা, সবহু পশুপালিকা

(আমরা আহীরিণী, আর কুরূপিণী) কৃষ্ণ সেবার

কি বা জানি

হাম কিয়ে শ্যাম সম ভাগ্যে।

(তেমন ভাগ্য কি আমার হ'বে) আমরা কৃষ্ণ সুখের

(সুখী হ'ব) (আমরা এমন ভাগ্য কি ক'রেছি

কৃষ্ণ সেবার দাসী হ'ব এমন ভাগ্য কি ক'রেছি ॥

কীর্ত্তন।

একবার যা গো সহচরী, মথুরা নগরী, হামারি বচন শুন।

একবার যা, গিয়ে জেনে আয় গো

আমার বঁধু এই দেশে আসে কি না আসে

বারেক বারতা জান।

(যা যা) গিয়ে জেনে আয় গো
অনেক প্রকারে বুঝাইবি তারে, যদি নাহি আসে সে,
(আমার হ'য়ে) তারে দু'টো কথা বুঝায়ে বলিস্ মরম সখি)
এবার বুঝিয়ে নিশ্চিত, করিব বিহিত, মনেতে আছয়ে যে
মিছে আশে আশ, করিয়ে প্রয়াস, রহিব কতেক দিন,
(আজ কাল ক'রে গো) তার আশার আশে,
প্রাণ ক-দিন বাঁচে (সঙ্গিনী)
আমার যা আছে কপালে (বলিও গো সখি গো)
করি এই কালে আমি মিটাব আখরতি
(সখি আমার হলো পিরীতি মরণ) (ওগো)

কীর্ত্তন (মাথুর)।

যশোমতী নন্দ অন্ধ সম বৈঠত
(তাদের কেঁদে কেঁদে নয়ন গেছে, তারা নয়ন তারা হারায়েছে)
সঘনে উঠই না পারে হে
(তোমার মায়ের উঠিবার শকতি নাই, বসিলে উঠিতে নারে
(তোমার মা যশোমতী) (কেঁদে কেঁদে দু'টী নয়ন গেছে)
সারি শুক পিক কোই নেহি বোলত (শুকের মনে সুখ নাই হে)
কোকিল না পঞ্চম গায় হে—
(তারা [illegible]র গান করে না) (তারা নীরব হ'য়ে বসে আছে)
বিরহিণীর বিরহ কি কহব হে মাধব,
তোমার যেমন রাই আর তেমন নাই হে॥

রেকর্ড-কাকলী

শ্রীমতী পান্নাময়ী দাসী

কীর্ত্তন।

ধনী ভেল মূর্চ্ছিত হারাল গেয়ান।
সারা নিশি কাঁদি সখি মুদিল নয়ন ॥
(কেন এমন হ'ল) ধনী কেন এমন (হ'ল রাই !)
(এই যে ধনী কথা কইতেছিল)
কে লেপিবে চন্দন রাধারই অঙ্গে—
(আর কি প্রাণ জুড়াবে বল)
কে ভাসাবে জলে সখি, কে যাবে সঙ্গে।
(কৃষ্ণ-অনুরাগী ম'লে ভাসবে কিরে)

কীর্ত্তন।

নৃপতি সুখ-বাঞ্ছা যদি
ব্রজে কি আশা মিটে না হে—
গোকুলে বসতি কেউ নন্দঘোষে কয় না হে
সেথা ছিলে রাজার ছেলে,
হেথা তোমার আর কি আছে।
যদি রাজা হওয়ার সাধ ছিল হে মনে ;
নন্দকে বল নাই কেনে।
আমাদের রাই রূপসী হ'তে কুব্জা বড় সুন্দরী ;
বুকে পিঠে আছে হে কুচগিরি ;
ছি ছি লাজে মরি—
ছি ছি কালা মুখে লাজ বাস না ॥

কীর্ত্তন।

অক্রুর-তাপ তপনে যব জারব।
যদি জ্বলে গেল গো (অক্রুর) যদি জ্বলে গেল গো,
কি করব বারিদ মেঘে, অক্রুর বিচ্ছেদ তপন তাপে
যদি জ্বলে গেল গো।
ইহ নব-যৌবন বিফলে গোঁয়াইনু
(যদি নব-যৌবন বিফলে গেল গো)
কি করব সোপি আলেহে।
হরি হরি কিয়া মোর দৈব দুরাশা
সকলি কর্মের দোষ (আর কার দোষ নাহি দেখি
সকলি করমের দোষ।

কীর্ত্তন।

সংপ্রতি পুরপতি ভূপতি মহামতি হে (একি সং সেজেছে !
ওহে রাজা, ওহে সে দিন তোমার মনে নাই হে বঁধু,
এখন বিষয় বেড়েছে, ও নিরদয়)
তাহা কাঁহা পশুপতি শ্যাম হে !
তাল দল শিঙ্গা বংশী মুরলীধর হে !
(তাল পাতার শিঙ্গা বাজাইতে হে,—দাদা গ'ড়ে যে দিত,
বলাই দাদা গড়ে যে দিত, সে দিন তোমার মনে নাই হে—
তোমার হিয়া কত রজনী শ্যাম হে।

শ্রীমতী পান্নাময়ী দাসী।

কার্ত্তন।

প্রেম কি অঙ্কুর।

আত যাত ভেল না ভেল যুগল পালাসা ॥

প্রতিপদ চাঁদ উদয়, যাইছে যামিনী ;

সুখ নব ভগইনু নৈরাশা ॥

অবমুঝে নিঠুর মাধাই, আর নাই আর নাই

(এমন নিঠুর আর নাই আর নাই,

সখি আমার প্রিয়ার মত)

(তেমন নিঠুর আর নাই আর নাই)

অবধি রইল, এই অবধি অবধি হোল,

(সখি কৃষ্ণ প্রেমের অবধি হোল) ॥

কে জানে চাঁদ, চকোরিণী বঞ্চব,

আগে আমি জানি না,)

চাঁদ চকোরে বঞ্চিবে সখি জানি না—

আগে আমি জানি না,

(সখি কে জানে,)

(সে যে কু-জন ব'লে তা ত জানি না,

জানিলে প্রেম করিতাম না,

(আগে আমি জানি না,)

সু-জন ভেবে প্রাণ সঁপেছিলাম, আগে জানি না

সে যে কু-জন আগে জানি না) ॥

কীর্ত্তন।

কিবা অনুভব কানু,

পিরীতি অনুমানিয়ে—

বিঘটিত বিহি পরমাণ গো!

(পাপ পরাণ মোর, আর জানে না,—জানে না।

সদা কৃষ্ণ অনুগত—আর জানে না,—জানে না।

বিঘটিত বিহি পরমাণ গো।

আন নাহি জানত (প্রেম কৃষ্ণ বই জানে—না)।

কানু কানু করি ঝুরি গো'—

(কোথা কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে, ঝুরে যে মলাম গো,

সখি হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ ব'লে, সদা ঝুরে যে মলাম গো)॥

কীর্ত্তন।

ছি ছি কি দারুণ মানের লাগিয়ে বঁধুরে

হারায়েছিলাম।

এমন বঁধু কার বা আছে, বঁধুর মত এমন বঁধু—

কার বা আছে—

একি শ্যামল-সুন্দর রূপ মনোহর, আমি তার বিনে পরাণে গেলাম

সখি জুড়াইল মোর হিয়ে—

আমার বঁধুর অঙ্গে সুগন্ধ সৌরভ তাহার বাতাস পেয়ে,

তোমরা সখীগণ, করহ সিনান, পঞ্চ-গব্য দিয়ে শিরে

(পাপিনী পরশ ক'রেছে)

আমার বঁধুর যত অমঙ্গল সকল যাউক দূরে॥

কীর্ত্তন।

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী,

কিশোরী ক'রেছি সার।

আমি রাধা বই আর জানি না হে—

আমার রাধা ভজন রাধা পূজন

(ওগো আমার) কিশোরী ভজন রাধে প্রেমময়ী

আমি রাধা বই আর জানি না হে—

(গরবিনী কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন,

কিশোরী গলার হার ॥

দেহেতে রাধিকা, প্রেমেতে রাধিকা,

রাধিকা আরতি পাশে।

রাধা বই আর জানি না ধনি !

রাধা মন্ত্রে উপাসনা,

ওগো আমি রাধাকে ভজিয়ে রাধাকান্ত নাম

(আমি) পেয়েছি অনেক আশে ॥

(শ্যামের বচন মাধুরী শুনিয়া

প্রেম বিষে বাঁচি না)।

কীর্ত্তন।

চাঁদ চাঁদ চাঁদ চাঁদের বামে চাঁদ-বদনী দাঁড়াল।

দাঁড়াল রে বিনোদিনী যেন কাল মেঘের কোলে সৌদামিনী

আধ গলে গজমতি রে আধ বনমালা,

আধ গৌর ভেল আমার আধ চিকন্ কালা—

আধ জ্বলিছে যেন রোদের শিখা, তমাল বেড়িল যেমন

(হায়রে আমরা)

দোঁহ মুখ সুন্দর রে—কি দিব তুলনা

কানু মোর পদ্ম-মণি রাই কাঁচা সোনা ॥

কাঁচ বেড়া কাঞ্চনেতে—কাঞ্চন বেড়া কাঁচে,

রাধাশ্যাম দুঁহু তনু একই হ'য়ে আছে—

দোঁহ মুখ ফিরাফিরি রে—ফিরাফিরি বাহু,

যেমন শারদ পূর্ণিমা চাঁদ গ্রাসিল রাহু ॥

কীর্ত্তন।

বল না রে সখি কহ না রে সখি !

আমার প্রিয়া কোন্ দেশে গেছে গো

(আমায় অনাথিনী ক'রে, প্রিয়া কোন্ দেশে বা গেল গো)

(আমার প্রিয়া কোন্ দেশে বা গেল গো)

মরণ আর হয় না, তার আশা যায় না—

প্রিয়া কোন্ দেশে যায় আমারে কেউ বলে না ॥

(দূতী ভৎসনা)

পুনঃহ মিনতি করি কান রে

নাগর কত কেঁদে, কেঁদে (শ্যাম)

রাইয়ের দয়া পাবে ব'লে—

হাম তুয়া অনুগত, তোঁহে ভাল জানত,

ব্রজের বাসী কে না জানে,—

হাম তুয়া দাস ব'লে (প্রেমময়ি !)
(ওহে) তা তুমি কি জান না, প্রেমময়ি !
মহা প্রেমের স্বরূপিণি !
(কাঁহে দগধ মুঝে প্রাণ রে)
তুঁহু যদি সুন্দরি মঝু মুখ না হেরবি,
(তোমার রাঙ্গা চরণ ছেড়ে)
কোথা যাব—বল বল আর আমি কোথা যাব
(হাম প্রাণ গোকুলে চায় হে)
তুহা বিনে জীবন কোন কাজে রাখব
আমি এ ছার পরাণ রাখ'ব নাহে ॥

মাষ্টার মদন মোহন চট্টোপাধ্যায়

দেশ-খাম্বাজ।

নীল গগনতলে নিভৃত নিশার কোলে,
নীল নীরদ জলে নীরব নীথর গায় !
নীল পাপিয়া দল, নীরখি জোছনা জাল,
নীরবে উড়ে উড়ে ফুলে ফুলে মধু খায় ॥
ঝিকি মিকি ঝিকি মিকি তারা হাসিছে,
পিয়া পিউ পিয়া পিউ পাখী গাহিছে,
তাথিয়া তাথিয়া থিয়া নাচে সুধাকর পিয়া
মৃত্ মৃত্ পরশিয়া সোহাগে মলয় বয় ॥

তুমি ভাব্‌চো কেন বিনোদিনী মনেতে।

আমি এখনি হইব কালী আয়ানের তরেতে॥

আমি ত্যজে বাঁশী, ধ'রব অসি জেনো তোমার তরেতে

ফেলে বনমালা, মুণ্ডমালা লব আমি গলেতে॥

(আমি জয় রাধে ব'লে)

কল্যাণ—পূরবী।

সন্ধ্যা সমীরে থরে থরে কে দেছে মধুর বাস।

সরসীর বুকে কুমুদিনী মুখে কে দে'ছে মধুর হাস॥

চাঁদে কে দিয়েছে জোছনা রাশি,

প্রেমিকের গলে পরাতে ফাঁসি,

কামিনী অধরে কেন সুধা ঝরে কেন সেথা বহে সদা মধুমাস।

এ ভব ভবন কেন বা সুন্দর, কেন সেথা ক্ষরে সদা রবিশশি কর,

কেন বা তটিনী কুলু কুলু ধ্বনি চলিছে সাগর-পাশ॥

কীর্ত্তন।

কোথা হে প্রাণ সখা কোথা তুমি দয়াময়।

অসময়ে রাসবিহারী ঠেলোনাকো পায়॥

(আমায় দেখা তুমি হরি দেবে না কি

আমার অসময়ে দাও হে সখা)

আমি ভাল জানি হরি বিপদকাণ্ডারী অসময়ের সখা তুমি

বংশীধারী,

তবে কেন প্রাণসখা সখা হে দিতেছ না দেখা, ভুলেছ কি অভাগায়।

হরি তুমি ভোল তাতে নাইক ক্ষতি, যেন তোমাতে হে থাকে মতি,
আমি ডাক্‌ছি তোমায় ওহে অনাথের নাথ অসময়ে আমি
ডাক্‌ছি তোমায়
দেখি পাই কি না পাই তোমার দেখা।
ওহে দীননাথ দেখি পাই কিনা পাই তোমার দেখা ॥

শ্রীমতী ব্রজবালা দাসী।

সিন্ধু।

তুমি যদি ভালবাস প্রাণ আমায় মনেতে
তবে কি বিচ্ছেদ হয়, এ জীবন থাকিতে ॥
বাদী যদি হয় পরে—পরে কি করিতে পারে :
ভানু থাকে লক্ষান্তরে কমলিনী জলেতে ॥

বেহাগ।

দিনে দিনে গেল দীন-তারিণী তারা।
হ'ল না হ'ল না মা তোমারি সাধনা,
গেল না গেল না মম বিষয়-বাসনা,
অনিত্য সুখেতে মজে হ'য়ে তারা হারা ॥
এখন রে মূঢ় মন, মা নাম কর স্মরণ,
সে নাম করিলে মুখে আসিবে না শমন,
অবিরাম কর নাম তারা দুঃখহরা ॥

(ওমা তারা) কত দিনে হব পার।
তারা তোমা বিনে এ দীনের গতি নাই মা আর ॥
চাহ করুণা-নয়নে বারেক দীন জনে,
হ'ও না মা কাতরা, কৃপাবিন্দু বিতরণে—
দেহ শ্রীচরণ দাসে, মরি মা ত্রাসে, নিকটেতে এল কাল ॥
(কাল ভয় হারিণি) ॥

সুরট-মিশ্র।

যমুনারি জলে মোর কি নিধি মিলিল।
ঝাঁপ দিয়া পশি জলে, যতনে তুলিয়া গলে,
পরেছিনু কুতূহলে যে রতনে—
নিদ্রার আবেশে মোর, গৃহেতে পশিল চোর ;
কাটিল কণ্ঠেরি ডোর, মণি হ'রে নিল ॥

আজি এসেছি নাথ পায়ে ধ'রে চলে যাব।
হৃদে রেখে পা দু'খানি প্রেমজ্বালা নিভাইব ॥
এ গভীর বনমাঝে একলাটী চলে যাব,
তব নাম স্মরি নাথ তব গুণ গাইব ॥
পাতায় পাতায় তরু-লতায় তব ছবি হেরিব,
নাথ তব চারুছবি পাশরিতে নারিব ;
কেঁদে যদি সুখ পাই তবে কেন হাসিব ॥

সাহানা।

ভালবাসি ব'লে কি রে এত দুঃখ দিতে হয়।
অবলা সরলা বালা কত জ্বালা প্রাণে সয়॥
ভালবেসে এই হ'ল, মরণ নিকটে এল,
প্রাণনাথ বদন তোল, চেয়ে দেখ রে আমায়।

বাগে-শ্রী।

নাথ তুমি কয়েছিলে, তোমা বই আর কারু নই হে।
সে কেবল কথার কথা হে—
না বুঝে করিলে প্রেম রাখিতে নারিলে হে—
কলঙ্কের ডালি দাসীর মাথায় তুলে দিলে হে॥

খাম্বাজ-মধ্যমান।

তোমারই তুলনা তুমি প্রাণ, এ মহীমণ্ডলে।
আকাশের পূর্ণশশী সেও কাঁদে কলঙ্ক-ছলে॥
সৌরভে গৌরবে, কে তব তুলনা হবে ;
আপনি আপন সম্ভবে যেন গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে॥

পূরবী।

প্রাণ সঁপিয়ে পরের হাতে ভেবে ভেবে প্রাণ বাঁচে না
না বুঝে প্রেম ক'রে শেষে সইতে হ'ল এত যাতনা॥
পরের মন পাব বলে, প্রেম দিলাম হাতে তুলে
নতুন পেয়ে গেল ফেলে তুলে কলঙ্ক-নিশানা॥

ভৈরবী।

রূপের শোভা দিন দুই-চারি গুণের শোভা চিরকাল,
রূপেতে নয়ন ভোলে, গুণে করে মন পাগল।
শিমূলের ফুল দেখিতে লাল
মনে করি আছে রে মাল
পাপ্ড়ি ভেঙ্গে দেখিরে প্রাণ, মধু নাই তায় শুধুই তুলো।

শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

খাম্বাজ-যৎ।

করুণা করিয়ে কৃপাময়ী! আমায় নিজগুণে দয়া কর গো শ্যামা।
আমি জানি না ভজন, জানি না সাধন,
অতি অভাজন অধম গো মা, আমায় নিজগুণে দয়া কর গো শ্যামা
জনমাবধি আমার কুপথে ভ্রমণ, কখন করিনি সাধু আলাপন,
থাকি কুচিন্তায় রত সর্ব্বক্ষণ; আমার পারের উপায় কি হবে মা।
এ ভবজলধি কেমনে তরিব, শমনের দায় কেমনে এড়াব,
সদা পাপে রত কিসে ত্রাণ পাব, অকুল কাণ্ডারী তুমি মা।
এই দীন হীন তার নিজগুণে, এসেছি তোমার দুর্গানামে শুনে,
বিনা ও চরণ তরী তরিব কেমনে; জননি! পাষাণী হ'য়ো না মা।

কাসেংড়া—যৎ।

দিন যে আমার যায় মা কালি! ভেবে দেহ কালী হ'ল।
ঘরে ফিরে নে যা মাগো আর কত কাল ঘুরবো বল॥

ছ'বেটা গাঁট কাঁটা জুটে, আমার যা ছিল সব নিল লুটে ;
(এখন) ম'শাম শুধু বেগার খেটে বৃথা এ জীবন গেল ॥
দারা পুত্র দিয়ে মোরে, ওমা ভুলাচ্ছো কতই আমায়
থাক্‌ব না আর অন্ধকারে জেলে দে মা জ্ঞানের আলো ॥

পীলু—যৎ

উঠ গো করুণাময়ি ! খোল গো কুটির দ্বার।
আঁধারে হেরিতে নারি হৃদি কাঁপে অনিবার ॥
তার-স্বরে ডাকিতেছি তারা তোমায় অনিবার,
দয়াময়ী হ'য়ে আজ একি হেরি ব্যবহার,—
সন্তানে রাখি বাহিরে, আছ শুয়ে অন্তঃপুরে
মা মা ব'লে ডেকে মোর, হ'ল দেহ অস্থি-চর্ম্মসার ॥
খেলায় মত্ত ছিলাম ব'লে, বুঝি মুখ বাঁকাইলে,
একবার চাও মা বদন তুলে, খেলিতে যাব না আর ॥
দীন-রাম বলে ও মা, কার কাছে যাব আর ;
মা বিনে কে ল'বে এই অকৃতী অধমের ভার ॥

সিন্ধু-ভৈরবী—একতালা।

সম্পদে সে পদে ভুলে বিপদে প'ড় না।
অনিত্য বিষয়াস্পদে পদে পদে যাতনা ॥
যদি পাও হে রাজাপদ, সেও নহে নিরাপদ ;
তাই বলি চির অভয়-পদ শ্যামাপদ ভাব-না
যে পদ পঞ্চানন হৃদে, ক'রেছেন ধারণ
সেই পদ ভাব মন তোর এ আপদ রবে না ॥

ঝিঁঝিঁট—একতালা।

তারাপদ ভাবনা যে করে তার আপদ কোন্ খানে।
শিব রেখেছেন শীতল পেয়ে, হৃদ্-কমলের মাঝখানে॥
নইলে সে ত বাঁচ্‌ত না অনল-সম গরল-প্রাণে।
হারিয়ে সে ধন, নাম হারাধন, রইলি ভুলে আন-মনে;
(তুই) একান্ত-চিত্তে ডাক রে মাকে, যা আছে করুন তাঁর মনে॥

মল্লার।

রাক্ষসী প্রেয়সী শশী, গজদন্তে লাগিয়ে মিশি
আমার গলায় আস্‌ছে কাঁসি
আর বলা হ'ল না।
তোমার রূপের বালাই নিয়ে,
যে মরে সে মরুক গিয়ে;
আমি নাকে তৈল দিয়ে ছড়াই হস্ত-পা॥
তোমার কটা চোখের যে কটাক্ষ, দেখে হলেম করপক্ষ
এক হাঁপেতে লাগে মোক্ষ, বাবা রে বাবা রে॥

ঊষাবালা দাসী।

সিন্ধু।

পার কর হে বংশীধারি!
তরঙ্গেতে রঙ্গ কর মুরলীধারী॥
আমরা নবীনে বিনে, গতি নাই তোমা বিনে;
তরণী ডুবাও কেন,—ক'রে কত ছল চাতুরী॥

খাম্বাজ।

গভীর যমুনার জলে, ডুবুডুবু প্রায় তরী।
অস্থির হ'তেছি প্রাণে অবলা আতঙ্কে মরি॥
চতুর লম্পট শ্যাম, রাধারে হ'ও না বাম'
কলঙ্কে ডুবিলাম হে শ্যাম, মন সমর্পণ করি॥
প'ড়েছি শ্যাম ঘোর অকুলে লও আমার কূলে তুলে।
বিকাইব বিনামূলে, ও রাঙ্গা চরণে হরি॥

সিন্ধু।

আমি যদি শ্যামের দেখা পাই
তবে মনসাধে বাঁশী বাজাই॥
একবার বাজাও হৃদয়-শশী, আমার মন চোরের সঙ্গ লই
শ্যাম বাজায় রাধা ব'লে—
আমি বাজাইব কৃষ্ণ ব'লে—
মথুরাতে নদীর কূলে, আমার প্রাণ-বঁধুর প্রাণ ভুলাই॥

ভৈরবী।

এবার বুঝি আমার ভাগ্যে পিরীত সইল না।
সাদা প্রাণে কালী দিলে তোমার ভাল হবে না॥
শুন ওহে গুণনিধি, কেন কর অপরাধী
যার জন্য করি চুরি সেই হ'লো বাদী—
এক ক'রে যোগাই মন, তবু ত তার মন পেলাম না।

খাম্বাজ।

এমন নয়ন-বাণ, কে তোমার ক'রেছে দান।
দর্পণে হেরিলে আঁখি, আপনি হবে সন্ধান॥
নয়ন কটাক্ষ-তূণ, তাহে কটাক্ষ নিপুণ,
বিধি যদি দিত গুণ, বধিতে অবলার প্রাণ

খাম্বাজ-মিশ্র।

ফুটেছে কমল-কলি আপনি এসে জুটবে অলি
সে কেন শুন্‌বে মানা মিছে কেন বলাবলি॥
গোপনে কমল বিকাশে,
মনে মনে মন জানে তাই ভ্রমর আসে,
যারে যে ভালবাসে সে যায় তার কাছে;
জেনো লো প্রেম যেখানে, সেখানে ঢলাঢলি॥

সিন্ধু—মিশ্র।

আমার আহ্লাদে প্রাণ আটখানা!
(ও প্রাণ) কেমন কেমন করে,
আমি বুঝ্‌তে পারি না॥
আমি আসছি ধান দূর্ব্বা নিয়ে,
মামুজী কর্‌বে বিয়ে,
গলাগলি ঢলাঢলি কর্‌ব দু'জনা॥

শ্রীযুক্ত বি, কে, মিত্র।

চাষার প্রেম। (কমিক)

সোণার ফসল ক্ষ্যাতের মাঝে চিক্ চিকায়ে হাসে।
ও তোর কাঁচা সোণার বরণখানি পরান ডা যে ভাসে॥
ও বৌ লো বৌ
সাঁজের বেলি আসমানেতে
কালের দড়াদড়ি।
আল্তা মাখা পা-তুখানি তোর কস্তা পেড়ে শাড়ী॥
ও বৌ বৌ লো
বনের ধারে হরিণ ছানা কর্‌ছে ছুটাছুটী।
দেখে মনে পড়ে বৌ রে—তোর চারু নয়ন তু'টি॥
ও বৌ লো বৌ
ঢলঢলে তোর মুখের মাঝে নোলকটী জবর।
আর চাউনি খানার ধারটা যেন কাস্তেরি ঠোকর॥
ও বৌ বৌ লো
যে ধারেতে চাই'রে বৌ যে ধারেতে চাই।
ও তোর মিশি দাঁতের হাসিখানি দেখ্‌তে যেন পাই॥
ও বৌ ও বৌ লো—

কমিক।

কই রে কই রে কই রে আমার সাধের নাপ্তিনী।
কো'ন কাজে গিয়েছে সে যে কিছু না জানি॥

পাড়ার লোকের আক্কেল দেখে, থাকি আমি মনের দুঃখে,
শিউরে উঠি থেকে থেকে ভাবি দিবা যামিনী।
ভাড় বগলে বেড়াই ঘুরে, মনটি আমার থাকে ঘরে,
শেষ দশায় কি হবে আমার কিছু না জানি॥

কমিক গান।

খাবার মাহাত্ম্য—

আহা কি আছে এমন মোণ্ডার সমান রতন।
ময়রার দোকানে যাহা ক'রেছে শোভন॥
লুচি গুজিয়া গজা জিলিপি নিখুঁত খাজা
পান্তুয়া, রসে ভাসা মন বিমোহন।
মনোহর মনোহরা রসকরা রসে ভরা,
বরফিতে মন-হরা নয়ন বিমোহন।
এ সব যদি খেতে পাই মোক্ষপদ নাহি চাই—
স্বর্গে যেতে নাহি চাই—যাবত জীবন॥

কমিক গান।

(শ্যামা মায়ের দোকান)

শ্যামা কে তোমারে পারে চিনিতে।
আহা মরি মরি কৈলাসেশ্বরী কি দোকান তুমি মা ব'সেছ পেতে॥
থরে থরে কিবা রেখেছ জননী
জিলিপী কচুরী সন্দেশ পাঁপড় মুড়ী
আমি মরেছি মা ঐ মনোহরাতে॥

নিমকী মিঠাই গজা ছেনাবড়া খাজা
মদ আফিম গুলি চরস চণ্ডু গাঁজা
সব রেখেছ মা করে তাজা তাজা
বাকী আর কিছু নাইকো এতে ॥

——

ননীলাল ব্যানার্জ্জী।

দীন দুনিয়া কো মালিক খোদা নেওয়া দেওয়া সবি তার।
দুখের সুখের আসা যাওয়া যেন জোয়ার ভাঁটা দরিয়ার ॥
তক্তায় বসে আমীর বাচ্ছা, প'রে শাল দোশালা সল্মা সাচ্চা,
হ'লে পরে খোদার ইচ্ছা, শাল হবে তার টেনা সার।
দেখ্ছো যেজন ঘুরে মরে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে।
কাল সে তক্তায় বস্তে পারে প'রে সল্মা চূড়িদার ॥
সাচ্চা ধর ঝুঠা ফেলে, তাতে খোদার দুয়া মেলে,
নইলে গুটির মতন জড়িয়ে জালে ক'রে মর্বে হাহাকার ॥

——

রতন দেখিয়ে অবাক্ হইয়ে চেয়ে থাকে সবে সাগর পানে।
কোথা হ'তে ওই রতন সে পায় বল দেখি কে জানে ?
গাছে গাছে ওই কুসুমের কলি, বল কার প্রেমে পড়িতেছে ঢলি,
কুলু কুলু রবে গিরি নির্ঝরিণী গাহিছে কি গান মধুর তানে ॥
ওই যে সূরয ভাসিছে আকাশে, কেন চলে যায় কেন ফিরে আসে,
ধরাপানে চেয়ে কেন বল হাসে নিমগন বল কাহার [illegible]গানে ॥

টাকা—টাকা—টাকা।

তোমার শুভ্র বরণ, চক্রগমন—তোমা বিনা সব ফাঁকা॥

যারে তুমি হও প্রসন্ন, ধরায় সে গণ্য মান্য, হোক্‌না কেন বুদ্ধিশূন্য,

লোকে কবে ধন্য ধন্য, বলে পাণ্ডিত্যে কি ভাব মাখা!

(আবার) যারে তুমি হও বিমুখ, দুনিয়াতে তার কোথায় সুখ!

মাগ বোঝে না প্রাণের দুখ, ভূত ব'লে পুত চায় না মুখ,

(ভাবে) বৃথা ভবে প্রাণ রাখা!

নানা সাজে দুনিয়া মাঝে পেতে কুহক ফাঁদ,

কি—খেলা—খেল রূপচাঁদ!

দানধর্ম্মে ক্রিয়াকর্ম্মে কারে বা মাতাও,

বিলাস রঙ্গ-রসে (আহা) কারে বা ডুবাও,

কোথা বাধিয়ে লড়াই রক্ত-স্রোতে মেদিনী ভাসাও,

কোথা বা সন্ধি চেলে শান্তি ঢেলে ঘুরাচ্চ সংসার চাকা।

স্বর্গে যাবার তুমিই রথ, তুমিই দেখাও নরক-পথ—

হাসাও কাঁদাও সৎ-অসৎ (তুমি) কখন সোজা কখন বাঁকা।

কে বোঝে তোমার তত্ত্ব, তোমার তরে জগৎ মত্ত,

আমি তোমার অধম ভৃত্য, কৃপা ক'রে দাও দেখা॥

আমার বিবি, আমার বিবি, আমার বিবি।

তার রূপের চোটে রোস্‌নি জ্বলে কোথায় লাগে পটের ছবি॥

বিবির গলা এম্‌নি মিঠে—কথা কয় মধুর ছিটে,

কোয়েল [illegible]ড় তোলে না রা কাড়ে না,

কে জানে সে কোথা গিয়ে খাচ্ছে খাবি?

খোঁপাতে জড়িয়ে মালা, ছড়িয়ে জ্বালা,
চলে বিবি ঠাট্ ঠমকে,
নয়ন জলে সে কবিলে ভাস্‌ছে কত আমায় ভাবি ॥
পিয়ারী বড়ই মোরে পিয়ার চোখের আড় কর্‌তে নারে,
কত যুত ক'রে না গড়্‌ক সে নলটি এনে মুখে ধরে,
আদরে ঢ'লে পড়ে, কখন বা ঠোনা মারে,
(আবার) রাগ্‌লে পরে পয়জার ছাড়ে
এমন বিবি কোথায় পাবি ॥

আসোয়ারী।

বুঝলাম না তোর লীলার ধারা।
কত জনম গেল বৃথা,
আপনি শেষ শ্মশান খেলায় শিবকে কল্লি লক্ষ্মীছাড়া ॥
অবশেষে অহর্নিশি কেবা স্মরে
সাধিতেছে ঘরে ঘরে তোরি ধারা
কাঙ্গাল কেঁদে অনাদরে এরা
দয়ার নূপুর খুলে রেখে, পা দুটি মায়ায় ঢেকে,
দেখা দিবি থেকে থেকে ওমা ধর্‌তে গেলে হবি হারা ॥

আসোয়ারী।

আমার বল্‌তে ছিল যাহা, নিলি যদি ডিক্রী ক'রে,
তবে আর কেন রাখিস্ বাঁধা মা তোর দেনার দায়ে থেকে

আনিগে জবা জবা তুলে, মাকে সাজাব ফুলে,
বাবাকে তুষিব দু'টো বিল্বদলে ;
বাবা ভক্তিতে ভোলে সেটা এতই কি ভারি ॥

শ্রীযুক্ত রাধারমণ দাস।

কীর্ত্তন।

অল্প বয়সে মোর শ্যাম রসে জর জর,
না জানি কি হবে পরিণামে।
(আমার এই বয়সে এমন হল)
যদি নয়ন মুদে থাকি অন্তরে গোবিন্দ দেখি,
নয়ন মেলিয়া দেখি শ্যাম।
যদি চলে যাই পথে শ্যাম যায় মোর সাথে সাথে,
(চরণে চরণ ঠেকাইয়া)
ভ্রমেতে ফিরিয়া দেখি, কেউতো নাই সঙ্গে
(সখিরে) মরে থাকি প্রেমে মূরছিয়া ॥

কীর্ত্তন।

সো বর নাগর রাজ গো। (আমি এই এখনি দেখে এলাম)
(কিবা) তপন তনয়া তটে নিপহি নিকটে
ছিলন নটবর সাজ গো।
মরকত রতন মুকুর যিনি লাবনী প্রতি তনু পিরীতি পসরা
(পিরীতের মূরতি খানি)

শারদ চাঁদে চাঁদে মুখমণ্ডল কুণ্ডল শ্রবণে বিহারে গো।
ওগো মকর কুণ্ডল আপনি দোলে (দুই গণ্ড যুগে)
মন-মীন গ্রাস করবার লাগি ব্রজ যুবতীর।

প্রফেসার রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী।

ছায়ানট।

দীন তারিণী ব'লে মা ডাকি গো তোমায়।
তবে কেন দীনের প্রতি নিদয়া হইলি শ্যামা।
যদি পুণ্যফলে তারা তরে যায় মা ভবদারা,
তারা নাম দুখহরা ভবে আর কে কবে গো মা॥

ঝিঝিট—খাম্বাজ।

সোহাগে মৃণাল ভুজে বাঁধিল শ্রীরাধা শ্যামে।
চপলা অচলা হল, নীলাচলে মিশাইল,
শোভিল কদম্বমূল শ্রীমতি-শ্যাম সমাগমে॥
গোপনে গোপিনীকুল, সে মাধুরী নেহারিল,
পুঞ্জে পুঞ্জে অলিকুল, কুঞ্জে আসি গুঞ্জরিল,
কালায় ভাবি কাল জল রাধায় কমলিনী ভ্রমে॥

স্বপন যদি ভাঙ্গিলে রজনী প্রভাতে
পূর্ণ কর হিয়া মঙ্গল কিরণে।
রাখ মোরে তব কামে নবীন কর এ জীবনে হে।

আসোয়ারি।

বিমল আনন্দে জাগরে।
মগন হও সুখ-সাগরে॥
হৃদয় উদয় চলে দেখরে চাহি,
প্রথম পরম জ্যোতির আকরে॥

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আড়ানা।

মন্দিরে মম কে আসিল হে,
সকল গগন অমৃত মগন দিশি দিশি গেল নিশি অমানিশি
দূরে দূরে।
সকল দুয়ার আপনি খুলিল, সকল প্রদীপ আপনি জ্বলিল,
সব বীণা বাজিল নব নব সুরে সুরে॥

ভৈরবী।

তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী।
তোমারি প্রেম স্মরণে রাখি—চরণে রাখি আশা,
দাও দুখ দাও তাপ সকল সহিব আমি।
তব প্রেম আঁখি সতত জাগে জেনেও তা জানি না,
ঐ মঙ্গল রূপ ভুলি তাই শোক সাগরে নামি।
আনন্দময় তোমার বিশ্ব শোভা সুখ-পূর্ণ;
আপন দোষে দুখ পাই হে বাসনা অনুগামী॥

রামকেলী।

মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্ত দ্বারে তোমার বিশ্বের সভাতে।
উদয়গিরি হ'তে উঠে কও মোরে তিমির লয় হ'ল হৃদি সাগরে,
ভাব হ'তে জাগ দৈন্য হ'তে জাগ
সব জড়তা জাগ জাগরে সতেজ উন্নত প্রভাতে॥

ভৈরবী।

সংসারে যবে মন কেড়ে লয় জাগে না যখন প্রাণ।
তখন ওহে নাথ প্রণমি গাহিব যে তব গান॥
অন্তর্যামি ক্ষম গো আমার পুণ্যদানের বৃথা অহঙ্কার,
পুষ্পবিহীন পূজা আয়োজন ভক্তিবিহীন প্রাণ।
জপি তব নাম উচ্চ কণ্ঠে, আশা করি প্রাণপণে,
নিবিড় প্রেমের শরত বরষা নিবিয়াছে যদি প্রাণে,
সহসা একদা আপনা হইতে ভরি দিবি তুমি তোমার আমিতে,
এ ভরসায় করি পদতলে শূন্য হৃদয় দান॥

শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী।

ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী,
গর্জ্জে সিন্ধু, চলিছে তরণী,
গভীর রাত্রি, গাহিছে যাত্রী,
ভেদি সে ঝঞ্ঝা উঠিছে স্বর।

"ওঠ্ মা ওঠ্ মা দেখ্ মা চাহি
এই ত এইছি আর চিন্তা নাহি—
জননী হীনা কন্যা দীনা
ওঠ্ মা ওঠ্ মা প্রদীপ ধর ॥
লঙ্ঘি বনানী পর্ব্বতরাজি,
তোর কাছে এই আমি এইছি ত আজি ॥"
কোথায় জননি! গভীর রজনী,
গর্জ্জে অশনি, বহিছে ঝড়।
"একি! কুটীর যে মুক্ত দ্বার!
নির্ব্বাণ দীপ—গৃহ অন্ধকার—
কোথায় জননি! কোথায় জননি!
শূন্য যে শয্যা, শূন্য যে ঘর।"
সে ধ্বনি উঠিয়া আর্ত্তনিনাদে,
বিধাতৃ চরণে পড়িয়া কাঁদে;
চরণাঘাতে বজ্র নিপাতে,
মূর্চ্ছিয়া পড়িল সে অবনী'পর ॥

ও সেই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে।
কে ডাকে কাতর প্রাণে আকুল তানে বলে "আয় চলে' আয়
ওরে আয় চলে' আয় আমার পাশে।"
বলে "আয়রে ছুটে আয়রে ত্বরা,
হেথা নাইক মৃত্যু—নাইক জরা,

হেথায় বাতাস গীতি গন্ধভরা চির-স্নিগ্ধ মধুরবাসে,
হেথায় চির শ্যামল বসুন্ধরা, চির জ্যোৎস্না নীলাকাশে ॥
কেন ভূতের বোঝা বহিস্ পিছে,
ভূতের বেগার খেটে মরিস্ মিছে ;
দেখ ঐ সুধাসিন্ধু উথলিছে পূর্ণ ইন্দু পরকাশে।
ভূতের বোঝা ফেলে, ঘরের ছেলে, আয় চলে আয় আমার পাশে ॥

শ্রীযুক্ত তুলসী চরণ দাস।

খাম্বাজ।

স্বপনের ছবি সম কেরে ঐ চলে যায়।
অপাঙ্গে সুহাসি হাসি চকিতে সে ফিরে চায় ॥
ঊষার সুষমা মাখা, মোহন মূরতি আঁকা,
চরণ বিভঙ্গে কত মাধুরী ছড়ায়।
আবেশে অবশ আঁখি আবেশে আবেগময় ॥

হাম্বীর।

বাঁশরী বাজায় ফিরে ফিরে চায় কদমতলায় কেরে।
বনমালা গলে নেচে চলে প্রাণধনে এনে দেরে ॥
বল না কেমনে প্রবোধিব মনে মন ত মানা না মানে,
অবশ এ চিত মোহে বিমোহিত কি জানি কি গুণ জানে
লাঞ্ছনা গঞ্জনা আর ত সহে না পশিব যমুনা জলে।
মরণ সময় যেন রসময় মনে রেখো দাসী বলে ॥

কানেড়া।

(আজু হরি) জগন্নাথ জগদীশ।
আজি তার ব্রহ্ম পরমেশ্বর ঈশ্বর,
কলিযুগে প্রভু আপনি প্রকাশি।
গলে দোলে বনমালা বৈজয়ন্তী-হার
শ্রবণে কুণ্ডল অতি বাহার
দামিনী চমকে প্রকাশি তাহায়
কলিযুগে প্রভু আপনি প্রকাশি।
তানসান কহে এই মোর আশ,
তব চরণ তরে হইনু দাস,
মহিমা তাহারি কর প্রচার,
যুগে যুগে পাই যেন চরণ তুহারি।

ভৈরবী।

কোলের ছেলে ধূলো ঝেড়ে নে কোলে তুলে।
ঠেলিস্‌নে মা, ধূলো কাদা মেখেছে ব'লে,
সারা দিনটা ক'রে খেলা ফিরেছি মা সাঁঝের বেলা,
খেলার সাথী সে যার মত গিয়াছে চলে।
কেউতো আর চাইলে না ফিরে, নিরাশ আঁধার এলো ঘিরে,
মনে হ'লো মায়ের কথা নয়নের জলে॥

শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ দাস।

খাম্বাজ।

তারা মোরে রেখেছিল ভুলাইয়ে।
দু'দিনেরি মোহমাখা হাসি খুসি দিয়ে ॥
নিজ সুখ তরে মম সুখভোগী
তারা শুধু চায় তাহাদেরি লাগি,
মিছে আশা দিয়ে কত করে অনুরাগি,
(শেষে) দূরে দাঁড়ায়ে হাসে সর্ব্বস্ব নিয়ে ॥
দেখা হ'লে আর কথা কহে না কহে না,
এ যাতনা আর প্রভু সহে না সহে না,
শ্রান্ত চরণ আর দেহ যে বহে না,
ভাঙ্গিয়াছে ঘুমঘোর এসেছি ফিরিয়া ॥

জংলা।

অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া।
দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া।
কোন্ সাগরের পার হ'তে আনে কোন সুদূরে ধন।
ভেসে যেতে চায় মন ফেলে যেতে যায় এই কিনারার
সব চাওয়া সব পাওয়া
পিছনে ঝরিছে ঝর ঝর জল—গুরু গুরু দেয়া ডাকে,
মুখে এসে পড়ে অরুণ কিরণ ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।
ওগো কাণ্ডারী, কে গো তুমি কার হাসি কান্নার ধন ?
ভেবে মরে মোর মন কোন্ সুরে আজি বাধিবে যন্ত্র
কি মন্ত্র হবে গাওয়া ॥

হাম্বীর।

আর ভাল লাগে না তারা সহে না আর এ যাতনা
কাতর হ'য়েছি বড় কর্‌ব কি মা তাই বল মা ॥
ফেলেছে বিষম ফেরে পাই না কিছু ঠিক ঠিকানা।
কবে যে কিনারা পাব ভাবিতেছি সেই ভাবনা ॥
মা হ'য়ে সন্তানের প্রতি নিদয় হ'লে আর চলে না।
তাই বলি করুণাময়ী কৃপা ক'রে পথ দেখাও-না ॥

সিন্ধু-ভৈরবী।

খুলে দে তরণী খুলে দে ত্বরা স্রোত বহে যায় রে।
মন্দ মন্দ রঙ্গে ভেঙ্গে নাচিছে তরঙ্গ রঙ্গে,
ভাঙ্গিয়া ফেলেছি হাল, বাতাসে পরেছে পলি,
স্রোতমুখে প্রাণ মন যাক ভেসে যাক রে।
কে যাবি আমারি সাথে এই বেলা আয় রে ॥

শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত।

বাউল।

দয়াল আমায় ভবে কর পার।
আমি দীন দুরাচার,
ভজন জানি না তোমার ;
অকূলের কাণ্ডারী দয়াল তুমি ভবকর্ণধার ॥
[illegible] আশায় আমি এসেছি দুয়ারে ;—
আমি যে দিকে ফিরাই আঁখি, দেখি সব অন্ধকার ॥

সাধু মুখে শুনি আমি, পতিতের বন্ধু তুমি,
কত পাপী করিলে উদ্ধার ঃ—
আমি অধম রইলাম পড়ে ভবে, কি হবে আমার ॥
দীনহীনের এই বাসনা, পাপে যেন আর ডুবি না,
যন্ত্রণা সয় না বারে বার ;—
আমি বাঁচি যেন দয়াল ব'লে, জয় জয় হউক তোমার ॥

বেলাওল।

শুনেছে তোমার নাম অনাথ আতুর জন,
এসেছে তোমারি দ্বারে, শূন্য ফেরে না যেন।
কাঁদে যারা নিরাশায় আঁখি মুছে যায়,
যেন গো অভয় পায় ত্রাসে কম্পিত মন ॥
কত শত আছে দীন, অভাগা আলয় হীন
শোকে জীর্ণ প্রাণ কত কাঁদিতেছে নিশি দিন,
পাপে যারা ডুবিয়াছে, যাবে তারা কবে কাছে,
কোথা বা আর পথ আছে, দাও তারে দরশন ॥

কীর্ত্তন।

অন্ধ বিমূঢ় মন, কেন মজলি না রে।
(এমন হরিনামে)
ছায়া মায়া মরীচিকায়, কত আর ঘুরিবি হায়,
জান না কি প্রাণান্ত হবে হাহা ক'রে পিপাসায় ॥

প্রাণের প্রাণ হ'য়ে সদা তিনি কাছে,
তাঁহা'তে জীবিত প্রাণ, তাই প্রাণ বাঁচে,
তিনি বিনা আর কে আছে তোমার
যাবে কার কার দ্বারে

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি,
ধ্রুব জ্যোতি তুমি অন্ধকারে।
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজ
দুখ জ্বালা সেই পাশরে—
সব দুঃখ জ্বালা সেই পাশরে॥
তোমারি ধ্যানে তোমারি জ্ঞানে,
তব নামে কত মাধুরী—
যেই ভকত সেই জানে
তুমি জানাও যারে সেই জানে।
ওহে তুমি জানাও যারে সেই জানে॥

শ্রীযুক্ত রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য।

মূলতান।

মনের বাসনা যদি গাবে গান।
(মন) যদি থাকে উদ্ভব লয় স্থান॥
তার তারিণী ব'লে, তারা নামে ধর তান।
(মন রে) বসন্তের হয়ো না বশ,

বাহার অতি নীরস নট-খুটে দিওনা রে যোগ্যতা
অহং রাগ পরিহর, গৌরী আরাধনা কর,
জয় জয়ন্তী ব'লে ধর তান (মন তুমি)
তখন শ্রীরাগ আসিবে, হবে বাগেশ্বরীর অধিষ্ঠান ॥
(ও মন) আশার আশে থেকে ভুল না রে মূলতান,
মন ললিত আলাপনে তোষহ সবারি প্রাণ,
ছায়ানটের সভায় এসে, কি ক'রবে তোর মালকোষে,
(ও মন) পর যে কর তাপে আপন জ্ঞান,
এখন সিন্ধুতে পার হ'লে (ও মন)
থাকে যে গোবিন্দের মান ॥

ভৈরবী।

তুমি নির্ম্মল কর, মঙ্গল করে, মলিন মর্ম্ম মুছায়ে।
তব পুণ্য-কিরণ দিয়ে যাক্ মোর, মোহ কালিমা ঘুচায়ে ॥
লক্ষ্য শূন্য, লক্ষ-বাসনা, ছুটিছে গভীর আঁধারে ;
ওগো জানি না কখন, ডুবে যাবে কোন্ অকূল গরল পাথারে।
তুমি বিশ্ব-বিপদ্-হন্তা, তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা,
তব শ্রীচরণতলে, নিয়ে এস মোর মত্ত বাসনা ঘুচায়ে ॥
আছ অনল অনিলে, চির নভোনীলে, ভূধর সলিল গহনে,
আছ বিটপী লতায়, জলদেরি গায়, শশি-তারকায় তপনে।
আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া, বসে আঁধারে মরি গো কাঁদিয়া
আমি দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু, দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে ॥

বিভাস—(আগমনী)

ওমা গা তোল, গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল,
ঐ এল পাষাণী তোর ঈশানী।
ল'য়ে যুগল শিশু কোলে, মা কৈ ব'লে, মা কৈ ব'লে
আস্‌ছে মা তোর শশধর বরণী॥
তোমার ঐ তারা চন্দ্রচূড়-দারা (মা) চন্দ্র-দর্পহরা চন্দ্রাননী,
এমন রূপ দেখি নাই কার, মনের অন্ধকার,
হরে মা তোর শঙ্কর-ঘরণী॥
তোমার ঐ কন্যে (মা) ত্রিভুবন মাঝে, ত্রিভুবনে ধন্যে
তোর মেয়ে সামান্যে নয় গো রাণি (মা)—
আমার ভাব্‌লাম ভবের প্রিয়ে, মা নাকি তোর মেয়ে,
উমা নাকি ভবের ভয়-হারিণী॥
দাশরথি কয়, অন্তিম সময়, (মা) ওগো দিও ও পদ দু'খানি॥

টোরি—ভৈরবী।

প্রভাত অরুণ-কণ, রঞ্জিত কানন, বিকশিত কমল কলাপে।
কোকিল পঞ্চম মুখরিত কুঞ্জে, মধুকর-চুম্বিত সুমনস-পুঞ্জে,
বিহরতি মদন বিলাসে—
ত্যজ অলস, কুরু লালস, যাপিহি যামিনী চিত্তবাসে॥

তোমার চরণে করি দুঃখ নিবেদন।
শান্তি সুধামৃত অচল নিকেতন॥

হৃদয়-হীন সব বধির ভবে,
আপনারে লয়ে মহাব্যস্ত সবে,
আপ্তে না চাহে যত, স্বার্থ পরম ব্রত,
পলকে ফুরাবে প্রভু করি নিবেদন ॥
অনাদরে অবহেলে অবশ পরাণ,
চরণে শরণাগত রাখ ভগবান্ ;—
ভ্রান্ত পথেরি পাশে, নয়ন মুদিয়া আছে,
দেহ পরশ দিয়ে কর তারে সচেতন ॥

খাম্বাজ।

কে রে হৃদয়ে জাগে, শান্ত শীতল রাগে,
মোহ তিমির নাশে প্রেম মলয়া বয়।
নলিন মধুর আঁখি, করুণা অমিয় মাখি,
সাদরে মোরে ডাকি, হেসে হেসে কথা কয় ॥
কহিতে নাহিক ভাষা, কত সুখ কত আশা,
কত স্নেহ ভালবাসা সে নয়ন কোণে রয় —
সে মাধুরী অনুপম, শান্তি মধুরোপম,
মুগ্ধ মানসে মম, নাশে পাপ তাপ ভয় ॥
হৃদয় বাসনা যত, পূর্ণ ভজন ব্রত,
পুলকে হইয়া নত, আদরে বরিয়া লয় ;
চরণ পরশ ফলে, পতিত চরণ তলে,
স্তম্ভিত রিপুদলে বলে হোক্ তব জয় ॥

খাম্বাজ।

কুটিল কুপথ ধরিয়া, দূরে সরিয়া—
আছি পড়িয়া হে—
তব শান্তি-সৌধ মঙ্গলকেতু আর দেখি না
কিসে ফেলিল যেন আবরিয়া॥
দীর্ঘ-প্রবাস যামিনী আমারে
ডুবায়ে রেখেছে তিমিরে।
আর প্রভাত হ'ল না আঁধার গেল না
আলোক দিলে না মিহিরে হে—
কবে আসিয়াছি কেন আসিয়াছি কোথা,
(আজি) আসিয়াছি গেছি পাসরিয়া॥
(ওহে) তোমারি পতাকা করিয়া লক্ষ্য
(আমি) আসিয়াছি গৃহ ছাড়িয়া,
আমায় কণ্টক বনে, কে লইল টেনে,
পাথেয় লইল কাড়িয়া হে—
যদি জাগিতেছ প্রভু দেখিতেছ
তবে ল'য়ে চল আলো বিতরিয়া॥

বেহাগ—খাম্বাজ-মধ্যমান।

মন চুরি সে ক'রেছে তারে কি
সই পাব আর।

: ৪১

আমার মন চুরি করে, সে গেছে
(সই) দেশান্তরে,—
ওরে পুনঃ কি আসিবে ফিরে
হেরিব চাঁদ মুখ তার॥

৺নগেন্দ্রবালা দাসী ;

খাম্বাজ—একতালা।

আমি হারায়ে ফেলেছি আমারে
কোথা গেছি কোথা আছি শুধাবো কারে॥
নিজে খুঁজে দেখিবারে চাই—
দেখি আমি আমাতে ত নাই ;
বুঝিয়াছি চুরি গেছে চোরা ব্যাপারে
বুঝি না কেমনে পাব আমি সে চোরে॥

তারানা বাহার—খং।

এস প্রাণ সখা এস প্রাণে
মম দীর্ঘ বিরহ অবসানে।
কর তৃষিত প্রাণ অভিষিক্ত তব প্রেম-সুধারস দানে
বন আকুল বনফুল গন্ধে মুখরিত মর্ম্মর ছন্দে ;
বহে শিহরি পবন মৃদুমন্দ, গাহে আকুল কোকিল
কুহু কুহু তানে॥

৺নগেন্দ্রবালা দাসী।

ইমন-ভূপালী—কাওয়ালী।

যদি এসেছ এসেছ এসেছ বঁধু হে দয়া করি কুটীরে আমারি।
আমি কি দিয়ে তুষিব পূজিব তোমারে বুঝিতে না পারি॥
আমি যাইব কি হৃদি-পর ছুটিয়া, আমি রহিব কি পদতলে লুটিয়া,
হাঁসিব গাহিব ঢালিব চরণে নয়নের বারি।
যদি পেয়েছি তোমায় কুটীরে আমার, আশার অতীত গণি,
আজি আঁধারে পথের ধূলার মাঝারে কুড়ায়ে পেয়েছি মণি,
যদি এসেছ দিব হৃদি-আসন পাতি,
দিব গলে নিতি নব প্রেমের হার গাথি,
রহিব পড়িয়া দিবস রজনী—চরণে তোমারি॥

কীর্ত্তন—একতালা।

হারে রে রে রে রে উঠ রে কানাই।
বেলা হ'ল চল চল গোঠে যাই।
(আয় রে কানু আয়) উঠ রে গোপাল, দাঁড়ায়ে রাখাল
পথপানে সবে চায়—
বেলা হ'ল চল গোঠে খেলা করি,
কদমতলায় বাজাবি বাঁশরী, দাঁড়ায়ে পায় পায়।
বনফুল তুলি সাজাব তোরে, আয় আয় কানু উঠরে উঠরে
না খুলে ধেনু, নাহি শুনে বেণু, কাননে নাহি যায়।
পুনঃ হাম্বারবে তাদের ডাকে, ধেনু বনে যেতে নাহি চায়॥

সিন্ধু-পোস্তা।

লুকিয়ে তোমার পাশে থেকে হান্‌ব হরে পঞ্চশর।
রমণ-রসে মন মাতাব, কাতর হবেন যোগেশ্বর
রসবতী তোমা বিনা বিফল ফুল-বাণ,
ফুল-বাণে না অধীর হোলে আমার কিসের মান,
সাথী তুমি রসময়ী, তাইতে আমি ভুবনজয়ী
একাকিনী আপন হারা আমার আমি নই ;
স্মর হর নয় তো আজ হর, রঙ্গময়ীর নটবর॥

গৌরী-মিশ্র—যৎ।

উঠে চাঁদ দেখ তুমি ভুবন হাসে।
জান কি কমলিনী একাকিনী জলে ভাসে॥
গোপনে প্রেম ক'রেছে, গোপনে হৃদে ধ'রেছে,
মনের ব্যথা মনের কথা মনে হ'য়েছে—
সময় মত কাঁদিছে সোহাগ ক'রে যাব শেষে
সজনি! কুমুদিনী তোমায় সে যে ভালবাসে॥

যোগিয়া-ভৈরবী—যৎ।

জামাই নাকি শ্মশানবাসী শুন্‌তে পাই।
আমি ভেবে সারা, বল না তারা, সত্যি নাকি সুধাই তাই
একে সে ক্ষেপা-সন্ন্যাসী, বুঝিয়ে কোথায় কর[illegible]ঘরবাসী ;
পোড়ার উপর একি পোড়া শুনে ভয় পাই—
হ'য়ে এলোকেশী উলঙ্গিনী বসিস্ বুকে সরম নাই॥

মরি ভেবে বুঝাব আর কবে, ক্ষেপাকে কে বুঝাইবে তবে
মার প্রাণে বল আর কত সবে—
ঘর ক'রেছিস্ ভূতের বাসা—মেতে বেড়াস মেখে ছাই॥
নয় ত এখন কচি মেয়ে সে দিন গিয়েছে—
যা হো'ক দু'টো গুড়ো গাড়া কোলে হ'য়েছে
আর কতকাল এলো হয়ে বেড়াবি নেচে,
তুই যদি না বুঝে চলিস, বুঝবে কি ভাঙ্গড় জামাই॥

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আসোয়ারী—আগমনী।

হের গিরিরাণি! তোমার নন্দিনী রাজরাণী সাজে আসিছে।
ভিখারী-ঘরণী কে বলে তোর মেয়ে,
সিংহপরে রাজরাজেশ্বরী সেজেছে॥
চরণ তার রক্ত-উৎপল নখচ্ছটা কোটি চাঁদ চমকিছে,
সে চরণ'পরে নূপুর শোভে রে রুনুঝুনু রুনু বাজন বাজিছে॥
মায়ের ক্ষীণ কটি হেরি বুঝি বা কেশরী;
ও পদে আশ্রয় নিয়েছে;
ছিল যে দ্বিভুজা, হ'য়ে দশভুজা, তদুপরে বামা আসন ক'রেছে

বেহাগ—খাম্বাজ।

যদি পরাণে না জাগে আকুল পিয়াসা
শুধু চোখের দেখা দিতে এসো না।

ভালবেসে যদি দুঃখ পাও সখা
পায়ে ধরি ভালবেস না ॥
সারাটি দিন আমি একলা বসিয়ে,
চেয়ে রব ঐ পথের পানে ;—
সারাটি রজনী একলা জাগিব,
চাঁদ জাগিবে আমারি সনে,—
যাহা চাও সখা দিব ফিরাইয়ে
(শুধু) স্মৃতিটুকু ফিরে চেও না ॥

কাফি-সিন্ধু—যৎ ।

মিনতি করি হে কালাচাঁদ আমায় মেরো না আর পিচকারী ।
আমি এসেছি যমুনায় নিতে জল ভিজিবে নীলাম্বরী ॥
শাশুড়ী ননদী এরা প্রতিবাদিনী, বলে কলঙ্কিনী রাইকিশোরী,
তুমি আজকের মত বিদায় দাও শ্যাম কাল খেল্‌বো হোরি ॥

মল্লার—কাওয়ালী ।

সাধের ঘুম ঘোর কভু কি ভাঙ্গিবে না ।
কাল-বিছানায় শুয়ে, আশার চাদরে ঢাকা
কত দিন কেটে গেল, বিবেক রজক-ঘরে
তারে ধুয়ে লও না ॥
বিষয়-মদ খেয়ে, আছ তুমি মাতাল হ'য়ে,
সে মদের ঘোর কি রে কভু কি ভাঙ্গিবে না ;—

কোলে করি আছ শুয়ে, কামনা স্বরূপা মেয়ে,
তারে ছেড়ে একবার পাশ ফির না ॥
কি ছার ঘুমখানি, যতনে সেধেছ তুমি,
সুখের রজনী কি রে কভু ভোর হ'বে না,—
কিন্তু এ ঘুম-ঘোরে, মহাঘুমে ঘেরিবে তোরে,
ডাকিলে চেতনা যে দিন আর তুমি পাবে না।
তখন প্রাণের বাছাগুলি, প্রিয়ারও আকুল বুলি,
ডেকে ডেকে আর তোমায় জাগাতে পারিবে না।
এখন ফিরে যাবার বেলা হ'ল, আর কত ঘুমাবে বল,
সময় থাকিতে কেন হরি হরি বল না ॥

সাহানা।

আড় লুকিয়ে লুকিয়ে পোড়া পিরীত রাখ্‌বো কত আর।
দেখ পিরীত হ'লে, প্রকাশ পেতে বাকি থাকে কার ॥
পিরীত করা কি ঝক্‌মারী, উভয়েরি লুকোচুরি,
পিরীত করা কি দাগাদারি শেষে প্রাণ বাঁচান ভার ॥

ললিত-ভৈরবী।

কালি বেলা অবসানে
গিয়া যমুনা সিনানে
মোহন মূরতি এক, দেখিয়া আসিনু এক,
রসে তনু ঢল ঢল, তাহে নব নটবর,
হেলিয়া দুলিয়া সখি বাঁশীটি বজায় গো।

বরণ উজ্জ্বল শ্যাম,　　　　রূপ জিনি কোটি কাম,
ধরিয়া রাখাল-বেশ গোধন চরায় গো ॥
অলকা-বলিত মুখ,　　　　ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম রূপ,
পদতলে পড়ি কত শত চাঁদ কাঁদে গো।
সে রূপেরি সাগরে　　　　নয়ন দিনু কাতরে,
হিল্লোলে ভাসিয়া গেল যুগল নয়ন গো ॥
নয়নে ভুলিব ব'লে　　　　ডুবিল মন অতল জলে,
আঁখি মন হারাইনু, এবে পাগলিনী গো ॥

খাম্বাজ।

কদমতলায় কে গো বাঁশরী বাজায়।
এতদিন আসি যমুনার জলে,
এমন মোহন মূরতি কভু দেখিনি এসে হেথায়,
অঙ্গ অগুরু-চন্দন চর্চ্চিত বনমালা গলায়।
কুঞ্জ বকুলেরি মালে বাঁধিয়াছে চূড়াটি গো, ভ্রমর গুঞ্জরে তায়।
বিম্ব অধরে অর্পিয়া বেণু, সেই রবে গো-ধেনু চরায়।
সুন্দর, সুঠাম, ত্রিভঙ্গ, ভঙ্গিম, কালরূপ দেখি সখি ভুবন ভুলায়

বেহাগ।

যে দিন বুকে রাখ্‌তে তোমায় চেয়েছিনু প্রাণ,
সে দিন তোমার মন হ'ল না
এখন উলটো অভিমান, কেন লো
উলটো অভিমান।

একদিন পায়ে ধ'রে কত কেঁদে গেছি, (কত কেঁদে গেছি)
সে দিন করলে তুমি মান
এখন প্রেম-নদীতে জলের অভাব,
নাই জোয়ারের টান রে, আমার নাই জোয়ারের টান ॥
একদিন তোমায় পেলে হৃদ-মাঝারে বাড়তো প্রেম-তুফান—
এখন জোয়ারের জল শুকিয়ে গেছে,
নাই তাইতে টান রে আমার নাই তাইতে টান ॥

কাওয়ালী।

করালবদনী কালী কপালিনী কালিকে।
করুণা করিতে যেন কৃপণতা কর না সুতে ॥
দনুজদলনী দয়াময়ী দাক্ষায়ণী,
অশরণ জনের শরণ-সুখদায়িনী,
পরমা প্রকৃতি পরমেশ্বরী মোহিনী, হেম ভূধর-দুহিতে।
চতুরানন, পঞ্চানন গুণ গায় ঈষৎ তব লীলার,
শচীপতি হয় যার দশ শত বদন প্রণত সদা যার পায়,
কি ভার তোমার রাম শঙ্করে তারিতে ॥
জগতজননী জগদীশ্বরী যা কর,
যতেক জনার জীবনরূপে বিহর,
অখিল ভুবনে যত সুরাসুর নাগ নর
তুমি সব, সব তোমাতে ॥

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বারোঁয়া—খেমটা।

যাদু আড়-নয়নে মুচ্‌কি হেসে আর মের না আমারে।
যদি না পার্‌বে ভালবাসা দিতে,
তবে কেন সরল প্রাণে দাগা দাও জোর ক'রে হে॥
তুমি মনোমত ধন নিয়ে থেক চাঁদ পানে চেয়ে,
তোমাদের প্রেমের কথা কিছু আমি শুনতে আসবো না,—
আমি থাক্‌বো দূরে দূরে, তোমার কাছেও যাব না রে,
শুধু চাঁদপানা ঐ মুখখানি দেখ্‌বো ঘুরে ফিরে ;—
তুমি হাসিমাখা মুখটি নিয়ে দেখা দিও মোরে॥

কমিক।

দাদা গো আর বুঝি মোর বিয়ে হ'ল না !
বয়স হ'ল তিন কুড়ি পার, আই বুড়ো নাম ঘুচ্‌লো না (ঘুচ্‌লো না)।
ঘোর গরমে দুপুর বেলা, এগিয়ে দিয়ে ভাতের থালা,
খাও না ব'লে আদর ক'রে,
কেউ তো মোরে ডাক্‌লে না (ডাক্‌লে না)।
চালের গিরে গুণে গুণে, রাত কাটাতে আর পারিনে,
বোয়ের গায়ে হাতটি দিয়ে (হাতটি দিয়ে)
দম ভরে ঘুম হ'ল না (হ'ল না)।
একটা খাঁদা প্যাঁচা যদি হ'ত বংশ তবু রক্ষা পেত,
আমি ম'লে এ পুরুষে কেউ
পিণ্ডি দিতে রইলো না (রইলো না)॥

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

খাম্বাজ।

ভুলিতে কি বল সখি, আমি কেমনে ভুলিব তায়।
যৌবনেরি ভালবাসা মলে কি গো ভোলা যায়॥
যুগ-যুগান্তর কেটে গেলে,
সে রতন আর নাহি মিলে,
যৌবনেরি ভালবাসা মলে কি গো ভোলা যায়।
আপনার প্রাণ হাতে ক'রে (একদিন)
দিয়েছি তার করে ধ'রে,
বল তারে কেমন ক'রে প্রাণের বাহির করা যায়॥

সিন্ধু—খাম্বাজ।

প্যারি ঐ এলো বুঝি তোর,
শঠ লম্পট শ্যাম নটবর,
পরবধূবাসে করে নিশি ভোর॥
প্রভাতে উঠি আসিতেছে হাটি,
অলস আবেশে টলে পদ দু'টি,
আঁখিটি পালটি চাহে মিটি মিটি,
এখনও ঘোচেনি ঘুমের ঘোর।
শ্রান্ত প্রাণাকান্ত প্রেম-রঙ্গ করি,
দেখে দুঃখ হয় রাগে জ্ব'লে মরি,
আমায় ফুলশয্যা ক'রে দে না লো কিশোরি,
পাসরি যে জ্বালা দিয়াছে কিশোর॥

একে গোপী-প্রেমভাবে তিন ঠাঁই ভঙ্গ,
ভারের উপর ভার সর্ব্ব-অঙ্গ ভঙ্গ,
প্রভাহীন প্রভাতে করিয়া অপসঙ্গ,
চাঁদ নয় যেন এলো চোর (গো)
কমল-বঁধু বেশে আসি পদ্মফুলে,
প'ড়েছিল বঁধু কেতকীর ফুলে,
কৃষ্ণ-সেবা সে কি জানে গো গোকুলে,
বলিতে পারি করিয়া জোর ॥

মিস্ দাস।

বেহাগ—কাওয়ালী।

চির সখা ছেড় না মোরে ছেড় না।
সংসার গহনে নির্ভয় নির্ভর, নির্জ্জনে সজনে সঙ্গে রহ।
অধমের হও ধন, অনাথের নাথ হও হে অবলের বল,
জরা ভারাতুরে নবীন কর, ওহে সুধাসাগর ॥

বাহার।

একি করুণা করুণাময়! হৃদয় শতদল উঠিল ফুটি,
অমল কিরণে তব পদতলে হে!
অন্তর বাহিরে হেরিনু তোমারে,
লোকে লোকে লোকান্তরে,
আঁধারে আলোকে, সুখে দুঃখে হেরিনু হে;
স্নেহে প্রেমে, জগতময় চিত্তময় হে ॥

বাহার।

একি আকুলতা ভুবনে! একি চঞ্চলতা পবনে!
একি মধুর মদির-রস-রাশি, আজি শূন্যতলে চলে ভাসি,
ঝরে চন্দ্র করে একি হাসি, ফুলগন্ধ লুটে গগনে॥
একি প্রাণ ভরা অনুরাগে, আজি বিশ্ব জগৎ-জন জাগে,
আজি নিখিল নীল গগনে, সুখ-পরশ কোথা হ'তে লাগে,
সুখে শিহরে সকল বনরাজি, উঠে মোহন বাঁশী বাজি—
হের, পূর্ণ বিকশিত আজি মম অন্তর সুন্দর স্বপনে!

(আহা) জাগি পোহাল বিভাবরী,
ক্লান্ত নয়ন তব সুন্দরি!
ম্লান প্রদীপ উষানিল চঞ্চল,
পাণ্ডুর শশধর গত অস্তাচল,
মুছ আঁখিজল, চল সখি চল
অঙ্গে নীলাঞ্চল সম্বরি॥
শরৎ প্রভাত নিরাময় নির্ম্মল
শান্ত সমীরে কোমল পরিমল,
নির্জ্জন বনতল শিশির সুশীতল
পুলকাকুল তরু বল্লরী!
বিরহ-শয়নে ফেলি মলিন মল্লিকা,
গাঁথি লহ অঞ্চলে নব শেফালিকা,
অলকে নবীন ফুল-মঞ্জরী।

রামপ্রসাদী।

আমি কি দুখেরে ডরাই।

তবে দাও দুখ মা আর কত চাই।

আগে পাছে দুখ চ'লে মা, যখন আমি যেখানে যাই,

তখন দুখের পশে চলে গিয়ে দুখ দিয়ে দুখের বাজার মিলাই॥

বিষের ক্রিমি বিষে থাকে মা'—বিষ খেয়ে প্রাণ রাখে সদাই,

আমি তেমনি দুখের ক্রিমি (মাগো) দুখের বোঝা নিয়ে বেড়াই।

প্রসাদ বলে মা ব্রহ্মময়ি,—বোঝা নামাও খানিক জিরাই,

ওমা সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে, আমি করি দুখের বড়াই॥

টোরী-ভৈরবী।

অয়ি, ভুবন মন-মোহিনি!

অয়ি নির্ম্মল সূর্য্য-করোজ্জ্বল ধরণি!

জনক জননী জননি!

নীল-সিন্ধুজল ধৌত চরণতল,

অনিল বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল

অম্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল শুভ্র তুষার কিরিটীনি,

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,

প্রথম সাম রব তব তপোবনে,

প্রথম প্রচারিত তব বন-ভবনে,

জ্ঞান ধর্ম্ম কত কত কাব্য-কাহিনী।

চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন;

জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা, পুণ্য-পীযূষ স্তন্য-বাহিনি॥

শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়

(ষ্টার থিয়েটার)

খাম্বাজ—কাওয়ালী

কেমনে বুঝিব তোমারি ছলনা
অবোধ অপরাধিনী আমি যে ললনা।
প্রেমবাণ মেরেছ হৃদে আসিতে আসিতে,
তুমি ত আছ হে ভাল প্রাণ খুলে বল না॥

কীর্ত্তন-মিশ্র-খাম্বাজ—একতালা।

ঢল ঢল কাচা অঙ্গের লাবনি অবনী বহিয়ে যায়।
ঈষৎ হাসিয়া তরঙ্গ-হিল্লোলে মদন মূরছা পায়।
মালতীফুলের মালাটী গলে,
হিয়ার মাঝারে দোলে,
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমরা লুটিয়া চরণতলে,
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া মরাল-গমনে চলে,
না জানি কি জানি হয় পরিণাম, দাস গোবিন্দ বলে॥

কীর্ত্তন-মিশ্র-খাম্বাজ—একতালা

আমার খাচার পাখী গেল উড়ে থুয়ে দুটো লম্বা ঠ্যাং।
শেয়ালগুলো ডাকছে খেয়াল তান ধ'রেছে কালো ব্যাং।
এমন করে প্রেম ক'রে সই,
ডাল দিলে ডালনা দিলে দিলে নাক শুখ দই,
তাইতে এবার গাজন বন্ধ চড়কতলায় ছ্যাডাং ড্যাং॥

শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়

কীর্ত্তন

এস বঁধু এস, আধ ফরাসে বসো,
কিনিয়া রেখেছি কলসী দড়ি (তোমার জন্য হে)
তুমি হাতী নও ঘোড়া নও
যে সোয়ার হ'য়ে পিঠে চড়ি ॥
তুমি চিড়ে নও বঁধু, তুমি চিঁড়ে নও
যে খাই দধি গুড় মেখে (বঁধু হে)
যদি তোমায় নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি
চিড়িয়াখানায় দিতাম রেখে ॥

কীর্ত্তন—লোফা।

শ্রীমুখপঙ্কজ দেখ্‌বো বলে হে, আমি তাই এসেছি এ গোকুলে।
আমায় স্থান দিও রাই চরণ-তলে ॥
মানের দায়ে তুই মানিনী, আমি তাই সেজেছি বিদেশিনী,
এখন বাঁচাও রাধে কথা ক'য়ে, চলে যাই হে চরণ ছুঁয়ে।
দেখ্‌বো তোমায় নয়ন ভ'রে, তাই বাজাই বাঁশী ঘরে ঘরে,
যখন রাধে ব'লে বাজে বাঁশী, তখন নয়ন-জলে আপনি ভাসি,
তুমি যদি না চাও ফিরে, তবে যাব যমুনা-তীরে,
ভাঙ্গবো বাঁশী ত্যজবো প্রাণ, এই বেলা তোর ভাঙ্গুক মান।
(শ্রীমুখপঙ্কজ দেখ্‌বো বলে হে)

শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী।

হাম্বীর মিশ্র—যৎ

মন যে নিল সে ত আর ফিরে দিল না।
জনম ফুরায়ে গেল আর দেখা হ'ল না॥
তাহারে হেরিলে সই, মুখপানে চেয়ে রই
বলি বলি মনে করি আর বলা হ'ল না।
নিশিতে ঘুমায়ে থাকি, শয়নে স্বপনে দেখি,
ইচ্ছা হয় হৃদে রাখি আর রাখা হ'ল না॥

হাম্বীর—যৎ

আসি ব'লে চলে গেল সই কই সে আর আসিল না।
আমি ভাবি তারি তরে, সে ত কভু ভাবে না॥
ব'লেছিলাম দুঃখভরে,
ধ'রে তারি দু'টি করে,
যাবে যাও হে প্রাণনাথ যেন ভুলে থেক না॥

জঙ্গলা—দাদ্‌রা।

প্রাণ তোমার সুখের পথে কাঁটা হবো না আমি।
একবার দেখে চ'লে যাব আর তো আসবো না আমি॥
কত যে কেঁদেছি আমি, আর তো কাঁদবো না আমি।
এই যে দেখা শেষ দেখা, আর কিছু চাই না আমি॥

শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী

সিন্ধু-মিশ্র—ষৎ।

মনে করি ভুলি ভুলি ভুলিতে পারি না তারে।
ক্ষণে ক্ষণে দেয় দেখা আসিয়ে হৃদয় মাঝারে॥
এত সাধের ভালবাসা, এত সাধের প্রেম-আশা
(আমার) সকলি ফুরায়ে গেল—হায় হায় একেবারে॥

কাফি-সিন্ধু—আড়াঠেকা।

ভালবাসি ব'লে কিরে আসিতে ভালবাস না।
আপন করম দোষে হ'লো না সুখ-সাধনা॥
হেরে তব মুখশশী, সুখের সাগরে ভাসি,
দেখিতেছ না ফিরে ফিরে ভাবিতে তব ভাবনা।
তুমি মম ধ্যান, জ্ঞান, তুমি মম জীবন,
বধিতে অবলার প্রাণ ক'রেছ বিবেচনা॥

কেদার—মিশ্র।

দেখ সখা ভুল ক'রে ভালবেস না,
আমি ভালবাসি ব'লে তুমি যেন বেস না।
আমি সুখী হব ব'লে তুমি কাছে এস না॥
আপন বিরহ ল'য়ে আপনি আছি ভাল,
কি হবে চির আঁধারে নিমিষেরি আলো,
আশা-স্রোতে ভেসে যাই, যা হ'বার হবে তাই,
আমার অদৃষ্ট-স্রোতে, তুমি যেন ভেস না॥

ছায়ানট।

কেনরে মন কিসের তরে মিছে কেন ভাব সে ভাবনা।
পর কি কখন হয়রে আপন অন্য গাছের ছাল অন্যে
লাগে না॥
প্রথম প্রথম ব'লে আকাশেরি চাঁদ
এস কোলে করি ওরে সোণার চাঁদ
বিধু মুখে হাসি, কর তুমি খুসি
দু'দিন বাদে তোমায় কেউ পুঁছবে না॥

দেশ।

আমার মন বেদনা সই ব'ল কারে কই।
মরমে মরম ব্যথা মরমেতে মরে রই॥
যে ক'রেছে মন চুরি
কেমনে তারে পাশরি
সতত যাহারে হেরি সে বিনে প্রাণ বাঁচে কই॥

ভৈরবী।

আনন্দময়ী হ'য়ে গো মা আমায় নিরানন্দ ক'রো না।
ভবানী ভাবিয়ে পারে যাব চ'লে, আমার মনে ছিল এই বাসনা
অহরহ নিশি দুর্গানামে ভাসি, (ওগো তবু দুঃখরাশি গেল না)
আমি যদি মরি হর-শঙ্করি! তবে দুর্গা নাম কেহ লবে না॥

টোড়ী।

বৃথা দিন গেল হে হরি ;
আমি ভজন সাধন কখন করি।
প্রভাত সর্ব্বরী, হ'লে মনে করি, তুলসী কুসুম চয়ন করি।
আমার এমনি মায়াযোগ (হরি হে) হয় না মনোযোগ,
ভূতের বেগার খেটে মরি॥
কেউ নাহি বন্ধু, ওহে দীনবন্ধু, ভবসিন্ধু আমি কিসে তরি,
আমায় বেঁধে মায়াপাশে (হরি হে) চতুর্দ্দিকে ব'সে,
রমানাথ ভাবে কি ঝকমারি॥

ইমন-ভূপালি।

হর হর শঙ্কর শশাঙ্কশেখর, ব-ব-বম্ ভোলা শিব মহেশ্বর।
ফণীন্দ্রভূষণ, নগেন্দ্র-শাসন উপেন্দ্রমোহন, যোগী দিগম্বর।
অনাদি অশেষ পরেশ মহেশ, শেষ বিশ্বেশ যোগী দিগম্বর,
বব বম্ বব বম্ গালবাদ্য কর, দৃমিকি দৃমিকি দৃম বাজে ডম্বর
তাথৈ তাথৈ তালে নাচে মহেশ, হর বম্ হর বম্ সদা
করে ডম্বুর॥

সিন্ধু

তুমি মা তারা দুঃখহরা, আমার চ'খে কেন ধারা।
কেউ নাই মা এ সংসারে, ওগো আপন আপন নিয়ে তারা॥
কেন ভবে পাঠায়েছিলি, পরে কেন কাঁদাইলি,
ভবের ভার আর সয় না প্রাণে, কোলে নে মা ভবদারা॥

পিলু।

তুমি আমার পোষা পাখী আমি তোমার পিঞ্জরা।
আমায় ছেড়ে যাবে কোথা ওরে কাল ভ্রমরা ॥
যে অবধি গেছ তুমি হ'য়ে আছি কাতরা,
হৃদয়খানি খুলে দেখ হ'য়ে গেছে ঝাঁজরা ॥

মরি হ'ল একি দায়।

সে যদি না চায়, প্রাণ যারে চায়, সে না ফিরে চায়
অবলায় কেন গো কাঁদায়॥
যারে ভালবেসে ভাবিয়ে আপন,
সে না ফিরে চায় আমারে এখন,
কেন গো হ'ল এমন, নাহি জানি তারে, মন কাঁদালে অবলায়
প্রেমসিন্ধুনীরে উঠিল গরল, নাহি জানি আর ভাবিয়া কি ফল
মুদিত হইল কুমুদ সকল দহিল আমায় ॥

বেহাগ।

প্রেম ক'রে প্রাণ সখি প'ড়েছি বিষম দায়।
পরে রে আপন ভেবে আপনারি প্রাণ যায় ॥
ত্যজে সখি কুলমান সঁপিয়াছি মন প্রাণ,
কথায় কথায় অপমান, সদা করে অপমান,
তবু ত প্রাণ তারে চায় ॥

শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী

কেদারা।

স পেছি জনমের মত এ জীবন তব করে,
মরমে মরিতে হয় আছি চিরদিন তরে।
কি আর রেখেছ বাকী ডুবে তব প্রেমনীরে,
দিবানিশি নিরবধি দংশিতেছে বিষধরে,
এমন কঠিন তুমি বারেক না চাহ ফিরে
হানিতেছ তীক্ষ্ণ ছুরি কেন আর বারে বারে॥

মল্লার।

আমারে গোপন ক'রে ধর্‌তে চাও কি উড়ো পাখী।
বল্‌তে পারি মনের কথা আমার কাছে লুকোচুরি।
খুলে বল মনের কথা, ঘুচিয়ে দিব প্রাণের ব্যথা,
তাই এসেছি আমি হেথা, আমা ছাড়া প্রেম করি,
এ চোখে প্রেমিক হ'লে প্রাণে প্রাণে মিশে রাখি॥
যে যাহারে ভালবাসে, সে প্রেম আছে আমার কাছে
আমিত কাঁদিব না ভালবাসা যে জানে না
মনের মতন পেলে পরে প্রাণে প্রাণে মিশে থাকি॥

কানেড়া।

এত সাধিলাম কাঁদিলাম ধরে দু'টি পায়
কত বুঝালেম করে ধ'রে মিনতি করিয়ে তায়।

পায়ে ঠেলে চলে গেলে সে নিঠুর আমায় রে
আশা যা ছিল আঁখি জলে তা ডুবিল,
সুখ-পাখী উড়ে গেল নিরাশা পবনে হায় (রে)॥

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু।

কমিক (মাঝির গান)।

ওরে লাজের মামুদ চল না যাই ঘরে।
কাজ নেই ওরে কাজ নেই আর
ঐ কচু পোড়ার নোজগারে॥
ঐ যে প'লো ফাগুন মাস, বন্ধু রইল পরবাস,
কে দেবে, কে দেবে আমার বাগুণ ক্ষ্যাতে চাষ—
আর ঐ গ্যাজ্‌লা কোহিল গ্যাজ্‌লায় ব'সে
কুহু কুহু রব করে॥

বাউল।

মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে।
তারা যে করে হেলা, মারে ঢেলা, ভিক্ষা ঝুলি দেখ্‌তে পেলে॥
ক'রেছি মাথা নীচু, চ'লেছি যাহার পিছু
যদি না দেয় সে কিছু অবহেলে।—
তবু কি এমনি ক'রে ফির্‌ব ঘরে আপন মায়ের প্রসাদ ফেলে॥
কিছু মোর নাই ক্ষমতা, সে যে তোর মিথ্যা কথা;
এখনও হয়নি মরণ বিশকোটী ছেলে।—
আমাদের [illegible]ন শক্তি, আপন ভক্তি চরণে তোর দেব মেলে॥

নেব গো মেগে পেতে, যা আছে মোর ঘরেতে,

দেবো তোর আচল পেতে চিরকেলে—

আমাদের সেই খানে মান সেই খানে প্রাণ

সেইখানে দিই হৃদয় ঢেলে ॥

কীৰ্ত্তন।

সজল-জলদাঙ্গ সুত্রিভঙ্গ বাঁকা তরুমূলে।

হেরিলে হরে জ্ঞান মন প্রাণ পড়ে পদতলে ॥

নবীন নটরাজ কে বিরাজে ব্রজমণ্ডলে

সাজ হেরি লাজে দ্বিজরাজ নভোমণ্ডলে

উচ্চশিখা তুচ্ছ করি পুচ্ছশিখা বামে হেলে,

তুচ্ছ করে জাতি ধর্ম্ম, মূর্চ্ছা করে নারীকুলে ;

নীলকণ্ঠ ভণে ; ক্ষণে ক্ষণে অচেনায় চিনিতে পারে,

চিনিতে পারে—জিনিতে পারে, কিনিতে পারে বিনামূলে

মাঝির গান।

মন মাঝি তোর বৈঠা নে বে ভাই

আমি আর বাইতে পাল্লাম না।

(ও) নৌকা ভাইটোয় বই আর উজোয় না ॥

(আমি) সারা জনম বাইলাম বৈঠা রে

তবু তোর মনের নাগাল পালাম না ॥

ভাঙ্গা দাড় আর ছেঁড়া দড়ি রে
নৌকার হালে জল আর মানে না।
অফর বেলায় ধর্‌লাম পাড়ি রে,
নদীর কূল-কিনারা পাইলাম না॥

কীর্ত্তন।

আমি যাহার লাগিয়ে কলঙ্কিনী নাম কিনিনু ব্রজের মাঝে।
আমি যাহার লাগিয়ে কাননে পশিনু, সাজিনু যোগিনী-সাজে॥
(ওগো প্রাণসখি!)
ত্যজি পিতা-মাতা পতি ধন জন সতত সেবিনু যারে।
ও আমার প্রাণের অধিক প্রাণ-বল্লভ
আমি আজিকে হারানু তারে॥
আমি মুকুতা পাইতে সাগর ছেঁচিনু উঠিল গরল-রাশি।
আমি নন্দন-কাননে দেবতা পূজিতে দানব উদিল আসি॥

কমিক।

রাম তুই হলি বনবাস,
একি হেরি সর্ব্বনাশ।
তোরে ছেড়ে রবে না প্রাণ
আমার ধ্রুব এ বিশ্বাস॥
নিতান্ত যাবি রে বনে
সঙ্গে নে সীতা লক্ষ্মণে
ভাল এক জোড়া পাশা আর
ভাল দু'জোড়া তাস॥

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু।

আমি যদি তুই হইতাম,
পোর্টম্যাণ্টার ভিতর নিতাম
বঙ্কিমের খানকতক ভাল উপন্যাস

কীর্ত্তন।

কিছুই ব'ল না তারে গো সে যে আমার বঁধু,
আমি তারি বিরহে মরি মরমে (কিছুই ব'ল না সে যে আমারি)
বঁধু—তা কে না জানে, সে যে আমার কেনা বঁধু,—
আমার প্রাণ-মন দিয়ে কেনা বঁধু।
তারে এক বেঁধেছে নন্দরাণী,
আবার বেঁধেছে সব গোপিনী,
তার যে অভিমান মনে ছিল, তাই তো মথুরায় গেল,
তাই তো রাধার দশা এমন হলো॥

কমিক।

আপন বঁধুয়া আন-বাড়ী যায় আমরা আঙ্গিনা দিয়া।
প্রাণ রাখিতে নারি, আমার প্রাণ গেল,
(সখি আমার বড় জ্বালা, জীবন রবে না গো,
ও তার অবহেলায় প্রাণ আর রবে না)।
সখি আমায় ধর ধর ধর বুঝি ত্বরা করি শ্যামের বিরহে
আমি বুঝি মরি প্রাণে (প্রাণ যায় গো!)।

কমিক।

হরি হে দেখ্‌লাম তোমার চিড়িয়াখানায়
বাড়ছে বাহার দিনে দিনে।
রং-বেরং পশু-পাখী কতই দেখি, সাধ্য কার তা কে বা চিনে॥
জানিতাম পশু ব'লে, চার পায় চলে, লোম গায়ে লেজুড় পিছনে।
এদের নয় সে আকৃতি নবাকৃতি
দুইখানি পদ লেজুড় বিনে (বলি এ নূতন পশুর)
গো মহিষ হরিণ মেষে শিংদে ঢুঁসে
মারতে আসে সবাই জানে॥
এদের সিং হয় না মালুম, হায় বেমালুম,
শিংএর ঘায়ে প্রাণে বাঁচিনে (বেমালুম)।
কেউ নারিকেল গাছে চিলের সাজে
ব'সে সর্ব্বদিক নজর হানে,
কার কিসে মারবে সে ছোঁ, ব্যাং কি ছুঁচো,
কখন বা কারে বধে প্রাণে (বলি সে চিলের সাজে)॥

কীর্ত্তন।

কেন আর গাঁথ লো মালা
মালা গেঁথ না মানিনী।
আজ হ'তে হবি পাগলিনী॥
বল আর কি হবে মালায়,
ছেড়ে যদি চলিল কানাই,
ঐ মালা তোর কাল-মালা হবে লো রাজনন্দিনি।

জ্বালা পাবি রাই পাবি রাই
(ঐ দুঃখের মালা আপন গলে)
বনমালী বিনে মালা কার গলে দুলাবি ধনি,
কালা গেলে মালা হেরে কাঁদবি লো দিবা-যামিনী।
ঠিক তেমনি ঠিক তেমনি ক'রে,
এই কুঞ্জে সেই নটবরে,
তুমি কাঁদিয়ে ছিলে বিনোদিনি (মানিনী হ'য়ে) ॥
(গরবিণী বরণ ধরায়েছে, কালা আপন বরণ ধরায়েছে)
জিবাইবে ভেল সন্দেহ।
বুঝি বাঁচিবি না রাই, কালার সঙ্গে প্রেম ক'রে
বুঝি বাঁচিবি না রাই ॥

কীর্ত্তন।

আমি সংসারে মন দিয়েছিনু, তুমি আপনি সে মন নিয়েছ
আমি সুখ ব'লে দুঃখ চেয়েছিনু, তুমি দুঃখ ব'লে সুখ দিয়েছ ॥
হৃদয় যাহার শতখানে ছিল শত স্বার্থের সাধনে।
তাহারে কেমনে কুড়ায়ে আনিলে, বাঁধিলে ভক্তি-বাধনে ॥
সুখ সুখ ক'রে, দ্বারে দ্বারে মোরে কতক দিকে কত খোঁজালে।
তুমি যে আমার, কত আপনার, এবার সে কথা বুঝালে ॥
করুণা তোমার, কোন্ পথ দিয়ে, কোথা নিয়ে যাও কাহারে।
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়ে, এনেছ তোমারি দুয়ারে ॥

ভিখারীর গান

জয় রাধে গোবিন্দ বল (ও আমার মন)।
আহা জয় রাধা গোবিন্দ বল॥
এ নাম মধুর হোতে মধুর (বল)
এই নামের গুণে তরে যাবে,
ও নামে পাপী তরে,
ও নাম লহ রে লহ রে প্রহরে প্রহরে।
এই মধুর গোবিন্দ নাম যে শুনেছে,
ও সে তরে গেছে।
আহা জয় রাধে গোবিন্দ বল॥

কমিক।

ঘাটে লাগায়ে ডিঙ্গা পান খায়ে যাও।
পান খায়ে যাও রে বঁধু তামুক খায়ে যাও॥
কোন্ গেরামের লাও তোমার কোন গেরামের যাও
একখান কথা কও বা না কও, পান খেয়ে যাও॥
আমার গাছের পান-সুপারি তোমার কড়ির ভাও।
কড়ির কথা শেষ হবে পান খায়ে যাও॥

থাকমণি দাসী।

বেহাগ খাম্বাজ।

ছি ছি কেন ব'লে গেল।
আস্‌বে বঁধু আশা দি'য়ে শ্যাম আমার নাহি এলো॥

চাঁদ পানে চেয়ে চেয়ে, শ্যামচাঁদে খেয়াইয়ে,
আমার সুখের নিশি কুঞ্জে ব'সে পোহাইল॥

খাম্বাজ।

আ মরি কি মালা গেঁথেছো।
মদনের বাণ যাদু হাতে ক'রে এনেছো॥
হেরিলে ঐ ফুলমালা ভোলে কত রাজবালা,
আমি তোর মাসী মালিনী, আমারি প্রাণ বেঁধেছো।
আমি তোর মাসী মালিনী, কড়ের াঁড়ী নাইকো স্বামী,
কি বল্‌বো রে বাছা তুমি মাসী ব'লে ফেলেছো॥

খাম্বাজ।

(আমি) না জেনে পরেশ ভ্রমে পাষাণে প্রাণ স'পেছি।
সে যে এত নিদারুণ আমি আগে কি তা জেনেছি।
ভেবেছিলাম মনে মনে,
জানে না সে আমা বিনে,
সে আশায় নিরাশা হ'ল আমি এখন প্রাণে মরেছি॥

কীর্ত্তন।

হরি নামের তরী বাঁধ ভাই।
দেখ গগনে আর বেলা নাই॥

সম্মুখে যামিনী তামসী ঘেরা,
কেন হইবি রে দুকূল হারা ;
খোল হাল, তোল পাল, গেল কাল বিফলে-
দেখ গগনে আর বেলা নাই ॥
নামের নিশান হরষে তোল,
হরি হরি হরি সকলে বল,
সে নামে যাইবে বিপদ ঘুচিয়ে
দেখ গগনে আর বেলা নাই ॥

শ্রীযুক্ত এম, এন, ঘোষ (মোস্তা)

ভৈরবী।

মা তোদের ক্ষ্যাপার হাট বাজার।
গুণের কথা কারে কব কার ॥
তোরা দুই সতীনে, কেউ বুকে
কেউ মাথায় চড়িস তার।
কর্ত্তা যিনি ক্ষ্যাপা তিনি,
ক্ষ্যাপার মূলাধার (মা)
আবার চেক্‌লা ছাড়া চালা দুটা
সঙ্গে অনিবার।
(ও মা) গজ বিনে গো আরোহণে
ফিরিস মা কদাচার ॥

আবার মণি মুক্তা ফেলে দিয়ে মা,

পরিস্ নরশির হার।

শ্মশানে মশানে ফিরিস্ (মা)

কার বা ধারিস ধার।

এবার রামপ্রসাদকে ভবনদী

ক'রতে হবে পার ॥

সিন্ধু-খাম্বাজ।

কোলে তুলে নে মা কালি

কালের কোলে দিস্‌নে ফেলে।

বড় জ্বালায় জ্বলছি যে মা—

যেতে দে জয় কালী ব'লে॥

কাঁদতে ভবে পাঠিয়েছিলি,

কেঁদে কালি হ'লেম কালী,

আমার ইহ্‌কালের সাধ মিটেছে,

রাখিস পায়ে পরকালে॥

ইমন।

কি ধন তোমারে দিতে পারি (শ্যামা)

নয়ন মুদে দেখ্‌লাম শ্যামা ব্রহ্মাণ্ড তোমারি

কি দিব মা রত্নবাস রত্নাকর যে তব দাস

স্বর্ণ-কাশীপুরে বাস কাশীতে বিশ্বেশ্বরী॥

শ্রীযুক্ত এম, এন, ঘোষ (মোক্তা)।

প্রভাতী।

ভবে সেই সে পরমানন্দ
যে জন পরমানন্দময়ীকে জানে।
সে জন না যায় তীর্থ পর্য্যটনে,
কালী কথা বিনা না শুনে কাণে,
আঁখি ঢুলু ঢুলু রজনী দিনে
কালী কথামৃত পীযূষ পানে॥
রামকৃষ্ণ কয় তেমতি জনে,
লোকের নিন্দা সে না শুনে কাণে,
সন্ধ্যা পূজা কিছুই না মানে,
যা করেন কালী ভাবে সে মনে॥

টোরি—ভৈরবী।

বিশ্বগুরু সারাৎসার পূর্ণব্রহ্ম সনাতন প্রাণাধার,
জগত-জীবন জগদীশ্বর অধম তারণ হে।
অনাথশরণ নীরদবরণ ত্বং হি নারায়ণ
দেবকী-নন্দন পুতনাঘাতন কংসমথন হে।
শ্রীরাধারমণ ভুবনমোহন মোহন মুরলীধারী,
কলুষহর ওহে চরাচর পামর মানব ভয়;
অতুল [illegible]পদ যাচে অভয়পদ পাতকী মানব হে॥

শ্রীযুক্ত এম, এন, ঘোষ (মোস্তা

প্রভাতী।

হর হর হর মহাদেব গঙ্গা গৌরী নারায়ণ,
প্রথম প্রভাতকালে গাওরে পামর মন।
অহল্যা, দ্রৌপদী, তারা, পঞ্চকন্যা সতী যারা
অজ্ঞান তিমিরহরা গুরু-ব্রহ্ম-নারায়ণ ॥
হরিশ্চন্দ্র পুণ্যকল শ্রীবৎস নলরাজন
দীন দুরিতবারণ, রাম-সীতা-লক্ষ্মণ,
শ্রীগোবিন্দ কংস কেশী নারায়ণ ॥

সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনমোহিনী।
আপন সুখে আপনি নাচ মা আপনি দাও মা করতালি
আদিভূতা সনাতনী ব্রহ্মরূপা শশীভালী
ব্রহ্মাণ্ড যখন ছিল না মা মুণ্ডমালা কোথা পেলি ॥
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী তন্ত্রী তোমার মন্ত্রে চলি।
যেমন রাখ তেমনি থাকি মা যেমন বলাও তেমনি বলি ॥

সাহানা।

খেলতে কি এসেছি ভবে মিছে খেলায় গেল ফাঁকি।
খেলিস যদি তারি খেলা তারে কেন নাহি ডাকি ॥
তার খেলা সে খেলে ব'লে খেলি সবাই তারি দলে,

খেলার ছলে তারেই ভুলি খেলা ঘরের ধূলা মাখি।
জন্মাবধি খেলা-খেলি গেল না ত মনের কালি,
তাই বলি ভাই বেল-বোল এস বুড়ি ছুয়ে রাখি॥
যে খেলেছে তার সনে খেলার মজা সেই জানে,
শয়নে স্বপনে ধ্যানে খেলে একা বসে থাকি॥

কমিক।

ঐ পয়সা উড়ে যায়। এই সহর কলিকাতায়, কত আজু বিবি তাহে,
ছলে বলে কল কৌশলে পয়সা উড়ে যায়॥
ফেরিওয়ালার দল যত কাণের কাছে অবিরত,
যে যার বুলি ডেকে যায়।
রকম রকম তাদের সুর, বড় মজা বড়ই মধুর,
শুনেই তার জিহ্বা নাম, জলে ভিজে যায়॥
নাকে মুখে তিলক কেটে,
একটা পাহাড় প্রমাণ বোচকা পিঠে,
একি টাকায় চারিখানা কাপড় একখানা ফাউ,
মোটা সোটা খোট্টা ভায়া, হিন্দিতে চ্যাচায়॥
দুপুর বেলায় ঘুরে ঘুরে, মাথার ঝুড়ি—
গম্ভীর বিষাদ সুরে, চুড়ি চাই বালা চাই,
কখন২ শুনি রমণীর মধুর ধ্বনি,
দাঁতের পোকা বার করি,

বাত আরাম করি কোমরের বেদনা আরাম করি ॥
ছেড়া কাপড় সেলাই করা, তার জন্যেও ফেরিওলা,
দুপুর বেলায় রিফুকর্ম্ম, বুড়ো হেকে যায় ॥

বৃথা ভবে খেল্‌তে এলি তাস। এতো খেলা নয়ত সর্ব্বনাশ।
এমন কাগজ পেয়ে অলকপেয়ে কেন ডাকলিনি ইস্ত ছক্‌ পঞ্চাশ ॥
হাতের রং থাক্‌তে এ তুই খেল্‌লি একি রূপ,
এবে তোর সাক্ষাতে বিপক্ষেতে মারবেরে তুরূপ,
কিসে বল্‌রে এবার, পিট পাবি রে আর,
হাতের সকল ফেরাই দিলি পাশ ॥

ভৈরবী।

মোহ অন্ধকার নাশিয়ে আমার
স্বরূপ তোমার দেখাও আমারে ॥
ও যে মহাপাপী আমি তোমারে না জানি,
ওহে কৃপাময় জানাও কৃপা ক'রে ॥
তুমি অনাদি তুমি অনন্ত, তুমি বিশ্বব্যাপি
ওহে শ্রীকান্ত !
আমি পারি না হেরিতে এ পাপ নয়নে
অজ্ঞানে দাও দেখা হরে মুরারে ॥

কমিক।

দিবসে নিশিতে নিয়ত ভোজনে পাটা খেতে কেন পাই না।
খাই খাই করি খাইতে না পারি ভাব বুঝি আমি চাই না ;
ওহে বোকেন্দ্র যেওনা কো দূরে—কাছে এসে ডাক সুমধুর স্বরে
সৌরভে তব ভরিবে উদর নহিলে যে ভাত ওঠে না ॥
ডাকি হে সুমাংসী আকুল পিয়াসে
ওগো ব্যা ব্যা ধ্বনি কর কাছে এসে
তোমারে হেরিয়া অন্ন দিব গ্রাসে
ওরে তানা হ'লে যে ক্ষুধা মেটে না ॥

শ্রীমতী ডালিম মণিদাসী।

কীর্ত্তন।

ন গুণ পরখি রস লালসে কাহে সঁপিল নিজ দেহ।
(বিচার ক'রলি না রাই) কাহে স'পিল নিজ দেহ
(বিচারিণী হয়ে বিচার ক'রলে না রাই।)
(কাল রূপ দেখিয়ে তুই বিচার করলি না রাই)
কাহে স'পিল নিজ দেহ
(দু'দিন দেখ্‌তে হয় রাই যারে প্রাণ স'পিতে হয়)
(সে শঠ কি সরল দু'দিন দেখ্‌তে হয় রাই)
(যারে প্রাণ স'পতে হয়, দু'দিন দেখ্‌তে হয় রাই)
কাহে স'পিল নিজ দেহ

দিনে দিনে খোয়ায়বি ও রূপ-লাবণ্যে
(একবার চেয়ে দেখ আপন অঙ্গ পানে চেয়ে দেখ রাই)
কি ছিলি কি হলি একবার অঙ্গ পানে চেয়ে দেখ)

কীর্ত্তন।

এমন কালিয়ে চাঁদ কে আনিল দেশে গো
অকলঙ্ক কুলেতে কলঙ্ক হ'ল শেষে গো।
(কুল আর রাখ্‌তে নারি)
(অকলঙ্ক কুল আর রাখ্‌তে নারিলাম)
(আমার কুলেতে কলঙ্ক হলো)
(কুল আর রাখ্‌তে নারিলাম)
অকলঙ্ক কুলেতে কলঙ্ক হলো শেষে গো ॥
গগন উপরে চাঁদ সবে মাত্র জানি গো ॥
(আমরা ইহাই তো জানি
(গগন উপরে একটী চাঁদ)
আমরা ইহাই তো জানি গো)
গগন উপরে চাঁদ সবে মাত্র জানি গো,
গোকুলে চাঁদের শাখী কে রপিল আনি গো ॥
(কে রোপণ বা কৈল)
(চাঁদের বৃক্ষকে কে রোপণ কৈল)
হাতে চাঁদ পায়ে চাঁদ আর চাঁদ কপালে।

এমন কভু শুনি নাই যে চাঁদের গাছ চলে গো।
(আজ দেখে যে এলাম)
গাছ চলা দেখে যে এলাম)
(চাঁদের গাছ চলা দেখে যে এলাম)
(যা কখন শুনি নাই তাই দেখে যে এলাম)
এমন কভু শুনি নাই, চাঁদের গাছ চলে গো॥

কীর্ত্তন।

নারী জনমে হাম করম অভাগী।
(নারীর জনমে ধিক,—ধিক্ ধিক্)
হিতাহিত জ্ঞান নাই যার জনমে ধিক্)
(সঙ্গিনী রে—নারীজাতির জনমে ধিক্)
(জনমে ধিক্ আর করমে ধিক্)
মরণ সমান ভেল মাণিক লাগি॥
(আমার মরণ হ'ল—তার মানে)
(সাধ করে মান ক'রেছিলাম—)
তার মানে আমার মরণ হ'ল)
সঙ্গিনী রে————
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
ধৈরয ধর চিতে মিলিয়ে মুরারি॥

——

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন।

ধরা যদি দুঃখে ভরা—
তবে কেন তারা তোরে ডাকি (মা)।
(আমি) সুখের আশে দিবানিশি, দুঃখের রাশি স'য়ে থাকি ॥
কারে জানাই দুঃখের বেদন, মা বিনে কে আছে এমন
(শুনি) পেটের বাছা ক'ল্লে রোদন
থাক্‌তে মা পারিস্ না নাকি।
এবার মা তোর ধরায় এসে, এক দিনও ঠিক বেড়াই নে হেসে,
গোণা দিন কটা গেল নিমিষে, শেষেও কিনা দিবি ফাঁকি ॥
(ও) নাম শুনেছি দুঃখহরা, তাই এতকাল ডাকছি তারা,
(আমি) বুঝি না কি সজীব মরা
জানি না এর পরে ও পরকালেও বা কি ॥

বেহাগ—একতালা।

স্বদেশের ধূলি স্বর্ণ-রেণু বলি, রেখো রেখো হৃদে এ ধ্রুব জ্ঞান।
যাহার সলিলে, মন্দাকিনী চলে, অনিলে মলয় সদা বহমান ॥
নন্দন-কাননে কিবা শোভা ছার, বনরাজিকান্তি অতুল তাহার,
ফল শস্য তার, সুধার আধার, স্বর্গ হ'তে সে যে মহা গরীয়ান্ ॥
এ দেহ তোমার তারি মাটী হ'তে, হ'য়েছে সৃজিত পোষিত তাহাতে,
মাটী হ'য়ে পুনঃ মিশিবে তাহাতে, ভবলীলা যবে হবে অবসান ॥
পিতামহদের অস্থিমজ্জা যত, ধূলিরূপে তাহে আছে যে[illegible]শ্রিত,

এই মাটী হ'তে হবে যে উত্থিত, ভাবিকালে তব ভবিষ্যসন্তান।
কংস-কারাগারে দেবকীর মত বক্ষেতে পাষাণ লৌহ-শৃঙ্খলিত,
মাতৃভূমি তব র'য়েছে পতিত পরিচয় তুমি তাঁহারি সন্তান।
প্রকৃত সন্তান জেন সেই জন, যে করিবে মার দুঃখ-বিমোচন॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

দেখ দেখ দেখ সবে ভাই!
সোনার ভারত হ'য়েছে শ্মশান, পড়ে আছে শুধু ছাই।
অন্নপূর্ণা মাতা আজি অন্নহীন,
কাঁদিছে সন্তান অনাহারে ক্ষীণ,
হা অন্ন হা অন্ন ভিন্ন রাতি দিন, অন্য কিছু কথা নাই॥
লক্ষীর ভাণ্ডার লুণ্ঠিত হ'য়েছে,
ধর্ম্মের আগারে অধর্ম্ম পশেছে,
গৌরবের ধন সকলই গিয়াছে, কিছু নাই কিছু নাই॥
যে দেশের শিল্প জগৎ ছেয়েছে,
সেই দেশে এখন বল কিবা আছে,
শুধু বিদেশের মুখ চেয়ে আছে, ছি ছি লাজে মরে যাই।
ভীষণ দুর্ভিক্ষ আর মহামার, দেখ করিতেছে দেশ ছারখার,
ঐ শুন ঐ শুন হাহাকার, কারও সুখ-লেশ নাই॥
বিরোধ করিয়া আজি ভায়ে ভায়ে,
কেন থাকি শুধু পরমুখ চেয়ে,

আপনারি ধনে ভিখারী হইয়ে, কেন গালাগালি খাই ?

তাই বলি ভাই দ্বেষ হিংসা ভুলি,

ভাইয়ে ভাইয়ে এস করি কোলাকুলি,

মরমের কথা ক'রে বলাবলি,

মরম-জ্বালা জুড়াই !

ডাকি আর এস জগতের নাথে, মনে বল ভাই পাইব যাহাতে,

তিনি না রাখিলে কে পারে রাখিতে, সবে বিভুগুণ গাই ॥

শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ গোস্বামী।

ঝিঁঝিট—খাম্বাজ।

বাঁশরী বাজায় শ্যাম রায় (সই)—

মোহন মূরতিয়া ধরিয়ে সখি ডাকে রাধিকায় ॥

কলঙ্কেরি ডালি সাজাইয়ে,

কুলমান চল দিই গে বিলাইয়ে,

যা কর শ্যাম (মার বা রাখ হরি)

বিনা মূল্যে তোমার হ'লাম

শ্রীপদে নিবেদি গে বিকাইব সই ঐ রাঙ্গা পায় ॥

ভৈরো-মিশ্র।

আরতি নব-গৌরচন্দ্র চন্দ্রানন রাজে।

নদীয়া সমাজে প্রেম-সাজে রস-রাজ হরি বিরাজে ॥

বিষণ বোলত ভাল, বালকগণ ধরত তাল,
নারীগণ মঙ্গলাল গান স্বর বিরাজে।
হরি-রস-মকরন্দ পান, ঢুলু ঢুলু ঢুলু দু'টী নয়ন,
চাচর কেশ চিত্রবেশ হেরি মদন লাজে॥
শ্রীকৃষ্ণদাস-রচিত ভাষ জানি জগত মন উল্লাসে।
মণি-কিঙ্কিনী কটী বিরাজে মধুর মধুর বাজে।
শ্রীরাধাগোবিন্দ নিমাই মন্দিরে এ গান-রস-রাজে।

ভৈরবী।

ন্যাংটা মেয়ে কালী।
দোষ করিলে রোষ করে না তারেই ত মা বলি॥
আপন মায়ে যেমন করে যতন জানত সকলি।
পাগলের মন যখন যেমন তখনি যায় ভুলি॥
ডাকিনী যোগিনী কত ভূতের হুলাহুলি।
যত দেবের প্রধান বিষ্ণু ঈশান তারাও কৃতাঞ্জলি
প্রসাদ বলে নির্জ্জনালে যদি যাবি চলি
সকল ছেড়ে হৃদয় মাঝারে ভাব রে মুণ্ডমালী॥

শ্রীমতী ভানুমতী দেবী

কীর্ত্তন।

বড় দুঃখ রহিল মরমে।
(আমি) কারে বা বল্‌বো, (মনের দুঃখ কারে বা বল্‌বো)

শ্রীমতী ভানুমতী দেবী।

(মন জানে আর আমি জানি, দুঃখ কারে বা বলবো)

(সঙ্গিনী গো) গোবিন্দ জানে মনের দুঃখ,)

(মন জানে আর আমি জানি)

বড় দুঃখ রহিল মরমে।

আমারে ছাড়িয়া প্রিয়া, মথুরা নগরে গিয়া,

এই বিধি লিখিল করমে ॥

(আমার ভাগ্যে লিখেছিল)

(বঁধু মধুপুরে যাবে, আমার ভাগ্যে লিখেছিল, ।

বিধিরে, দারুণ বিধি, এই বিধি লিখেছিলি,)

এই বিধি লিখিল করমে ॥

কীর্ত্তন।

চলইতে অঙ্গ রাধার চলই না পারিরে।

ছল ছল নয়নে বহয়ে ঘন বারিরে ॥

(আর চলে যেতে যে নারি)

(রাই ধনি কার ব'লে বা যাবে)

(শ্যাম সামর্থ হারায়েছে)

নয়ন ধারা, (যেন মন্দাকিনী) বয়ে যে পড়ে,

(সুমেরু বাহিয়া পড়ে)

টুটল মান ভেল বিরহ তরঙ্গরে

গৃহ মাঝে বৈঠল সহচরী সঙ্গ রে

(কিছু বল্‌তে নারে)॥
(বদন পানে চেয়ে রয় ধনি বল্‌তে নারে)

কীর্ত্তন।

(সখিরে) কেন গেলাম যমুনারি জলে,
কাজ ভাল ত করি নাই
সাঁজের বেলায় জলে গিয়ে,
আনা জল ফ্যালা হয়ে (শ্রীযমুনার জলে গিয়ে)
আর নন্দের দুলাল চাঁদ, পাতিয়ে রূপের ফাঁদ,
(পাতিয়ে কলঙ্কের ফাঁদ)
ব্যাধ-ছলে কদম্বের তলে
দাঁড়ায়ে আছে মোর, (কালরূপের ফাঁদ পেতে)
ফাঁদ পেতে যে কুলবতীর কুল নেবে বলে॥

শ্রীমতী পদ্মমণি দাসী।

খাম্বাজ।

র'য়ে র'য়ে কেন তার মুখ মনে পড়ে,
ও মেঘেরি বারি বিনে চাতকিনী প্রাণে মরে
ও দু'টী চরণে ধরি কতই যে কাঁদিনু,
ভালবাস কিনা বাস তাই তারে শুধাইনু,
না না ব'লে পাষাণি ঠেলিলে চরণে মোর,

এই লও তীক্ষ্ণ ছুরি হান মম বক্ষোপরে,
নিভে যাক্ আঁখি তারা হেরিতে হেরিতে তোরে ॥

খাম্বাজ ।

কে তুমি হে তরুবর, আছ সুখে দাঁড়াইয়ে ॥
গোপিকা বেষ্টিত তাহে রাধালতা জড়াইয়ে ॥
তমাল পিয়াল নহ, অগুরু চন্দন নহ,
সারাৎসার কল্পতরু অনুমান নিরখিয়ে ।
বৃন্দাবন পূণ্যধামে, দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গ ঠামে,
সত্ত্ব রজ তম তিনে, আছ তায় মিশাইয়ে

অভয়পদ চট্টোপাধ্যায় ও হরিমতি ।

এবারে উমা এলে আবার যেতে কর্ব্বো মানা ।
মা আমার কৈলাসেতে পায় না খেতে
ঐ চিনের বাদাম ঘুগনী দানা ।
নাইকো ইলিশ, তোপসে মাছ, নোলায় সরে জল,
ন্যাংড়া বোম্বাই আমের গাছ নাইকো আপেল ফল,
মোণ্ডা, মেঠাই, সে দেশে নাই
খাবার খাওয়াবো নাইকো মিহিদানা
এবারে এই সহরে রেখে তারে, ইংরাজী পড়াব
বাঘ সিংহি ছাড়িয়ে মাকে মটরে চড়াব,

অভয়পদ চট্টোপাধ্যায় ও হরিমাত।

সে যে কেমন মায়ের কেমন মেয়ে
এই বারেতে বুঝে পড়ে যাবে জানা
ব'লবো কি দুঃখের কথা নাইকো সেথা পাচ ছ তালা বাড়ী
সম্বল সুধু বুড়ো বলদ নাইকো তাদের গাড়ী ॥
আবার নাই বায়োস্কোপ,
নাই থিয়েটার নাইকো গ্রামোফোন
নাইকো গোরার বাজনা ॥

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী মুখার্জ্জী।

কীর্ত্তন—খেমটা।

আর ত ব্রজে যাব না ভাই যেতে প্রাণ নাহি চায়।
ব্রজের খেলা ফুরিয়ে গেছে তাই এসেছি মথুরায় ॥
মা পেয়েছি বাপ পেয়েছি ছেলে খেলা ভুলে গেছি।
তোমরা ক'জন মা ব'লে ভাই, ভুলিয়ে রেখ মা যশোদায়।
আবার ননী খেও, গোঠে যেও, প্রেম বিলায়ো গোপীকায়।

সিন্ধু-খাম্বাজ—মধ্যমান।

একা প্রেম রাখা হ'ল দায়।
যতনে যোগাতে বিন্দু সিন্ধু শুখায়।
আমার হ'ল যেমন, সাপেতে মূষিক ধারণ,
তাহার নয় তেমন, এবে জীবন রাখা দায় ॥

অভিনয়।

মিঃ এস, এন্ ঘোষ ও মিস কিরণ।

পৃথ্বিরাজ

সংযুক্তা ও সূর্য্যসিংহ।

সংযুক্তা। সূর্য্যসিংহ! কোন্ প্রয়োজনে
যাগিয়াছে দর্শন আমার?
নহি আর মোরা দোঁহে বালক বালিকা,
নিভৃতে তোমার সনে মম আলাপন
আর নহে কর্ত্তব্য আমার।
বল ত্বরা কি বা প্রয়োজন?

সূর্য্য। কি বা প্রয়োজন? বলি কারে?
কে শুনিবে দগ্ধ এই মর্ম্মের ব্যথা?
কে বুঝিবে প্রাণের এ জ্বালা?
পাষাণি! আমি তব ধাইব পশ্চাতে
সাথে ল'য়ে তপ্ত আঁখিজল,
অনন্ত এ প্রেম মোর,
ডালি দিতে চরণে তোমার,
তুমি কিন্তু যাবে চ'লে ফিরায়ে বদন,
বরষিয়া বিদ্রূপের হাসি!

সংযুক্তা। সেই পুরাতন কথা!
কে চাহে তোমার প্রেম?
রেখে দাও যতনে তুলিয়ে তার তরে,
সোহাগে যে ধরিবে হৃদয়ে;
শৈশব হইতে মোরা একত্রে পালিত,
কত খেলা খেলেছি দু'জনে,
আমি ছোট বোন্‌টি তোমার
ভগ্নী প্রতি কোন হেন প্রলাপ বচন?

সূর্য্য। সংযুক্তা! একদিন সন্ধ্যা-সমাগমে,
খরস্রোতা নদীতীরে খেলিতে খেলিতে
স্খলিত-চরণ হ'য়ে,
নিমজ্জিতা হ'য়েছিলে অগাধ সলিলে,
স্মরণ কি আছে তব কে বা সেইজন,
নিজ প্রাণ তুচ্ছ করি, যে বা তব রক্ষিল জীবন?

সংযুক্তা। আছে।

সূর্য্য। ভেবে দেখ অন্যদিন মনে,
বনমাঝে মহারাণা সনে,
গিয়াছিলে শিকার-সন্ধানে;
স্মরণ কি আছে তব,
ভীষণ শার্দ্দূল-গ্রাস হ'তে
কেবা তব রক্ষিল জীবন?

সংযুক্তা। আছে।

সূর্য্য। তবে এই বুঝি প্রতিদান তার ?

সংযুক্তা। শোন সূর্য্যসিংহ !

সঙ্কীর্ণ নহেক হেন সংযুক্তা-হৃদয়,

ভুলে যাবে প্রাণদাতা জনে,

প্রয়োজন হ'লে, নিজ প্রাণ-দানে

রক্ষা তব করিব জীবন,

উপকার হয় যদি তব,

অবহেলে হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ি,

নিক্ষেপিতে পারি আমি জ্বলন্ত অনলে।

কিন্তু প্রতিদান চাহ যদি প্রণয় আমার

ভেবো না'ক মহাজন তব !

সূর্য্য। তবে কি দেখিবে তুমি মরণ আমার

নীরব নয়ন কোণে—তব বল,

ঝরিবে না এক ফোঁটা অশ্রু জল ?

সংযুক্তা। অসি করে সমর-প্রাঙ্গণে

পার যদি ত্যজিতে জীবন,

ভগিনীর আঁখিনীরে তিতিবে মেদিনী,

সহোদরা হাহাকার শুনিবে জগৎ।

কিন্তু যদি ত্যজ প্রাণ আমার কারণ,

সামান্য রমণী তরে,

বিসর্জ্জন দাও তব অমূল্য জীবন,

কাপুরুষ শব হেরি ফিরাব নয়ন।

এত যদি সাধ তব ত্যজিতে জীবন,

মিলেছিল নাগোরা-সমরে তব উত্তম সুযোগ !

পৃষ্ঠপ্রদর্শন তবে কেন বা করিলে ?

কেন বল পলায়ে আসিলে ?

সূর্য্য তব তরে—শুধু তব তরে

এখনও রেখেছি প্রাণ ;

দয়া কর—দয়া কর মোরে।

বল বল—

হৃদয়ে ধরিয়ে তোমা জুড়াব কি প্রাণ ?

পতি ব'লে সম্ভাষণ করিবে কি মোরে ?

সং। পতি ত দূরের কথা !

ভ্রাতা বলি এতদিন ভেবেছি তোমারে,

কিন্তু জেনো, আজ হ'তে—

সংযুক্তার কেহ নহ সে ;

কনোজের শিরে, যেই

অকাতরে দেছে তুলে কলঙ্ক-পশরা,

পৃষ্ঠ-প্রদর্শন রণে ক'রেছে যে জন,

সংযুক্তা তাহার সনে,

আর না করিবে কভু মুখের আলাপ !

সূর্য্য। সংযুক্তা ! কর তুমি সংযত রসনা,

জেনো মনে সীমা আছে মানব-ধৈর্য্যের।

সূর্য্যসিংহ নহে কাপুরুষ !

কিন্তু এই নিশীথ সময়ে,
নির্জ্জন লতাকুঞ্জ মাঝে,
করি যদি আমি তব অঙ্গ পরশন,
কি করিতে পার তুমি সংযুক্তা সুন্দরী ?

সংযুক্তা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ
কি করিতে পারি আমি !
শত সূর্য্যসিংহ নাহি ধরে শক্তি কভু,
স্পর্শিবারে কেশাগ্র আমার !

রিজিয়া ।

বক্তিয়ার ও রিজিয়া ।

বক্তিয়ার। বুঝেছি সম্রাজ্ঞি ! তুমি চাহ পিপাসিত জনে,
অযাচিত বারিদানে পিপাসার
তীব্রতা বাড়া'য়ে দেখিতে কৌতুক।
বিন্দুমাত্র করুণা যদি থাকে তব হৃদে
দিল্লীশ্বরি ! এ আদেশ দিও না দাসেরে।
তার চেয়ে ধর এই শাণিত ছুরিকা,
আমূল বসা'য়ে দাও হৃদয়ে আমার,
ছিঁড়িয়া বাহির করি' তপ্ত-রক্ত-সিক্ত
হৃদ-পিণ্ড মম, দেখ কার ছবি আঁকা
আছে পরতে পরতে তার।

রিজিয়া। বীরবর!
পুরুষ-হৃদয়ে নিরন্তর ফুটিতেছে
সহস্র বাসনা, তৃপ্ত সাধ অতৃপ্তের
সনে একস্রোতে যেতেছে ভাসিয়ে;
নব আকাঙ্ক্ষার পুনঃ হ'তেছে উদয়।
পবিত্র প্রণয়-পাশে বাঁধ এই
হিন্দুরমণীরে; হৃদয় হইতে মুছে ফেল
রিজিয়ার মুখ; লভিবে অতুল সুখ
রাজ-অনুগ্রহ-ছায়ায় বসিয়ে।

বক্তিয়ার। যদি
আশা মম এ জনমে না হয় পূরণ,
তা'ও ভাল। শাহাজাদি! অন্য ললনারে
বক্তিয়ার কভু নাহি অর্পিবে হৃদয়।

রিজিয়া। বক্তিয়ার! বক্তিয়ার! এখন কি বুঝ
নাই রিজিয়ার মন! ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নি
যথা পাংশু-আবরণে রাখে লুকাইয়ে
আপন দাহিকা-শক্তি, স্পর্শ মাত্রে ভস্ম
করে সব; রিজিয়াও সেইরূপ হাসি
দিয়ে রেখেছে ঢাকিয়ে হৃদয়ের তেজ।
আরে আরে ঘৃণিত তাতার! জান না কি
রিজিয়ার নয়নের কণামাত্র জ্যোতি

স্পর্শ-মাত্রে দহিবারে পারে শত শত
তাতারেরে ?

বক্তিয়ার। শাহাজাদি ! সম্রাট্‌নন্দিনি।
মৃত্যুভয় দেখাও কাহারে ? জান না কি
তাতার-বালক মাতৃ-অঙ্ক হ'তে ছুটে
যায় সিংহশিশু সনে করিবারে মল্লরণ !
শাণিত ছুরিকা ক্ষুদ্র ক্রীড়নক তার !
জীবনের ভয় দেখাও সম্রাজ্ঞি ?
বক্তিয়ার মরিতে প্রস্তুত সদা, কিন্তু
শাহাজাদি ! জীবনের সাধ এখনও
মেটেনি তব। তুমি সম্রাট্‌-নন্দিনী !—
অপ্রমেয় লোকবল অর্থবল তব,
তুমি দিল্লীশ্বরি !—কটাক্ষে তোমার শত
শত তাতারের বক্ষ-রক্তে বধ্যভূমি
হইবে রঞ্জিত,—কিন্তু যদি এই
রক্ষীশূন্য কক্ষে এই দণ্ডে নিষ্কোষিত
অসি মম দ্বিখণ্ডিত করে তব শির,
কি করিতে পার তুমি ?

রিজিয়া। কি করিতে পারি আমি !
আরে, আরে, বাতুল তাতার ! এই
বাম পদাঘাতে ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত,
এই দণ্ডে তোমারে দলিতে পারি ; মূর্খ

বক্তিয়ার ! বাসনা যগুপি তব দেখ
প্রত্যক্ষ প্রমাণ—কি করিতে পারি আমি।

রক্ষী। কি আদেশ শাহাজাদি !

রিজিয়া। যাও চ'লে, প্রয়োজন
হ'লে পুনঃ করিব আহ্বান।

বক্তিয়ার। এতদিনে টুটিল স্বপন ! যেই
আশা লতিকায় এতকাল ধরি' করিলাম
সলিল সিঞ্চন, উৎপাটিত হ'ল আজি
মূলদেশ তার। পিপাসায় জর্জ্জরিত
প্রাণ, ছুটিলাম এতকাল মরীচিকা
লক্ষ্য করি, আজি শেষ তার—শান্তি আশে
রাখে নর প্রাণ, আজি অবসান তার—
আসুরিক বীর্য্য ধর হৃদয় আমার ;
সুকুমার বৃত্তি-চয় নিজগুণ ত্যজি ;
প্রতিহিংসা রূপে আজি হও পরিণত।
রিজিয়ার নাম মুছে ফেলে দিব ধরা
হ'তে। যেন অন্য কেহ আমার সমান
না বুঝিয়ে তার করে সঁপে প্রাণ। আমি
প্রাণপণে সাধিয়াছি মঙ্গল তাহার ;—
বাহুবলে নাশিয়াছি অরাতি সকল ;—
তাই অতি অহঙ্কারে আজি সুলতানা

রিজিয়া। অপমান করিলি আমারে। রে পাপিষ্ঠা !

আমি জ্বালিয়াছি দীপ ; আমি
আবার ফুৎকারেতে করিব নির্ব্বাণ।

বিজয়-বসন্ত।

তৃতীয় অঙ্ক—চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজা, রাণী ও বলবন্ত।

নেপথ্যে। মহারাজ আমি এসেছি ; কার্য্য শেষ ক'রে এসেছি।

রাজা। কে ? কে ? এ সময়ে আবার কে ! কে ও কি চায় ?

দুর্জ্জয়। মহারাজ আপনি বাহিরে যান, বুঝি বলবন্ত।

রাজা। না না, এই খানে—এই খানে তোমার কাছে থাকি—কাছে থাকি (রক্তাক্ত কলেবরে বলবন্তের প্রবেশ)।

বল। মহারাজ সব শেষ, সব শেষ—

রাজা। কি ! কি ! বলবন্ত তুমি কাঁপ্‌ছ যে—কাঁপ্‌ছ যে ?

বল। কাঁপ্‌ছি মহারাজ, কৈ তা তো জানি না ! রাজ-আজ্ঞা পালন ক'রেছি, কুমারদের নিঃশেষ ক'রেছি। দেখ্‌বেন ! দেখ্‌বেন ! আমার সঙ্গে আসুন, দুই মুণ্ড মশানে গড়াগড়ি যাচ্ছে, এখনও শৃগাল কুকুরে খায়নি ! মহারাণী আপনিও আসুন, বিশ্বাস না হয় স্বচক্ষে দেখে যান,—খুব প্রতিশোধ হ'য়েছে—খুব প্রতিশোধ হ'য়েছে।

দুর্জ্জয়। যাও—যাও, বলবন্ত যাও, তুমি মহারাজের সাম্‌নে থেক না, হস্ত প্রক্ষালন কর গে।

বল। কি প্রক্ষালন ক'র্‌বো—রক্ত! এ কি যে সে রক্ত যে সামান্য জলে প্রক্ষালন হবে! এই হাতে বিজয়ের রক্ত, এই হাতে বসন্তের রক্ত, রাজবংশের রক্ত! গাঢ়—তপ্ত, সমুদ্রের সমস্ত জলে রক্ত প্রক্ষালিত হবে না! দেখুন মহারাজ! দেখুন মহারাণি! আমি কেমন কৃতজ্ঞ ভৃত্য—রাজ-আজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন ক'রেছি।

রাজা। যাও বলবন্ত যাও, তোমার পুরস্কার পাবে—যাও।

বল। যাই মহারাজ, দেখুন, আমার কোন ক্রটী নাই, ঠিক দেখুন কুমারদের রক্ত কি না? দেখুন আপনার রক্ত—আপনি দেখ্‌লে চিন্‌তে পার্‌বেন।

দুর্জ্জয়। বলবন্ত, যাও—যাও দেখ্‌ছ না, মহারাজ কাতর হ'চ্ছেন।

বল। কিসের কাতর! রাজা রাজকার্য্য পালন ক'রেছেন—পতি পত্নীর সম্মান রেখেছেন। কাতরতা দেখ্‌ছি আমি, এই তামসী নিশীথে বিভীষিকাময় শ্মশানে কুমারদের কাতর ক্রন্দন শুনেছি, "কোথায় মা—কোথায় বাবা" ব'লে চীৎকার ক'রে কেঁদেছে তা শুনেছি, "গুরুদেব রক্ষা কর" ব'লে আমার পায়ে প'ড়েছে অমনি মুণ্ডচ্ছেদ ক'রেছি।

রাজা। ওঃ—হোঃ।

বল। কেমন মহারাজ, আজ্ঞা পালন ক'রেছি তো? মহারাণী আপনারও আজ্ঞা লঙ্ঘন করি নি, আগে বসন্তের—তারপর বিজয়ের মস্তকচ্ছেদ।

দুর্জ্জয়। আমার আজ্ঞা! আমার আজ্ঞা! বিজয় নাই!

রাজা। হাঁ—হাঁ রাণি, তোমারি আজ্ঞায় বিজয় নাই, বিজয়

নাই ;—বসন্তও নাই—আমি নির্ব্বংশ। আমার কেউ নাই কেবল তুমিই আছ—তুমিই আছ। আর তোমার অপরূপ রূপ আছে, এস, ওই রূপে ডুবে থাকি। আমায় আলিঙ্গন কর, পার যদি পুত্রঘাতীকে আলিঙ্গন কর।

প্রফুল্ল।

চতুর্থ অঙ্ক—পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

জ্ঞানদা। যাদব! একটা কথা বলি, এই চারটে টাকা বেশ ক'রে বেঁধে নে, কেউ চাইলে দিস্‌নে, কারুকে দেখাস্‌ নি, দোকানে যা ইচ্ছে হয় লুকিয়ে বার ক'রে কিনে খাস্। আর এখন এই দুই আনার পয়সা নে, দোকান থেকে কিছু খাবার কিনে খেগে, আমি এইখানে ব'সে থাকি। এই তো আসন্নকাল উপস্থিত-অদৃষ্টে যা ছিল হ'ল, ম'লেই ফুরিয়ে যাবে। যেদোর কি হবে, আর তো দেখ্‌তে আস্‌বো না, আজ তো বাছা খেতে পাবে।

যোগেশ। কোথাও তো কিছু হ'ল না, এই চারটে পয়সা পেয়েছি এক ছটাক মদ দেবে। এ কে জ্ঞানদা প'ড়ে না কি?

জ্ঞানদা। তুমি এসেছ! আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত,একটা কথা শোন, আমায় মার্জ্জনা কর, আমি ঠাকুরপোর বুদ্ধি শুনে তোমার এই সর্ব্বনাশ ক'রেছি। আমি শিবপূজো ক'রে শিবের মতন স্বামী পেয়েছিলেম, আমার বরাতে সইল না, তোমার অপরাধ নাই; এখনও শোধরাও, তোমার সব হবে।

যোগেশ। মচ্ছো, রাস্তায় ম'র্‌তে এসেছো? তোমাদের এতদূর হ'য়েছে! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! যেদোও ম'রেছে! বেশ হ'য়েছে! মচ্ছো-মর, আমি মদ খাইগে। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল।

জ্ঞানদা। তুমি আমার একটা উপকার কর, যদি ঐ কথাটী স্বীকার পাও তা হ'লে আমি সুখে মরি; কোন রকমে যদি পীতাম্বরের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, কি সে এসে নিয়ে যায় তা হ'লে আমি সুখে মরি।

যোগেশ। তুমি রাস্তায়—যেদো সেথায়, ম'র্‌বে কেমন। তা বেশ! আমি ব'ল্‌তে পারি নি, মিছে কথা বল্‌বো না, পারি যদি পীতাম্বরকে চিঠি লিখ্‌বো! আমার ঘাড়ের ভূতটা এখন তফাতে দাঁড়িয়ে আছে; যদি শিগ্‌গির না ঘাড়ে চাপে তা হ'লে পার্কো, আর ঘাড়ে চাপ্‌লে আমি কি কর্ব্বো। কি বল লাথি মেরেই তোমায় মেরে ফেলেছি কেমন?

জ্ঞানদা। তোমার অপরাধ কি, আমায় ভগবান্ মেরেছেন।

যোগেশ। না না ভূতটা তফাতে আছে, আমি বুঝতে পাচ্ছি আমিই মেরে ফেলেছি, কি কর্ব্ব বল, ভূতে মেরেছে চারা নেই; মচ্ছো মর মর; আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল। আ-হা হা আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল।

পৃথ্বীরাজ।

সংযুক্তা, জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজ।

(পৃথ্বীরাজ-প্রতিমূর্ত্তির গলায় মাল্যদান)

জয়চাঁদ। কি করিলি অবোধ বালিকা?

মূঢ়া ভ্রমে হলাহল করিলি যে পান।

বিপ্রগণ! অজ্ঞান বালিকা
নাহি জানে কার মূর্ত্তি-গলে দেছে মালা,
মার্জ্জনীয় নহে কি এ ভ্রম?

সংযুক্তা। নহে ভ্রম পিতঃ!
জেনে শুনে মাল্য দান ক'রেছি উহায়।

জয়চাঁদ। কি কহিলি?

সংযুক্তা। জানি আমি কার পদে সঁপিলাম প্রাণ।
কায়মনোবাক্যে সদা ভজেছি তাঁহায়,
পতি মোর পৃথ্বীরাজ।

জয়চাঁদ। আরে আরে কুলের কণ্টক!
পিতৃ-অরি পতি তোর?
দুগ্ধ দিয়ে সর্পশিশু করিনু পালন
হ'ল যাই বিষের উদ্গম;
প্রসারিয়ে কাল-ফণা,
হেলায় পালক শিরে করিলি দংশন!
ভেবেছিস্ মনে, ভুলে স্নেহ আকর্ষণে
ক্ষমা বুঝি করিব রে তোরে?
চাস্ যদি আপন মঙ্গল,
অন্যজনে বরমাল্য কর্ সমর্পণ!

সংযুক্তা। সে কি কথা, দেব!
শিশুকাল হ'তে তুমিই শিখা'য়ে দেচ
সতীত্ব পরম নিধি রমণী-জীবনে;

তুমিই ব'লেছ, তাত !
"নারী-ধর্ম্ম করিতে পালন
হ'লে প্রয়োজন
তুচ্ছ প্রাণ দিও বিসর্জ্জন।"
তবে কেন তব উপদেশ
তুমিও বিস্মৃত হও পিতঃ ?
বর-মাল্য সমর্পিয়ে একের গলায়,
অন্যে বল, কেমনে ভজিব ?
দ্বিচারিণী সংযুক্তারে ক'বে জনে জনে,
তাহে মান বাড়িবে কি তব ?
চক্রবর্ত্তী রাণা জয়চাঁদ
সুখী কি হবেন তায় ?

জয়চাঁদ। প্রগল্‌ভা বালিকা !
কে চাহিছে উপদেশ তব ?
চাহ যদি আপন মঙ্গল
সত্বর করহ মোর আদেশ পালন।

সংযুক্তা। নারী-ধর্ম্ম রক্ষা হ'তে কি মোর মঙ্গল ?
পায়ে ধরি পিতঃ
তনয়ারে শিখাও না কুলটা-আচার !

জয়চাঁদ। তনয়া ! কে মোর তনয়া !
অকাতরে পিতার উন্নত শিরে
[illegible] জল ঢেলে দেয় কলঙ্ক-কালিমা,

পিতৃ-অপমান করি আনন্দ যাহার,
পিতৃ-আজ্ঞা অবহেলে দলে যে চরণে,
সে মোর তনয়া !
জয়চাঁদ ! আজি নির্ব্বংশ রে তুই !
মহাভ্রমে হৃদয় কাননে,
বিষবল্লী করিয়ে রোপণ
বেঁধেছিলি মায়া আর স্নেহের প্রভাবে,
এবে নিজ করে নির্ম্মম হইয়ে
বিষবল্লী ফেল উপাড়িয়ে !
সংযুক্তা ! প্রস্তুত হও, স্মর ইষ্টদেব। (অসি নিষ্কাসন)

সংযুক্তা। পিতঃ ! চকিতা তোমার মরণে কি ডরে ?
সতীত্ব অমূল্য নিধি করিতে রক্ষণ,
হ'লে প্রয়োজন
বীরবালা হাসিতে হাসিতে,
শমনেরে দেয় আলিঙ্গন।

জয়চাঁদ। ভাল—মর তবে,
নিভে যাক্ প্রাণের এ জ্বালা। (অসি উত্তোলন)

রাওমল। কি কর বাতুল ? (জয়চাঁদের হস্ত ধারণ)

জয়চাঁদ। প্রতি পদে, বৃদ্ধ, তুমি বাধা দাও মোরে,
এবে লও প্রতিফল। (রাওমলকে তরবারির আঘাত)
কোথা গেল সে কালনাগিনী ?
(সংযুক্তাকে মারিবার জন্য পুনরায় অসি উত্তোলন)

পৃথ্বীরাজের প্রবেশ

পৃথ্বীরাজ। কাপুরুষ তনয়ার চাহ ল'তে প্রাণ?

এস, প্রিয়তমে!

আজি হ'তে দৌবারিক গৃহে তব স্থান।

প্রণমি চরণে তব,

পূজনীয় শ্বশুর ঠাকুর!

পাণ্ডবগৌরব।

দণ্ডী ও উর্ব্বশী।

দণ্ডী। শুন প্রিয়ে, ভদ্র আর না হেরি এ স্থানে,

মিলি দেবগণ অচিরে করিবে আক্রমণ।

অসুরারি দল বলে পশিবে সংগ্রামে

সাধ্য কে বা ধরে ত্রিভুবনে--

নিবারে এ ভুজদর্প বারণে।

সহায় সহিত নাশ পাণ্ডব হইবে;

উপায় না রবে—বধিবে আমায়

কৃষ্ণ লবে তোমারে কাড়িয়ে।

প্রাতে যবে হবে তব অশ্বিনী-আকার,

পলাইব দুই জনে,

রহিব নিভৃত্য স্থানে লোক অগোচরে।

উর্ব্বশী। রাজা! নাহি যাব এ স্থান ত্যজিয়ে

কেন তুমি মজ মোর আশে?
অকপটে ব'লেছি তোমায়
কাঁদে প্রাণ থাকিয়ে ধরায়
কর তুমি প্রেম-আলাপন
বিষবৎ হয় জ্ঞান।
দিবস-যামিনী—অশ্বিনী-কামিনী
কহ কত সয়—ত্রিদিবমোহিনী আমি।

দণ্ডী। এই কিরে তোর আচরণ?
ছিলি গহন কাননে,
সিংহাসনে দিছি স্থান!
ত্যজি রাজ্য ত্যজি প্রণয়িনী;
বংশধর নন্দনে ত্যজিয়ে,
আছি তোর সনে পরাশ্রয়ে!
এত যত্নে তোর নাহি উঠে মন?
তুই বারবিলাসিনী!
পাষাণী প্রণয়হীনা—
যোগ্য শাঁপ দেয় নাই মুনি,—
অহল্যা সমান,
উচিত আছিল তোর প্রস্তর হইতে।
কালি বগ্গা দিয়ে মুখে
চালাইব সুতীক্ষ্ণ চাবুক গায়—
প্রবেশিব সাগর মাঝারে,

জনা।

পিতৃ-আজ্ঞা না হবে লঙ্ঘন—
করি অশ্ব অর্জ্জুনে অর্পণ
চলে যাব যথা ল'য়ে যায় আঁখি।
বৃথা ধনু ধ'রেছি মা করে,
বিফল জীবন—
শত্রু-ভয়ে অস্ত্র ত্যজি দাসত্ব করিব!
বীরদম্ভে অশ্বভালে ক'রেছে লিখন
রণে আবাহন করি,
ত্যজি রণ ক্ষত্রিয়-নন্দন
পরাজয় মানি লব!
হেন প্রাণ কেন মা রাখিব,
কেন মা গো ধ'রেছিলে গর্ভে মোরে?

জনা। বৎস! ত্যজ মনস্তাপ—
প্রবল প্রতাপ পাণ্ডব ফাল্গুনী শুনি।
তুমি নৃপতি নয়নের নিধি
তাই রাজা নিবারে তোমারে
সমরে যাইতে যাদুমণি!
বলবানে পূজাদান আছে এ নিয়ম
রণস্থলে বীর করে বীরের আদর।
শুনিয়াছি নর-নারায়ণ ধনঞ্জয়,
লজ্জা নাহি হেন জনে—সম্মান প্রদানে!

প্রবীর। ভয়ে পূজা ঘৃণা করে বীর!

ফিরে দিতে যাই যদি বাজী,
ঘৃণায় অর্জ্জুন কথা নাহি কবে মম সনে ;
ফিরায়ে বদন বীরগণ হাসিবে সকলে।
শুনি মাতা—জাহ্নবীর বরে পাইয়াছ মোরে,
কাপুরুষ পুত্র কি দেছেন ভাগীরথী !
রণে যদি না যাই জননি—
দেবতার হবে অপমান !
মাগো ! তব পদে মতি,
তোমার চরণ মম গতি,
অক্ষয় কিরীট শিরে তব পদধূলি—
মাতৃনাম অক্ষয় কবচ বুকে ;
সম্মুখ সমরে বিমুখ কে করে মোরে ?

জনা। নয়ন-আনন্দ তুমি জীবন আমার
ভাবি মনে পাছে তোর হয় অকল্যাণ।

প্রবীর। রণে মৃত্যু হ'তে কিবা আছে মা কল্যাণ !
কে কোথায় ক্ষত্রিয়-জননী
সন্তানে অঞ্চল ঢাকি রাখে ?
কুলাঙ্গার পুত্র কার কামনা জননী !
ক্ষত্রিয়-নন্দিনী কার ভীরু পুত্র সাধ।
পিতার নিষেধ যদি—
না করিব রণ, ফিরে দিব হয়,
কিন্তু লোকময় কলঙ্কভাজন

রাখিব জীবন ছার

মনে স্থান দিও না জননী !

রণে যদি যেতে মোরে মানা,

বন্দি চরণ—

বিদায় হইয়ে যাই জন্মের মতন !

জনা। স্থির হও—আমি বুঝাইব ভূপে।

হয় হোক্ যা আছে মা জাহ্নবীর মনে,

রণসাধ যদি তোর রণ পণ মম।

প্রবীর। ধরি তোর পদধূলি শঙ্করে না ডরি।

(রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক। এই যে মায়ে পোয়ে একত্র হ'য়েছেন, নিশ্চয় দামোদর আস্‌ছেন সন্দেহ নাই, অগ্নি দেবতার বর কি আর বিফল হয় ? মনে কর্‌ছ রাজা, রাণী ঠাকুরুণ বোঝাবেন, উনি না ঢাল খাঁড়া ধ'রে রণাঙ্গনা হ'য়ে দাঁড়ান, ও আমার মুখের ভাবেই মালুম হ'য়েছে ! আপনি ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে বল্‌ছেন, কেঁদে দুলাল রাণীর কাছে এসেছেন ! সকাল থেকে পুরে হরি হরি রব একি বিফল হয় ?

হরিরাজ।

শ্রীমতী কুসুমকুমারী ও শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

শ্রীলেখা ও হরিরাজ।

শ্রীলেখা। এস বৎস ; কি হেতু বিলম্ব এত

একে জ্ব'লে নিশিদিন, বাঁচি প্রাণে তোর মুখ চেয়ে,
তুই যদি দিবি ব্যথা ক'য়ে কথা এত নিদারুণ
প্রবোধ না দিয়ে জননীরে—
কার তরে রহিব সংসারে আর ?
বৎস হ'য়ো না নির্দ্দয় এত জননীর প্রতি।

হরিরাজ। মাতা ! নিষ্ঠুরতা অধিক কাহার ?
নহে ত আমার ; ভাব একবার নিজ ব্যবহার
আমার পিতার প্রতি।

শ্রীলেখা। হরিরাজ ভুলেছ কি মনে—কার সনে কর বাক্যালাপ ?

হরিরাজ। দুর্ভাগ্য অপার জননী আমার।
কি কহিব রুদ্ধ অসি মম,
নহে কি এখন থাকিত জীবন কলুষিত দেহে তব ?
যার স্নেহ করি অনাদর, কুলমান বিসর্জ্জিলে অপরের পায়,
সেই স্নেহ-ধারা হ'তে লইয়া বিদায়
দেবলোক হ'তে দুর্ভেদ্য কবচে রক্ষা করে জীবন তোমার।
নহিলে কি ক্ষত্রিয়-সন্তান এ কলঙ্ক করিয়া বহন
মাতা বলি করিত মার্জ্জনা ?
পিতা ! আর যে সহে না, ভুলে যাব আদেশ তোমার।
কলঙ্ক মাতার পুত্র হ'য়ে কেমনে সহিব ?
ঐ ঐ শুন অশরীরী বাণী ! সকরুণ ঐ আবাহন ;
শুন কথা, কলঙ্ক-বারতা আর নাহি প্রকাশ জগতে।
বিভুপদে কর ত্বরা আত্ম-সমর্পণ

ঘৃণিত জীবন শুদ্ধ কর চিত্ত অনুতাপে।

শ্রীলেখা। হরিরাজ, হরিরাজ, রক্ষা কর, রক্ষা কর মোরে।
ধ'রেছি জঠরে মাতৃহত্যা করিবি কি শেষে?
যাই আমি যাই পলাইয়ে।

হরিরাজ। কোথা যাও, দেখ চিত্র অতীব সুন্দর।
কি বিশাল ঠাট প্রশস্ত ললাট
ভ্রূযুগল বাসবের চাপ সম,
পূর্ণ জ্যোতি আকর্ণ নয়ন, নাসিকা গঠন,
খগরাজে দিয়ে লাজ,
আজানুলম্বিত বাহু সুললিত
শরাসনে করে কার্ত্তিকেয় পরাজয়।
বীর বপু হের—বক্ষস্থল হেরি
রিপুদল কাঁপিত সভয়ে
এই জন ছিল তব স্বামী।
জ্ঞানচক্ষু কর উন্মীলন, হের অন্য জন—
ভিক্ষা অন্নে পালিত কুক্কুরে
হিংসাভরে কুঞ্চিত ললাট
ভ্রূভঙ্গেতে কুৎসিত আচার ভাসে।
আঁখিপাশে নরকের ছায়া,
দয়া মায়া ভয়ে করে পলায়ন।
হেন জন বিলাসের কীট তব?
মাতা, গজমতি দলি পদতলে

কাঁচখণ্ডে করিলে আকিঞ্চন।
ধন্য তুমি ফুল শরাসন!
অঘটন কিছু নাহি তব পাশে।
মাতা, জিজ্ঞাসি তোমারে,
কিবা ঘোরে আচ্ছন্ন করিল তব প্রাণ
ছিল না কি জ্ঞান, কোথা ছিল দু'নয়ন?

শ্রীলেখা। রক্ষা কর, রক্ষা কর, তিরস্কার আর নাহি কর
জানু পাতি মাগি ক্ষমা।

হরিরাজ। আমি কে বা কি করিব ক্ষমা,
শ্যামাপদে যাচ প্রতিকার
দেবী-পদে লওগে আশ্রয়;
শোন মাতা পুত্রের হৃদয়-
মাতৃহত্যা, পাপে লিপ্ত নাহি কর সুতে।

কপালকুণ্ডলা।

নবকুমার ও মতিবিবি।

নব। আর কি ব'ল্‌বে বল, নীরব হ'লে কেন? তবে আমি এখন চল্লেম; তুমি আর আমায় ডেক না।

মতি। যেও না, আর একটু থাক; আমার যা বল্‌বার তা এখনও শেষ হয়নি।

নব। কি ব'ল্‌বে বল?

মতি। উঃ এত লাঞ্ছনা!

নব। কৈ কি ব'ল্‌বে বল?

মতি। কি ব'ল্‌ব, কি কথায় আমার অন্তরের জ্বালা বোঝাবো।

নব। কিছু ব'ল্লে না, নীরব রইলে যে? তুমি যদি আমায় কিছু না ব'ল্‌বে, তবে আমায় থাক্‌তে ব'ল্লে কেন, আমি যাই।

মতি। না—তুমি যেও না।

নব। তুমি কি ব'ল্‌বে বল না!

মতি। তুমি কি চাও? পৃথিবীতে কিছু কি তোমার প্রার্থনীয় নাই? ধন সম্পদ, মান, মর্য্যাদা, রঙ্গ, রহস্য, যাকে লোকে প্রণয় বলে, পৃথিবীতে যাকে সুখ বলে, আমি তার সকলি তোমায় দিচ্ছি—কিছুই তার প্রতিদান চাই না, কেবল তোমার দাসী হ'তে চাই, তোমার যে পত্নী হব এ গৌরব রাখি না, কেবল দাসী,—ঐ চরণের দাসী হ'তে চাই; এই আমার নিবেদন।

নব। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ইহ জনমে দরিদ্র ব্রাহ্মণই থাক্‌ব—তোমার ধন সম্পত্তি ল'য়ে যবনীজার হ'তে পার্‌বো না।

মতি। জার—যবনীজার—ভাল যাক, সে কথা থাক; বিধাতার যদি তাই ইচ্ছা হয়; তবে না হয় আমার সকল সাধ অতল জলে বিসর্জ্জন দিব, এখন আমার একটী কথা, অনুরোধ রাখ্‌বে কি? এই পথ দিয়ে তুমি এক একবার যেও, দাসী ভেবে দর্শন দিও, আমার জীবনের সকল সাধ, সকল আশা পূর্ণ হবে, আমি তোমায় দেখে চক্ষু পরিতৃপ্ত ক'র্‌ব।

নব। তুমি যবনী, পরস্ত্রী, তোমার সঙ্গে এরূপ আলাপেও দোষ হয়, তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না।

মতি। তুমি আমার নও? তবে কার দৈববিড়ম্বনায় আমি তোমায় হারায়েছি? আমার রত্ন কে অপহরণ ক'র্‌লে? আমি কেন সহ্য ক'র্‌বো—না সহ্য ক'র্‌বো—বিধাতার বিড়ম্বনা, আমি যবনী, উপায়হীন, প্রাণ যায়, ওহোঃ হোঃ প্রাণ যায়। নির্দ্দয়! আমি তোমার জন্যে আগ্রার সিংহাসন পরিত্যাগ ক'রে এসেছি, তুমি আমায় পরিত্যাগ ক'রো না।

নব। তুমি আগ্রায় ফিরে যাও, আমার আশা ত্যাগ কর।

মতি। এ জনমে নয়, এ জনমে তোমার আশা কখনও ছাড়্‌ব না।

নব। এ কি! কে রমণী, কম্পিত নাসারন্ধ্র, ললাটদেশে ধমনী স্ফীত রমণীয় রেখা; জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু—সমুদ্রবারিবৎ ঝলসিত, দলিতফণা ফণিনীর ন্যায় ফণি তুলে দণ্ডায়মানা কে এ রমণী, উন্মাদিনী—কে?

মতি। তোমায় ত্যাগ করবো—এ জনমে নয়; তুমি আমারই হবে।

নব। এ কি অপূর্ব্ব শোভা, বজ্রসূচক বিদ্যুতের ন্যায় মনোমোহিনী শোভা, হৃদয়ে ভয়সঞ্চার হয়। আমার বহুদিনের কথা স্মরণ হ'চ্ছে, আমার প্রথমা স্ত্রী পদ্মাবতীকে যখন শয়নাগার হ'তে বহিষ্কৃত করতে উদ্যত হ'য়েছিলেম—দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা তখন সদর্পে আমার প্রতি এইরূপ ফিরে দাঁড়িয়েছিল, এমনি নাসারন্ধ্র কাঁপিয়াছিল, এমনি মস্তিষ্ক হেলিয়েছিল! বহুকাল সে মূর্ত্তি মনে পড়ে নাই, আজ এই যবনী দেখে সে মূর্ত্তি মনে প'ড়েছে, তুমি কে?—

মতি। আমি পদ্মাবতী—

নব। কি ভয়ঙ্কর সংঘটন, এর পরিণাম কোথায়?

ভ্রমর

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীমতী কুসুমকুমারী ও মিঃ এন্, সি, বসু।

রাসবিহারী। তাই ত! এত দেরি হ'চ্ছে কেন? এখন আস্‌ছে না কেন? ঐ যে কে আসছে? সাড়া নি—কে গা?

রোহিণী। তুমি কে গা?

রাসবিহারী। আমি রাসবিহারী গো!

রোহিণী! আমি রোহিণী।

রাসবিহারী। এত দেরী হ'লো যে—

রোহিণী। একটু না দেখে আস্‌তে পারিনি। তা বড় কষ্ট হ'য়েছে না?

রাসবিহারী। না কষ্ট আর কি, তবে অনেকক্ষণ ব'সে আছি, ভাব্‌লাম বুঝি আমাকে ভুলে গেলে আর এলে না।

রোহিণী। যদি ভুলতে পার্‌তুম তা হ'লে আমার এ দুর্দ্দশা হবে কেন। একজনকে ভুল্‌তে না পেরে এদেশে এসেছি, আর তোমায় ভুল্‌তে না পেরে—কে—রে?

গোবিন্দলাল। তোমার যম!

রোহিণী। ছাড়! ছাড়! আমি কোন মন্দ অভিপ্রায়ে আসিনি; আমি যে অভিপ্রায়ে এসেছি, তা না হয় ঐ বাবুটাকে জিজ্ঞাসা কর!

গোবিন্দলাল। কৈ? কে তোর বাবু? কা'কে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব?

রোহিণী। কই? কোথায় গেল? কেউ ত এখানে নাই।

গোবিন্দলাল। কেউ নেই কেন; এই যে আমি আছি রোহিণী!

রোহিণী। কি?

গোবিন্দলাল। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

রোহিণী। কি।

গোবিন্দলাল। তুমি আমার কে ?

রোহিণী। কেউ নই, যতদিন পায়ে রাখ ততদিন দাসী। না হ'লে আর কেউ নই।

গোবিন্দলাল। পায়ে ছেড়ে তোমায় মাথায় রেখেছিলাম। রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য, রাজার অধিক সম্পদ, অকলঙ্ক চরিত্র, অত্যজ্য ধর্ম্ম, সব তোমার জন্য ছেড়েছিলাম। তুমি কি রোহিণি! তোমার জন্য ভ্রমর, জগতে অতুল, চিন্তায় সুখ, দুঃখে তৃপ্তি, সেই ভ্রমরকে ত্যাগ করলুম! তুমি রোহিণি! তোমার মুখ চেয়ে সর্ব্বস্ব ছেড়ে বনবাসী হলুম। সেই বিশ্বাসের এই পরিণাম! সেই বিশ্বাসের এই প্রতিদান! সর্ব্বনাশি! রাক্ষসি! তোর ত কিছুই অভাব ছিল না। রাজরাণীও এত আদরে থাকে না; তবে কেন তুই এ কাজ করিল। ছি! ছিঃ অতি ঘৃণিত কাজ। নরকেও তোর —(পদাঘাত)।

রোহিণী। উঃ—

গোবিন্দলাল। রোহিণি দাঁড়াও! তুমি একবার ম'রতে চেয়েছিলে আবার ম'রতে সাহস আছে কি ?

রোহিণী। এখন আর ম'রতে চাইব কেন? জীবনের যা সুখ ছিল সব পূর্ণ হ'য়েছে তবে আর দুঃখ কিসের ?

গোবিন্দলাল। তবে চুপ ক'রে দাঁড়াও। নোড় না! এই দেখ পিস্তল ভরা। কেমন মরতে পারবে ?

রোহিণী। না! না! মেরো না; মেরো না, আমি ম'রতে পারবো

না! আমায় মেরো না! আমায় মেরো না।

গোবিন্দলাল। কি আশ্চর্য্য! রোহিণী এখনও তোমার বাঁচবার সাধ হয়? না না, তা হবে না! তোমার বাঁচা হবে না। তুমি না মর্‌লে আমার মতন অনেকে প্রতারিত হবে। চুপ ক'রে দাঁড়াও। এই দেখ পিস্তল—চুপ্!

রোহিণী। না না, মেরো না! মেরো না! আমার নূতম যৌবন, নূতন সুখ, মেরো না! মেরো না! আমায় চরণে না স্থান দেও, আমায় বিদায় দেও,—

গোবিন্দলাল। এই দিই (পিস্তলাঘাত)

বিল্বমঙ্গল।

বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণি।

বিল্ব। এই ছাখ দড়ি ছাখ।

চিন্তা। কৈ দেখি (প্রাচীরের নিকট গিয়া) ওগো মাগো, এযে অজাগর গোখরো সাপ।

বিল্ব। এ্যাঁ, অজাগর গোখরো সাপ?

চিন্তা। এ কি! তুমি কাল সাপ ধ'রে উঠেছিলে! তুমি আমার মুখপানে চেয়ে রয়েছ যে?

বিল্ব। তোমায় দেখ্‌ছি!

চিন্তা। কি দেখ্‌ছো?

বিল্ব। তুমি বড় সুন্দর!

চিন্তা। তুমি নদী পেরলে কি ক'রে?

বিল্ব। আমি নদীতে ঝাপ দিলুম—ভাবলুম সাতরে পার হব, কিন্তু বড় তুফান, মাঝখানে এসে ঢেউ লেগে আমার নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে যেতে লাগল! এমন সময় একখানা কাঠ ভেসে যাচ্ছিল—

চিন্তা। তোমার গায়ে অত দুর্গন্ধ কিসের?

বিল্ব। আমি তো তোমায় ব'লেছি তা আমি বল্‌তে পারিনে।

চিন্তা। সাপটা অনায়াসে ধরলে?

বিল্ব। চিন্তামণি! বোধ হয় তুমি কখন প্রাণ দাওনি, তাহ'লে বুঝ্‌তে প্রাণ অতি তুচ্ছ তাহ'লে জান্‌তে সাপে দড়িতে বিশেষ প্রভেদ নাই।

চিন্তা। তুমি কি উন্মাদ?

বিল্ব। যদি আজও না বুঝে থাক, নিশ্চয় তুমি প্রেমিক নও, কিন্তু তুমি অতি সুন্দর! অতি সুন্দর!

চিন্তা। কি ফ্যাল ফ্যাল ক'রে দেখ্‌ছো?

বিল্ব। দেখ্‌ছি তোমার কথা সত্যি কি মিছে। আমি উন্মাদ এ পরিচয় কি তুমি আগে পাওনি! তুমি নিদ্রা যাও আমি সমস্ত রাত্রি তোমার মুখপানে চেয়ে থাকি, তুমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্লে দশদিক শূন্য দেখি, তোমার চক্ষে জল পড়্‌লে আমার বুকে শেল বাজে, এতেও কি বুঝতে পারনি আমি উন্মাদ কি না? আমার সর্ব্বস্ব ঋণে বিকিয়ে যাচ্ছে, একবারও তার প্রতি চাইনি; নিন্দা অঙ্গের আভরণ ক'রেছি, আজ কি তোমার বোধ হয় এ কথা আমি সত্য ব'লছি? (সর্পের প্রতি দেখাইয়া) আমি উন্মাদ কি না

গ্যাখ! প্রত্যক্ষ গ্যাখ! প্রত্যক্ষ গ্যাখ! সত্য চিন্তামণি আমি উন্মাদ, কিন্তু তুমি অতি সুন্দর! অতি সুন্দর!

চিন্তা। আচ্ছা বক্‌ছ কেন?

বিল্ব। জানি না। অবশ্যই অতি সুন্দর, নৈলে এতদিন কার পূজা কর্‌ছি? তোমায় দেখ্‌ছি তুমি দেবী না রাক্ষসী! যদি দেবী হ'তে মনের কথা বুঝতে, নিশ্চয়ই তুমি রাক্ষসী। কিন্তু অতি সুন্দর! অতি সুন্দর!

চিন্তা। চল তুমি কি কাঠ ধ'রে এলে আমি দেখ্‌ব।

বিল্ব। তোমার এখনও অবিশ্বাস? চল।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী

বিল্বমঙ্গল।

মঙ্গলা, বণিক, অহল্যা ও বিল্বমঙ্গল।

বণিক। আসতে আজ্ঞা হয়, আসুন!

অহল্যা। স্বামি, পতি, প্রাণেশ্বর! তুমি দায়ে ঠেকিয়েছ, তুমিই রক্ষা কর্‌বে। আমি অবলা!

(বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ)

বণিক। এই আমার গৃহিণী—আপনার দাসী।

(প্রস্থান)

অহল্যা। আপনি পালঙ্কের উপর উপবেশন করুন।

বিল্ব। না; আমি তোমায় দেখ্‌ব—এইখান থেকেই দেখ্‌ব।

(স্বগত) ভেবে দ্যাখ্ মন
কত তোরে নাচায় নয়ন!
ছিলি ব্রাহ্মণ-কুমার—
বেশ্যাদাস নয়নের অনুরোধে!
পিতৃ-শ্রাদ্ধ-দিনে, ধৈর্য্য নাহি প্রাণে,
ঘোর নিশা' মহা ঝঞ্ঝাবাতে,
তরঙ্গের সনে রণ!
রহিল জীবন শব-দেহ আলিঙ্গনে!
সর্পে রজ্জু ভ্রম,
হেন অন্ধ ক'রেছে নয়ন;
পুরস্কার—বারাঙ্গনা তিরস্কার!
মন, হাসি, পায়—
হ'ল তোর বৈরাগ্য উদয়!
চ'লে গেলি একবাসে গৃহবাস ত্যজি;
'কোথা কৃষ্ণ বলি হলি উতরোলি,
—যেন তোর কত প্রেম!
আরে রে পাগল মন!
ধ্যানে মগ্ন বাপীতটে সাধুর আকার—
শুনি কঙ্কণ-ঝঙ্কার,
চাহিলি নয়ন মেলি।
দ্যাখ্ পুনঃ নয়নের ছলে
কি উন্মাদ দশা তোর।

মন, তুমি আঁখির গরব কর।
—নিত্য ডর পাছে যায় এ রতন!
ত্যাখ তোর আঁখির আচার!
সেই মাংস অস্থি,
কাষ্ঠভ্রমে, প্রাণের কারণে,
দিলে যারে আলিঙ্গন—
সেই মত গলিতে হইবে।
বাহ্যিক এ লাবণ্যের আবরণ—
এই রত্ন ভাব তুমি সংসারের সার।
ভাব মন বৃথা জন্ম তার
এ রতনে বঞ্চিত যে জন!
বুঝ, মন নয়ন তোমার
অন্ধ কিবা নহে।
কিছু নাহি হেরে;
অপর যে বস্তু তাহে কহে নিত্যধন।
এর ছলে কত দিন রবি ভুলে?

(প্রকাশ্যে) তোমার অলঙ্কার থেকে দুটো কাঁটা খুলে দাও! মা! তোমার স্বামীকে বলগে, আমি তোমার পাগল ছেলে; যাও মা, তোমার পতি আজ্ঞা; আমার কথা হেলন কর্ত্তে নেই।

অহল্যা। কে এ মহাজন! (প্রস্থান)

বিল্ব। মন এখন কি আঁখির মমতা কর?
শত্রু তোর শীঘ্র কর বধ!

দিব আমি উত্তম নয়ন
যেই আঁখি ব্রজের গোপালে
আমার বলিয়ে তুলে নেবে কোলে
অন্য সব দেখিবে অসার !
যাও, যাও নশ্বর নয়ন (চক্ষু বিদ্ধকরণ)
চল পদ যথা ইচ্ছা হয়।

মাতালের গোপাল দাদা।

ছেলে মাতাল হ'য়ে এসে বাপ্‌কে ডাক্‌ছে।

ছেলে। আজ রাত্রি প্রায় তিনটে বেজে গিয়েছে, এত রাত্রে বাড়ীতে গিয়ে "বাবা বাবা" ব'লে ডাকলেই তো দেখ্‌ছি গোলযোগ। বাবাটী বুড়ো হ'য়েছেন, কিন্তু ওঁর শনিবার দিন বাড়ী আসাটির কমাই নেই। দু'দণ্ড যে ডানা মেলে উড়্‌বো, তার যোটি নাই বাবা। যাই হোক্ একটু কেদ'নি ক'রে ডাক্‌তে হ'চ্ছে। বাবার নাম গোপাল, ডাক্‌ছে—'গোপালদা" "গোপালদা !" ওর মা ছিল উপরে! ওর বাপকে ডেকে দিচ্ছে—

মা। "ওগো" কে ডাকছে, বল দে'খনি ও কে মাতালের মত চ্যাঁচামেচি ক'রছে, তোমাকে ডাকছে—একবার নীচে যাও না ?

বাপ। আরে এত রাত্রে কে আবার ডাকাডাকি কচ্ছে, ছাই ! মোমবাতিটা একবার দাও দেখি, অফিসের কেউ হয় তো মাতাল হ'য়ে এসেছে। (তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিয়ে দেখেন যে—মূর্ত্তিমান ছেলে— 'আরে হতভাগা' ম'লো যা, তুই রাত তিনটের সময় এ[illegible] পাড়ার মধ্যিখানে

"গোপালদা" "গোপালদা" ব'লে ডাকচিস্—তোর জন্যে মান ইজ্জৎ সব গেল।

ছেলে। হাঁ হাঁ বাবুর মান ইজ্জৎ একেবারে সব গেছে আর কি—আর "বাবা ও বাবা" ব'লে ডাক্‌লে একেবারে মান বাড়্‌তো, আর যে "গোপালদা" ব'লে ডাক্‌ছি পাড়ার লোকে মনে করবে গোপালের কোন্ ইয়ার এসেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ বেটার বুদ্ধি দেখ না—আমি মান ঢাক্‌ছি—উনি খুলে দিচ্ছেন আর কি?

বাবা। হাড়হাবাতে বাড়ী ঢোক তোর আর বিদ্যে প্রকাশে কাজ নাই। হাড়হাবাতে কোথাকারের। লোকের ছেলে প্লেগে মরে, এ বেটার মৃত্যু নেই—হাড়হাবাতে বাড়ী ঢোক্।

ছেলে। আরে, আমায় বাবা জ্বালাতন কর কেন—অমনি সাদাসিদে বল বাবা—চোখ রাঙাবার দরকার কি বাবা—সাদাসিদে চল, সুড়ুক ক'রে ঢুকে যাচ্ছি—আর বেয়াড়াগিরি যদি কর, তা'হলে বাবা! আমি এখন মিলিটারী মেজাজে রয়েছি, ও "বাবা ফাবা" এখন ফেয়ারে আসে না বাবা,—হ্যাঁ হ্যাঁ—এখন বন্দুকহস্তে মূর্ত্তিমান্ ন্যাক্ হয়ে রয়েছি বাবা,—হ্যাঁ, ও চালাকি এখন আর খাটছে না বাবা—এমন ছেলে ক'জনের হয় বল দেখি; ভাগ্যে তোমার বরাতে এমন আইরণ অক্টোবর মিলেছে, বাবা, আর কথা বাড়াবার দরকার নাই; পার ত কথা বাড়িও না বাবা—আমি বাড়ী যাচ্ছি। বাবা, কথাবার্ত্তায় দরকার নেই।

আমি তো মুদ মারি তুমি যে মাতাল মার।

বাপ-বেটায় কুক্‌ড়ো লড়াই লেগেছে আর কি। ছেলের বাপ্ অনেক

৩৭

রকম ক'রে বারণ ক'রেছে—দেখ্ বেটা মদ আর খাস্‌নি। এ্যাঁ কাণে কামড়ে বা কর্ণবেধের মত কাণ ছেঁদা ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছি। ছেলে বেরিয়েছে—সে দিন শনিবার বারদোষ না পেয়ে কি আর বাড়ী ফেরে! কাড়ীর কাছে এসে তখন মনে প'ড়েছে যে তাই তো কি করা যায়,—বাবা তো যথেষ্টরূপে বারণ ক'রেছেন, যা হোক্ সাফাই দেওয়া যাবে বাবা, এই ব্যাটা যেমন ভাগনেকে ভালবাসে। অন্ধকারে তার নামটাই না হয় ক'রে দেব, এই স্থির ক'রে বাড়ীর কাছে গিয়ে চাকরটাকে ডাক্‌ছে।

ছেলে। ঝিঙ্গরু, ঝিঙ্গরু!

এখন ওর বাপ পাশের ঘরে শুয়েছিল, সে ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিয়েছে, খুলে দিয়েই দেখে ছেলে!

বাপ। হাঁ রে বেটা হতভাগা, তোকে বারংবার ক'রে বারণ করি তুই ব্যাটা তবু সেই মদ গিলে এসেছিস্, ব্যাটা হতভাগা কোথাকার এ্যাঁ! কে রে তুই? এ ব্যাটা কথা কয় না—কে রে তুই, কে রে?

ছেলে। এ্যাঁ এ্যাঁ—আমি তোমার ভাগনে গো বাবা!

বাপ। ওরে ব্যাটা, জল জেয়ান্ত বাবাকে তুমি মামা বানাতে চাও হতভাগা!

বোলেই গড়ম প্রহার আরম্ভ ক'রেছে। ছেলে (স্বগত) বল্‌ছে।

ছেলে। বাবা এমন বিপদও করে, এ যে ব্যাটা চারদিকে রক্ত ঝুঁঝিয়ে বেরুতে লাগল রে, কি গুখুরি-কাজই ক'রেছিলাম।

বাপ। ব্যাটা ফের তুমি মদ মেরে এসেছ—

ছেলে। (স্বগত) হাঁ হাঁ বাবা, আমি তো না হয় মদ মারি, তুমি যে 'মঙ্গুর' কোটাটা সবই মারো বাবা, এই সকাল বেলা প্রসাদের মাখম

মারো, এই দুপুর বেলা মাছি মারো, রাত্রে মশা মারো, রাগলে মাকে মারো, এই বাজারে বেরুলে মহাজন মারো, হাঁ হাঁ ভারি আর কি, আমার বড়—অপরাধ।

বাপ। তবে রে ব্যাটা পাজি কোথাকার, ছুঁচো হারামজাদা শুয়ার, তোমায় বারংবার বারণ ক'রেছি তবু ব্যাটা তুমি আমার কথা শোন নাক।

ছেলে। আরে বাবা শুনবে কে? হা হা সে ব্যাটা কি আর তখন ছেলে আছে, সে একটা জিয়ান্ত উপদেবতা হ'য়ে বাবা দাঁড়িয়েছে।

বাপ। আরে এই জামাতাই নবগ্রহ ছিল, শুনেছিলেম এই নবগ্রহরও উপর কখন কখন যেতো, এ ব্যাটা ছেলে যে আমার হ'য়েছে এ ব্যাটা দেখ্‌ছি বাবা ত্রয়োদশ গ্রহর উপরে যায়, ব্যাটা হাড়ে-মাসে ভাজা ভাজা ক'রলে, এই বুড়ো বয়সে ব্যাটাকে যত বারণ করি, হাড়হাবাতে ব্যাটা ততই মদ গিল্‌বে, ততই মদ গিল্‌বে—আর হতভাগা লক্ষীছাড়া কোথাকার, ব্যাটাকে ব'ল্‌বো এক আর করবে এক, হাড় হাবাতে ব্যাটা কোথাকার, ব্যাটা ফের মদ মেরে এসেছে।

ছেলে। ও বাবা আমি ত না হয় মদই মারি, আর তুমি যে বাবা মাতাল মার।

বাপ। ফের কথা কচ্চ শুয়ার—মাতাল মারি, আমি মাতাল মারি—আমি ওর মতন মাতাল মারি, হাড়হাবাতে ব্যাটা কোথাকার বাড়ী ঢোক শুয়ার কোথাকার।

ছেলে। আচ্ছা বাবা আর্ ব'লতে হবে না।

তাম্রকূট-মাহাত্ম্য।

আলবোলাং নমস্কৃত্যং ফোড়শীঞ্চ গড়গড়াং।
দেবীং হুক্কাং কলিকাঞ্চ-ততো-জয়মুদীরয়েৎ॥

আয় আয় একদা নিরামিষারণ্যে মহর্ষি কেশাকর্ষণ-পুত্র ব্যাঘ্রশ্রবা মৃগশত্রু প্রমুখাদি সপ্তকোটি ঋষিগণকে, কল্কি-পুরাণের অন্তর্গত তাম্রকূট-মহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। কথাতে—কথাতাম্। রাজা বুদ্ধিগোময় মহর্ষি হুক্কানারায়ণকে কহিতে লাগিলেন—মহারাজ! আমি ঘোর পাপে কলুষিত, সদা তাকিয়া ঠেসনে শায়িত, মোসাহেবগণ পরিবেষ্টিত, জাল জুয়াচুরিতে রত, সুরাগুণে মোহিত, মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত, প্রভু হে! আমার গতি কি হবে—এই বলিয়া মহারাজ সাতিশয় অনুশোচনা ও পরিবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন; তদ্দর্শনে হুক্কানারায়ণ মহারাজকে নানারূপ স্তোকবাক্য দ্বারায় সান্ত্বনা করতঃ কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! চিন্তা ক'রবেন না—আপনার মুক্তির উপায় স্থির করিয়াছি। আপনি অচিরে যমপুরের ঊর্দ্ধভাগে ধূম্রলোকে গমন করিয়া শান্তিলাভ করিবেন, আপনি নিশ্চিন্ত রহুন। মহারাজ শ্রীহরির শ্রীচরণ স্মরণ বিনা জীবের গতি নাই হে (হরি হরি বল) কিন্তু মহারাজ ও পাপমুখে ভ্রম ক্রমেও একবার ভগবানের নাম উচ্চারণ করেন নাই, শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করাও আপনার পক্ষে কষ্টসাধ্য। তবে এক উপায় বলি শ্রবণ করুন,—আপনি হুক্কাদেবীর আরাধনা করত তাম্রকূট সেবনে রত হউন। এ ঘোর কলিকালে তাম্রকূট সেবন ব্যতীত জীবের আর কোন উপায় নাই, মহারাজ! তাম্রকূটং সেবনং বিনা কলৌ নাস্ত্যে গতিরন্যথা। আয় আয় শুন আর মহারাজ অবধান করুন, মহেশ্বরের ডমরু হইতে কলিকা,

বিষ্ণুর কৃষ্ণ অবতারে বংশী হইতে নলিচা এবং ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে খোলের উৎপত্তি হইয়াছে, এই তিনের একত্র সংযোগে হুক্কাদেবী আবির্ভূতা হইয়াছেন। মহারাজ! ভগবানের ত্রিমূর্ত্তি তাম্রকূট সেবন দ্বারায় প্রকটিত হ'ন এবং এই হুক্কাদেবী ভগবানের একমাত্র ত্রিগুণাত্মিকা বহিরঙ্গ শক্তি। মহারাজ! সুরা পরিত্যাগ করিয়া অহিফেন সেবনে রত হন, এখনই আচম্বিতে আপনার শরীরে ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি সঞ্চারিত হইবে। মহারাজ! আমি অতি মূঢ়মতি, আমি নিজ মাহাত্ম্য বর্ণনা করিব। ভক্তগণ এক্ষণে সজ্জং কুরু তাম্রকূটং জয় জয় তাম্রকূটের জয়, জয় জয় হুক্কাদেবীর জয়।

স্বর-পরিচয়।

নিম্নে, যে যে রাগ-রাগিণীতে যে যে পর্দ্দা ব্যবহৃত হয় তাহা প্রদত্ত হইল। কোমল পর্দ্দাগুলি ( ) বন্ধনীর মধ্যে কোঃ দিয়া দেওয়া হইল। পাঠক স্মরণ রাখিবেন—গায়ক যে রাগিণীতে গান করিবেন; সেই রাগিণীর পর্দ্দার (ঠাটের) মধ্যে তাঁহার কণ্ঠস্বর আবদ্ধ রাখিবেন; সুতরাং সামান্য একটু 'সা. রে গা' সাধা থাকিলে পাঠক বিনা আয়াসে নিম্নলিখিত ঠাটের সাহায্যে যে কোন রাগিণীতে গীত যে কোন সঙ্গীতের সহিত হারমোনিয়ম বাজাইতে সক্ষম হইবেন।

রাগ ও রাগিণীর নাম	ঠাট্ (অর্থাৎ যে যে পর্দ্দা ব্যবহৃত হয়)

আসাবরী—সা, (রে কোঃ), (গা কোঃ), মা, পা, (ধা কোঃ), (নি কোঃ)।

আড়ানা—সা, রে, (গা কোমল), মা, পা, ধা, (নি কোমল)।

আলাহিয়া—সা, রে, গা, মা, পা. ধা, নি।

ইমন্—সা, রে, গা, (মা কড়ি), পা, ধা নি।

ইমন্-কল্যাণ—সা, রে, গা, মা, (মা কড়ি), পা, ধা, (নি কোঃ)।

কানাড়া—সা, রে, (গা কোমল) মা, পা, ধা, (নি কোমল)।

কামোদ—সা, রে, গা, মা, পা, ধা, (নি কোমল)।

কালাংড়া—সা, (রে কোমল), গা, মা. পা, (ধা কোমল), নি।

কেদারা— সা, রে গা, মা, (মা কড়ি), পা, ধা, নি।

খাম্বাজ—সা, রে, গা, মা, পা, ধা, (নি কোমল)॥

গৌরসারঙ্গ—সা, রে, গা, (মা কড়ি), পা, ধা, নি।

গৌরী—সা, (রে কোমল), গা, মা, (মা কড়ি), পা, (ধা কোমল) নি।

ছায়ানট—সা, রে, গা, মা, পা, নি।

জয় জয়ন্তী—সা রে, গা, (গা কোমল), মা, পা, ধা, (নি কোমল)।

ঝিঁঝিট—সা, রে, গা, মা, পা, ধা, (নি কোমল)।

তিলক কামোদ—সা, রে, গা, মা, পা ধা, (নি কোমল)।

টৌড়ী—সা, (রে কোঃ), (মা কোঃ), (মা কড়ি), পা, (ধা নি কোঃ),

দরবারি কানাড়া—সা, রে, (গা কোঃ), মা, পা, (ধা কোঃ), (নি কোঃ

দেশ—সা, রে, গা, মা, পা, ধা, (নি কোমল)।

পঞ্চম -সা, (রে কোঃ), গা, মা, ধা, নি। (ইহাতে "[illegible]" [illegible]র্জ্জিত)।

পরজ—সা, (রে কোমল), গা, (মা কড়ি), পা, (ধা কো[illegible]), নি।

পাহাড়ি—সা, রে, গা, মা, পা, ধা, (নি কোমল)।

পিলু—সা, রে, (গা কোমল), মা, পা, (ধা কোমল), নি।

পূরবী—সা, (রে কোমল), গা, (মা কড়ি), পা, (ধা কোমল), নি।

পূরিয়া—সা, (রে কোঃ), গা, (মা কড়ি), ধা, নি। (ইহাতে "পা" বর্জ্জিত) ;

বসন্ত—সা (রে কোঃ) গা, (মা কড়ি) ধা, নি। (ইহাতে) "পা" বর্জ্জিত

বাগেশ্রী—সা, রে, (গা কোমল), মা, পা, ধা, (নি কোমল)।

বারোঁয়া—সা, রে, (গা কোমল), মা, পা, ধা, (নি কোমল)।

বাহার—সা, রে, (গা কোমাল), মা, পা, ধা, (নি কোমল)।

বিভাষ—সা, রে, গা, পা, ধা, নি, । ইহাতে "মা" বর্জ্জিত)

বৃন্দাবনী সারঙ্গ—সা, রে, মা, পা, নি। (ইহাতে "গা" ও "ধা" বর্জ্জিত ;

বেহাগ—সা, গা, (মা কড়ি, পা নি।) (ইহাতে "রে" ও "ধা" বর্জ্জিত ;

ভীমপলশ্রী—সা, রে, (গা কোমল) মা, পা, ধা, (নি কোমল)

ভূপালী—সা, রে, গা, পা, ধা, (ইহাতে "মা" ও "নি" বৰ্জ্জিত)

ভৈরব—সা, (রে কোমল), গা, মা, পা (ধা কোমল) (নি কোমল)

ভৈরবী—সা, (রে কোঃ) (গা কোঃ) মা, পা, (ধা, কোঃ) (নি কোঃ)

মল্লার—সা, রে, গা, মা, পা, ধা (নি কোমল),

মালকোষ—সা, (গা কোমল), পা, (ধা কোমল), (নি কোমল) ।
(ইহাতে "রে" ও "পা" বৰ্জ্জিত)

মুলতান— [illegible] মা কড়ি), পা, (ধা কোঃ), নি ।

মেঘ— [illegible] মা, [illegible] "ধা" বৰ্জ্জিত)

[illegible] (ধা কোমল) নি ।

রামকেলী— [illegible] কোঃ), [illegible] ধা কোঃ) (নি কোঃ) ।

ললিত— [illegible] মল) ধা নি । ইহাতে "পা" বৰ্জ্জিত)

শঙ্করা—সা, রে, [illegible], (মা কোমল) ধা, নি ।

শ্রীরাগ—সা, (রে কোঃ) [illegible], (মা কড়ি) পা (ধা কোমল) নি ।

সারঙ্গ—সা, রে, গা, মা, পা, (নি কোমল) ।

সাহানা—সা, রে, (গা কোমল) পা, ধা, (নি কোমল) ।

সিন্ধু—সা, রে, (গা কোমল) মা পা ধা, (নি কোমল) ।

সুরট—সা, রে, গা, মা, পা, ধা, (নি কোমল) ।

সিন্ধুড়া—সা, রে, (গা কোমল), পা, ধা (নি কোমল) ।

সোহিনী—সা, (রে কোমল) ধা, নি । (ইহাতে "পা" বৰ্জ্জিত)

হাম্বীর—সা, রে, গা, (মা কড়ি), পা, ধা নি ।

হিন্দোল—সা, গা, (মা কড়ি) ধা, নি । (ইহাতে "রে" ও "পা" বৰ্জ্জিত)

সমাপ্ত ।